P S
3139
W67
C412
1881
MAIN

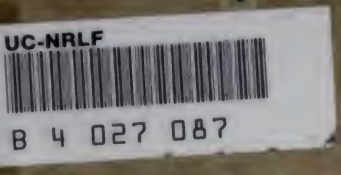

GIFT OF
Mrs. George Baugh

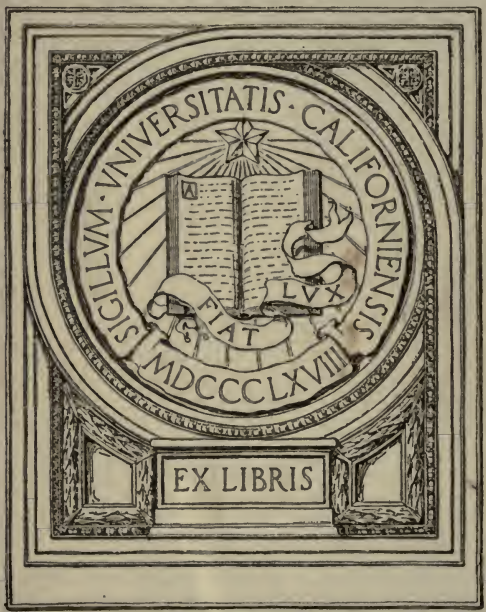

CHRISTIE'S OLD ORGAN;

OR,

"HOME, SWEET HOME."

বাজনার বাক্স

অথবা

"সুখময় বাটী।"

Translated by

KÁMINÍ SEAL

Editor of the Khrishtíya Mahilá.

কলিকাতা;

চৌরঙ্গি রোড, ২৩ নং ভবনে প্রকাশিত।

মূল্য তিন আনা মাত্র।

CHRISTIE'S OLD ORGAN;

OR,

"HOME, SWEET HOME."

বাজনার বাক্স

অথবা

"সুখময় বাটী।"

Translated by

KÁMINÍ SEAL

Editor of the Khrishtiya Mahilá.

কলিকাতা;

চৌরঙ্গি রোড, ২৩ নং ভবনে প্রকাশিত।

PS3139
W67CH12
1881
MAIN

Gift Mrs. George [illegible]

বাজনার বাক্স।

প্রথম অধ্যায়।

পুরাতন বাজা।

লণ্ডন নগরে, কলিকাতার ন্যায়, অনেক ভাড়াটীয়া বাটী আছে; কোন গৃহস্থ একটা বড় বাড়ী ভাড়া করেন, এবং আপনি তাহার এক অংশে থাকিয়া অপরাংশ সকল ভাড়া দেন। লোকেরা একটী একটী কুঠরী ভাড়া করিয়া বাস করে। যে গৃহস্থ সমস্ত বাড়ী ভাড়া করেন, তাহার কর্ত্তাকে বাড়ী-ওয়ালা, ও কর্ত্রীকে বাড়ীওয়ালী কহে। বাড়ীওয়ালা কর্ম্ম কাজে যান, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে ভাড়াটীয়াদিগের কোন সম্বন্ধ থাকে না; বাড়ীওয়ালীর হাতে এ সকল বিষয়ের ভার, তিনি ভাড়াটীয়া রাখেন, তিনি ভাড়া ও খোরাকির টাকা আদায় করেন। এই প্রকার বাসা বাটীতে যে সকল ভাড়াটীয়া থাকে, বাড়ীওয়ালী তাহাদের আহার যোগান, লোকেরা তাহার খরচ দেয়। ইহাতে কর্ম্মব্যস্ত লোকদের বড় সুবিধা হয়। তাহাদিগকে সমস্ত দিন কর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী আসিয়া, আবার খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করণার্থ কষ্ট পাইতে হয় না।

আমরা যে গল্প আরম্ভ করিব, তাহার সঙ্গে এই রূপ বিলাতী বাসাবাটীর বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া অগ্রে তাহার বর্ণনা করিলাম।

ইংরাজীতে, "Home, Sweet home; Sweet home; there is no place like home," এই একটী প্রাচীন অথচ সুমিষ্ট গান আছে। ইহার অর্থ "বাটী বড় মধুর পদার্থ, বাটীর মতন স্থান আর নাই।" লণ্ডন নগরের কোন

1 Edn.] 384463 [1000. Copies.

অজানিত গলিতে, একটী সামান্য বাসাবাটীতে, উপর তালার কুঠরীতে, একদা বাজার বাক্সে উক্ত গানটী কেহ আলাপ করিতেছিল। যে বাড়ীহইতে এই স্বর নির্গত হইতেছিল, সে বাটীকে কোন ক্রমে "সুখময় বাটী" বলা যাইতে পারে না। বাটীটী কদর্য্য, গৃহগুলি অপরিষ্কার, ভাড়াটীয়ারা দরিদ্র, অতি কষ্টে কাল যাপন করে। আর এ বাড়ীতে যে সকল ভাড়াটীয়া ছিল, তাহাদের অনেকের ঘর বাড়ী ছিল না—সুতরাং "সুখময় বাটী" যে কি মধুর পদার্থ, তাহাও তাহারা জানিত না।

নিচের তালার লোকেরা শুধু তক্তাপোষের উপরে পড়িয়াছিল—কাহার২ তন্দ্রা আসিয়াছিল—তাহাদের কাহার২ কানে উক্ত মধুর স্বর প্রবিষ্ট হইল। "সুখময় বাটীর" কথা শুনিয়া কেহ কেহ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল।

ইংলণ্ডে শীতকালে প্রতি কুঠরীতে আগুন জ্বালিতে হয়, নতুবা শীতে বড় কষ্ট হয়। কাষ্ঠ ও কয়লা অতি মহার্ঘ বলিয়া দরিদ্র লোকেরা ঘরে আগুন জ্বালিতে পারে না। যে কুঠরীতে বাজার বাক্স বাজিতেছিল, সে গৃহে আগুন জ্বালান হইয়াছিল বটে, কিন্তু রাত্রি অধিক হওয়াতে আগুন নিবিয়া গিয়াছে—প্রদীপও নিবিয়া গিয়াছে, কুঠরী অন্ধকার—কিন্তু বাজার বাক্স বাজিতেছে।

যদি তুমি এই কুঠরীতে প্রবেশ করিতে পারিতে, তাহা হইলে, যে ব্যক্তি বাজা বাজাইতেছে, তাহাকে দেখিতে পাইতে। আমি দেখিতেছি, এক বৃদ্ধ, অন্ধকার কুঠরীতে, একাকী বসিয়া, শীতে নিতান্ত কাতর হইয়া,কাঁপিতে২ বাজনার বাক্সের চাবি ঘুরাইতেছে, আর আপনার বাদ্য শুনিয়া আপনি আনন্দে মগ্ন হইতেছে। এ বৃদ্ধের ইংরাজী নাম ট্রেফি, কিন্তু আমরা ইহার বাংলা নাম দি, ইহাকে আমরা চৈতন দাস বলিব। চৈতন দাস বৃদ্ধ, দরিদ্র, এই সেকেলে বাজনার

বাক্সটী তাহার একমাত্র সম্পত্তি ও একমাত্র উপজীবিকা। এজগতে আপনার বলিতে চৈতন দাসের কেহ নাই; যে সকল ভালবাসার পাত্র ছিল, একে একে তাহারা সকলে লোকান্তর গমন করিয়াছে, মন খুলিয়া দুদণ্ড সুখ দুঃখের কথা কহে, এমন কেহ নাই। এই বাজনার বাক্স চৈতনের এক মাত্র বন্ধু,একমাত্র সঙ্গী, একমাত্র স্নেহের পাত্র,—এই বাজনার বাক্সের বয়স তাহার নিজের বয়স অপেক্ষা কম নহে,—সুতরাং এখনকার নূতনং গৎ ইহাতে বাজে না—সেই সে কেলে গোটাকতক সুর বাজে। কিন্তু ছেলেরা সে কেলে সুব ভাল বাসে না—তাহারা নূতন নূতন সুর শুনিতে চাহে; চৈতন এ সকল জানিত, ও বুঝিত, কিন্তু আর ত উপায় নাই।

আমরা যে দিবসের কথা এখন বলিতেছি, সেই দিবসই চৈতনের মনে ও সকল ভাবনার তরঙ্গ অধিক উঠিল। আজি বিষম শীত, কন্ কনে উত্তরে বাতাস বহিতেছে, রাস্তায় দাঁড়ান ভার। এই ভয়ানক শীতে চৈতন কাঁপিতে লাগিল। একটা সামান্য গরম কাপড়ের কুর্ত্তা গায়ে ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কি শীত মানে? এ কুর্ত্তারও বয়স কম নহে,এও প্রায় বাজনার বাক্সের সমবয়স্ক। শীতে হাতের আঙ্গুল গুলি প্রায় অবশ হইয়া গিয়াছে—অতি কষ্টে বাজনার বাক্সের চাবি ঘুরাইতে হইতেছে।

চৈতনের বাজনার বাক্সে চারিটী মাত্র সুর বাজিত। সকলের শেষে বাজিত, "সুখময় বাটী," আর চৈতন এইটী বড় ভালবাসিত। আজি এই কষ্টের দিনে এই সুর যেন চৈতনের অধিক ভাল লাগিল।

চৈতন বাজনার বাক্স কক্ষে করিয়া এ রাস্তায় সে রাস্তায় বেড়াইল, কিন্তু কেহই তাহার বাজনা শুনিতে চাহিল না। এক স্থানে কতক গুলি বালক বালিকা জড় হইয়া চৈতনকে

ঘিরিয়া দাঁড়াইল, বলিতে লাগিল ; "ও বুড়া, একটা নূতন সুর বাজাও না ?" কিন্তু চৈতনের বাজনার বাক্সে আর কোন সুর বাজে না।

ছেলেরা এ পুরাতন সুর ভাল বাসে না। তাহারা "সুখময় বাটী," বা অন্য কোন সুর শুনিতে চাহিল না—সুতরাং চলিয়া গেল।

এমন সময়ে রাস্তার পার্শ্বস্থ কোন দ্বিতল বাটীর জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া এক জন ভদ্র লোক কহিলেন, "অহে বুড়, যাও, গোল করিও না— অন্য রাস্তায় যাও।"

এই কথা শুনিয়া চৈতনদাস নীরবে সেখান হইতে অন্যত্র গেল। কিন্তু এখানে পুলিসের লোক নিষেধ করাতে আবার অন্যত্র যাইতে হইল।

শীতে চৈতনের সমস্ত অঙ্গ প্রায় অবশ হইয়া গিয়াছে, বাড়ী হইতে অনাহারে আসিয়াছে, হাতে একটী পয়সাও নাই ; সুতরাং শীতে ভারী কষ্ট হইলেও চৈতনকে অন্যত্র চেষ্টা করিতে হইল। এমন সময়ে কোন কৃষকপত্নী বাজার করিয়া বাড়ী যাইতেছিল, চৈতনের এই অবস্থা দেখিয়া তাহার মনে দয়া হইল—এবং একটী পয়সা তাহার হাতে দিল। অনন্তর চৈতন নানা রাস্তায় বাজা বাজাইয়া বেড়াইল, কিন্তু আর একটী পয়সাও কেহ দিল না ; অবশেষে বেলা অবসান হইতে দেখিয়া চৈতন বাড়ীর দিকে চলিল। যাইতে২ পথিমধ্যে সেই পয়সাটী দিয়া কিছু জলযোগ করিয়া কাঁপিতে২ গৃহে গেল।

আজি রাত্রে চৈতনের বড় অসুখ! ভাবিল, "আমিও বুড়া হইয়াছি, আমার বাজনার বাক্সও পুরাতন! একালে পুরাতনের আদর নাই—লোকে নূতন লইয়া ব্যস্ত। আমি যখন প্রথমে এই বাজনার বাক্স লইয়া রাস্তায় যাইতাম, কত লোকে আদর করিয়া শুনিত! সেকাল আর নাই। কালে সকলি

পুরাতন হয়। এখন কত নূতন সুর হইয়াছে, কত রকমের বাজনার বাক্স হইয়াছে। লোকে কেন আমার বাজনা শুনিয়া পয়সা দিবে ?" এই রূপ চিন্তায় চৈতনের মন ভাঙ্গিয়া গেল। দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ফুঁ দিয়া আগুন জ্বালিল।

আগুনে চা প্রস্তুত করিয়া খাওয়াতে চৈতনের একটু স্ফূর্ত্তি হইল। একটু আরাম বোধ হইল। আবার বাজনার বাক্সে চাবি দিয়া সুমিষ্ট সুর শুনিয়া আত্মসন্তোষ বিধান করিতে লাগিল। চৈতনকে সান্ত্বনাদায়ী আর কেহ ছিল না।

প্রথমে বাড়ীওয়ালী চৈতনকে বাজনার বাক্স যখন তখন বাজাইতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন যে, ইহাতে অন্য ভাড়াটীয়াদের বিরক্তি জন্মে। কিন্তু চৈতন কিছু ভাড়া বেশি দিতে স্বীকার করাতে সে আপত্তি খণ্ডন হয়।

নিশীথ কাল পর্য্যন্ত চৈতন বাজনার বাক্স বাজাইতে ও পুনঃ২ চারিটী সুর নীরবে বসিয়া শুনিতে লাগিল। তাহাতে তাহার অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইল। এই নির্জন গৃহে চৈতন একাকী —বাজনার বাক্সটী একমাত্র সঙ্গী—বাক্স বাজিতে লাগিল —চৈতন শুনিতে লাগিল। নিকটে কেহ নাই যে, বাদ্যের নিন্দা করিবে, বলিবে, "এ সে কেলে সুর।" কিন্তু এ বাদ্য চৈতনের কাছে নিত্যই নূতন বোধ হইত। এই বাদ্যে চৈতনের হৃদয়ের ভার লঘু হইত। এই বাদ্য শ্রবণ করাতে চৈতন আপতিত কষ্ট বিস্মৃত হইতে পারিত। তাই চৈতন ইহার বাদ্য বড় ভাল বাসিত।

এই সময়ে আর এক জন এই পুরাতন বাজনার বাক্সের বাদ্য শুনিতেছিল, সেও ইহার সুর বড় ভালবাসিত ; কিন্তু চৈতন জানিত না যে, আর কেহ তাহার বাদ্য শুনিতেছে। চৈতনের দ্বারের বাহিরে, চৌকাঠে হেলান দিয়া একটী দরিদ্র অনাথ বালক বসিয়াছিল, রাত্রি যাপন করিবার জন্য সে এই ভাড়াটীয়া বাটীতে আসিয়াছিল, একখানি খালি বেঞ্চের

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে রহিল, আর কোন শব্দ শুনিতে পাইল না; শেষে ধীরে দ্বার খুলিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিল, চৈতনের গৃহমধ্যে প্রদীপ নাই, কিন্তু গবাক্ষ দিয়া চন্দ্র-কিরণ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সেই চন্দ্রকিরণে সতীশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, চৈতন দাস ভূমিতে পড়িয়া আছে। আর তাহার বাজার বাক্সটী এক পার্শ্বে রহিয়াছে। সতীশ ধীরেং নিকটে গিয়া চৈতনের হাত ধরিল, হস্ত হিমবৎ শীতল, সতীশের বোধ হইল, বৃদ্ধের পঞ্চত্ব লাভ হইয়াছে। সতীশ ভাবিল, এ অবস্থায় বাড়ীর কর্ত্রীকে ডাকা ভাল; এমন সময়ে বৃদ্ধ একটু নড়িল, ও কম্পিতস্বরে বলিল, "কি হইয়াছে? আর তুমিই বা এখানে কেন?"

সতীশ উত্তর করিল, "মহাশয়, আমি বাহিরে বসিয়া আপনার বাজনা শুনিতেছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ আপনার পড়িয়া যাওয়ার শব্দ শুনিয়া ভিতরে আসিয়াছি। এখন একটু ভাল বোধ হইতেছে কি?"

বৃদ্ধ চারি দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিল। সতীশ তাহাকে ধরিয়া তুলিল, ও বিছানায় শুয়াইল। পরে জিজ্ঞাসা করিল,

"মহাশয়, এখন ভাল বোধ হইতেছে কি?"

বৃদ্ধ বলিল, "হাঁ, বাপু, এখন ভাল হইয়াছি; যে বিষম শীত, এ শীতে কি মানুষ বাঁচে! দেখ, আমি নিতান্ত দরিদ্র, গরম কাপড় তেমন নাই, ঘরে খুব আগুন করি, এমন সঙ্গতি নাই; তাই শীতে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম। বাবা, তুমি দীর্ঘজীবী হও।"

এই বলিয়া বৃদ্ধ শুইয়া পড়িল, সতীশও তাহার পার্শ্বে শুইল।

এই রূপে বৃদ্ধের সহিত সতীশের আলাপ ও বন্ধুতা হইল। এ জগতে চৈতনেরও আপনার বলিতে কেহ নাই, সতীশেরও আপনার বলিতে কেহ নাই; ইহাতেই উভয়ের

মধ্যে সহজে সহানুভূতি জন্মিল। সতীশকে পাইয়া চৈতন-দাসের অনেক উপকার হইল ; চৈতনের বাজার হইতে কোন কিছু আনাইবার প্রয়োজন হইলে, সতীশ গিয়া আনিত। তাহার গৃহের তৈজসপত্র পরিষ্কার করিত। আর চৈতনদাস প্রাতঃকালে যখন রাস্তায়২ বাজা বাজাইবার জন্য যাত্রা করিত, তখন সতীশ বাজার বাক্সটী বহিয়া নিচে আনিয়া চৈতন দাসকে দিত।

চৈতনদাস সতীশকে আপনার কুঠরীতে রাত্রে শুইবার স্থান দিল, ফলতঃ সে প্রতি রাত্রে চৈতনের কুঠরীতে বসিয়া বাদ্য শুনিত, ও আগুন পোহাইত। বাজাইতে২ যখন চৈতন "সুখময় বাটীর" তান ধরিত, তখন মায়ের কথা—মায়ের মরণ কালের কথা সতীশের মনে পড়িত।

এক রাত্রে এই রূপে বসিয়া বাদ্য শুনিতেছে, এমন সময়ে সেই গানের সুর আলাপ হইতে আরম্ভ হইল। তখন সতীশ চৈতনকে জিজ্ঞাসিল,

"মহাশয়, সে 'সুখময় বাটী' কোথায় ?" চৈতন এই কথা শুনিয়া কুঠরীর চারি দিকে দৃষ্টি করিল। সে কুঠরী অতি কদর্য্য, দেয়ালের বালি উঠিয়া গিয়াছে, কড়িকাঠে মাকড়সার জাল, ছাতে জলের দাগ, মেজিয়ায় ধূলা উড়িতেছে। চৈতন মনে২ ভাবিল, এ ত কোন মতেই "সুখময় বাটী" নয়। বলিল, "সতীশ, সুখময় বাটী এখানে নয়।"

সতীশ গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমারও তাই বোধ হয় ; হয়ত সে বাটী এখান হইতে বিস্তর দূর।"

চৈতন বলিল, "এর চেয়ে ভাল বাড়ী যে কোথায়ও আছে, তার সন্দেহ নাই।' "

সতীশ বলিল, "আমার মা অনেক বার স্বর্গের বিষয়ে কথা কহিতেন, হয়ত তাহাই সেই 'সুখময় বাটী।' "

চৈতনদাস বৃদ্ধ বটে, কিন্তু স্বর্গের বিষয় কিছুই জানে

না। কাহারও মুখে স্বর্গের কথা শুনেও নাই। কিন্তু সেই দিন রাস্তায়২ বাজনার বাক্স লইয়া বেড়াইতে২ অনেক বার সতীশের ও কথা তাহার মনে উদিত হইল। চৈতন ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। এই দিন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। যখন বাটীতে আইল, তখন তাহার চলিবার আর শক্তি ছিল না, দারুণ শীতে চৈতনের হস্ত পদ অবশপ্রায় হইয়া গিয়াছিল।

সতীশও অল্প চেষ্টায় বাহিরে যায়। কিন্তু অদ্য চৈতনের অগ্রেই সে ফিরিয়া আসিয়াছে। কুঠরীর দ্রব্য সামগ্রী পরিষ্কার করিয়াছে; অগ্নি জ্বালিয়া জল গরম করিয়াছে; যাহাতে গৃহে আসিলে চৈতনের কোন কষ্ট না হয়, সতীশ তদ্রূপ আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে। এমন সময়ে চৈতন আইল। সতীশ তাহার বাজনার বাক্সটী উপরে লইয়া গেল, কিন্তু চৈতন গরম২ চা খাইয়া নীরবে বিছানায় শুইয়া পড়িল। সতীশ মনে২ ভাবিল, "আজ ইহাঁর কি হইয়াছে? আজ কি ইনি বাজা বাজাইবেন না?"

কোন প্রকারে রাত্রি যাপন হইল। চৈতনদাস অতি দুর্ব্বল; আজি আর বাহিরে যাইবার শক্তি নাই; আজি আর বাজনার বাক্স স্কন্ধে করিয়া রাস্তায়২ বেড়াইবার সাধ্য নাই। সতীশ কাছে বসিয়া অতি যত্নসহকারে, এমন কি, স্ত্রীজনসুলভ কোমলতাসহকারে, চৈতনের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইল, সতীশ সকলই আনিয়া দিল।

এই ভাবে দুই তিন দিন গত হইল, চৈতনদাস আরোগ্যলাভ করিতে পারিল না, অতি কষ্টে যে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা ফুরাইয়া গেল। এমন সময়ে অতিশয় ভাবনাগভীর বদনে বৃদ্ধ সতীশকে বলিল,

"সতীশ, এখন উপায়? আর ত হাতে পয়সা নাই;

এবং বাহিরে যাইবারও শক্তি নাই। এ অবস্থায় কি বাহিরে যাওয়া যায়?"

"তাও কি হয়; বাহিরে যাইবার নামও করিবেন না। তবে কি করা যায়? আমি যদি বাজনার বাক্স লইয়া যাই, তাহা হইলে কি হয় না?"

চৈতন কোন উত্তর করিল না; গভীর চিন্তায় মগ্ন; কি উত্তর করিবে, তাহাই যেন ভাবিতে লাগিল। বাজনার বাক্স বৃদ্ধের জীবিকা, বাজনার বাক্স পথের সঙ্গী, গৃহে বন্ধু, এই বাজনার বাক্স সে কোন্ প্রাণে অপরের হাতে দিবে? কোন্ প্রাণে বাজনার বাক্স দিয়া সতীশকে বাহিরে পাঠাইয়া আপনি একাকী গৃহে থাকিবে? আবার বৃদ্ধ মনে২ ভাবিল, "সতীশ বড় সুবোধ ও সতর্ক ছেলে; ওর হাতে বাক্স দিলে কোন ক্ষতি হইবে না। আর এদিগে ঘরে একটী কাণা কড়িও নাই। ঘরে বসিয়া২ উপবাস করা কি ভাল? বাজনার বাক্স দিয়া সতীশকে পাঠাইতেই হইবে, নতুবা উপায়ান্তর নাই। কিন্তু সতীশ বাজনার বাক্স লইয়া গেলে সমস্তটা দিন এই নির্জন কুঠরীতে একাকি কেমন করিয়া থাকিব?" অনন্তর চৈতনদাস বলিল,

"সতীশ, আচ্ছা,তুমি বাজনার বাক্স লইয়া কালি প্রাতঃকালে যাইও; কিন্তু, বাবা, খুব সাবধান।"

"আপনার কোন ভাবনা নাই, দেখিবেন, যেমন বাজনার বাক্স, তেমনি আনিয়া হাজির করিব।"

উৎকণ্ঠাসহকারে সতীশ "কালি প্রাতঃকালের" অপেক্ষায় রহিল। "কালি প্রাতঃকালে" সতীশ বাজনার বাক্স লইয়া বাহিরে যাইবে; ভারী আনন্দ, রাত্রি প্রভাত হইবার অগ্রে, কাক ডাকিবার অগ্রে, সতীশ উঠিল। হাত মুখ ধুইয়া, যে সামান্য কাপড় তাহার ছিল, তাহাই গুছাইয়া পরিল। চিরুণী দিয়া চুল আঁচড়াইল, জুতা জোড়াটী পরিষ্কার করিয়া পরিল। এখন সতীশ প্রস্তুত, কিন্তু চৈতনদাসের এখনও নিদ্রা

ভঙ্গ হয় নাই। সতীশ তাহার নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষায় রহিল। রাস্তার ধারে২ যে সকল বৃক্ষ ছিল, তাহার শাখায় বসিয়া পক্ষিগণ সুমধুর স্বরে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রাতঃস্তব গাহিতে লাগিল। পূর্ব্বীয় আকাশে বালসূর্য্য উদিত হইল। যেখানে যেখানে অন্ধকার ছিল, সেই২ স্থানে সূর্য্য কিরণ প্রবিষ্ট হইল। চৈতনদাসের গৃহেও গবাক্ষরন্ধ্র দিয়া সূর্য্যরশ্মি প্রবিষ্ট হইল। তথাপি বৃদ্ধের নিদ্রাভঙ্গ হয় না। এই বাড়ীতে যে সকল শ্রমজীবী লোক থাকিত, তাহারাও কর্ম্মার্থ বাহির হইল, তথাপি বৃদ্ধের নিদ্রা ভাঙ্গে না। সতীশ ক্রমে অধৈর্য্য হইল, আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। নীরবে শয্যা পার্শ্বে গিয়া চৈতনের হাত ধরিয়া ডাকিল। চৈতন জাগরিত হইল, এবং চকিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল,

"সতীশ, কি হইয়াছে, বাবা ?"

"ভোর হইয়াছে, মহাশয়! গা তুলুন।" বৃদ্ধ আর একবার শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্ত করিল। শেষে উঠিল। বলিল,

"বেস, সতীশ, আজি তোমাকে বিলক্ষণ সুন্দর দেখাইতেছে।"

"এখন যাইব কি ?"

"তা যাও, কিন্তু, দেখিও, খুব সাবধানে বাজনার বাক্সটী রাখিবে। দেখিও, বাবা, ওটী আমার সবে ধন।"

"তা, মহাশয়, আর বলিতে হইবে না। আমি খুব সাবধানে বাজাইব।"

"দেখিও, যখন চাবি দিবে, তখন খুব সাবধানে ধীরে২ চাবি দিও, তাড়াতাড়ি করিতে গেলে ভাঙ্গিয়া যাইবে।"

"আপনি যেমন আস্তে২ চাবি ঘুরান, আমিও তেমনি ঘুরাইব।"

"আর দেখ, রাস্তায় অনেক দুষ্ট ছেলে আছে—তাহারা কেবল নূতন সুর শুনিতে চাহে; তাহাদের কথায় রাস্তায়

বাজাইও না। তাহাদের কথায় কান দিও না। আমার এ বাজনার বাক্স বহুকালের—আমারই বয়েসী—তাই এর সুরও পুরাতন। কিন্তু তুমি দুষ্ট ছেলেদের কথা শুনিও না।"

"না, তা কেন শুনিব? আপনি যেমন করেন, আমিও তেমনি করিব।"

"আর দেখ, বাবা; ছেলেরা রণবাদ্য বড় ভাল বাসে, তুমি সেইটী বাজাইও।"

অনন্তর সতীশ বাজনার বাক্স স্কন্ধে করিয়া, চৈতনদাসকে নমস্কার করিয়া যাত্রা করিল। বাড়ীর দ্বারের কাছে পাড়ার কয়েকটী ছেলে খেলা করিতেছিল, তাহারা সতীশের সঙ্গে২ খানিক দূর গেল, এবং "একটা গৎ বাজাইয়া যা, ভাই," বলিয়া তাহাকে অনেক বিরক্ত করিল, কিন্তু সতীশ তাহাদের কথায় কান দিল না। অবশেষে ছেলেরা তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া গৃহে গেল।

ছেলেরা চলিয়া গেলে, আরও খানিক দূর গিয়া, সতীশ বাজনার বাক্সে চাবি দিতে লাগিল। বাজনার বাক্সে সতীশের এই প্রথম চাবি দেওয়া নয়; বাড়ীতে সে অনেক বার চাবি দিয়াছে। কিন্তু ঘরে বসিয়া বাজান এক কথা, আর রাস্তায় বাজান আর এক কথা। ঘরে সতীশ বাজাইত, চৈতন শুনিত; আর বলিত, "আস্তে, বাবা, আস্তে।" কিন্তু এখানে কত লোক, রাস্তা দিয়া যে যায়, সেই এক বার সতীশের দিকে তাকায়। এই বাজাতে চারি পাঁচটী গৎ বাজিত; কিন্তু "সুখময় বাটীর" সুরটী সতীশের যেমন ভাল লাগিত, এমন আর কোনটী নয়। এই সুর বাজিতে আরম্ভ হইলেই মায়ের কথা তাহার মনে পড়িত—মায়ের মরণ কালের কথা স্মরণ হইত। তাঁহার ভাল বাসা, তাঁহার পীড়াযন্ত্রণা, তাঁহার মধুর সঙ্গীত, সকলই সতীশের স্মৃতিপথে উদিত হইত। সতীশের বোধ হইত, তাহার মাতা যেন এখনও কোন স্থানে

আছেন, এবং সেই "সুখময় বাটীর" গান গাহিতেছেন। সে ভাবিত, মা আমার এখন কোথায়? সেই সুখময় বাটীতে? সে বাটী কোথায়? কোথায় গেলে মায়ের সঙ্গে দেখা হইবে? মা যেখানে আছেন, সেখানে যাবই যাইব।"

সমস্ত দিন গত হইল। সতীশ সাবধানে বাজনার বাক্স বাজাইল। পুরস্কার স্বরূপ কয়েক আনা পয়সা লাভ হইল। সতীশ এখন গৃহাভিমুখে চলিল। বৃদ্ধের উপকার করিতে পারিয়াছে ভাবিয়া সতীশ অতিশয় আনন্দিত।

সতীশ গৃহে আইল—দ্বার খুলিয়া কুঠরীতে প্রবিষ্ট হইল—বৃদ্ধ তাহাকে দেখিয়া,—তাহাকে দেখিয়া, কিম্বা সেই পুরাতন বাজনার বাক্স দেখিয়া, তাহা বলা দুষ্কর—আনন্দিত হইল। বোধ হয়, বাজনার বাক্সটী দেখিয়াই,—কেননা বৃদ্ধ বাক্সটী বিলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, কোন ক্ষতি হয় নাই। অনন্তর বলিল,

"বেস, বাবা।"

সতীশ বাজনার বাক্স রাখিয়া চা তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিল। চৈতনদাস বাজা বাজাইতে লাগিল। অবশেষে "সুখময় বাটীর" গান বাজাইল, সতীশ এক মনে শুনিতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

আর এক মাস।

চৈতনদাস ক্রমেই দুর্ব্বল হইতে লাগিল। বাস্তবিক যে তাহার কোন পীড়া হইয়াছিল, তাহা নয়। উঠিতে বসিতে পারিত; এমন কি, সতীশ তাহার কক্ষমধ্যে যে সামান্য আগুন জ্বালিত, চৈতন সেখানে বসিয়া২ আগুন পোইত। কিন্তু গৃহের বাহিরে যাইবার শক্তি ছিল না, অত সিড়ি

ভাঙ্গিয়া নিচে যাইতে পারিত না, সুতরাং বাজনার বাক্স লইয়া কেমন করিয়া বাহিরে যাইবে ?

সতীশ চন্দ্র বৃদ্ধের হইয়া বাজনার বাক্স লইয়া বাহিরে যাইতে লাগিল। বাজনার বাক্স লইয়া বাহিরে যাইতে প্রথম দিন সতীশের যেমন সুখ বোধ হইয়াছিল, দিন কতক যাইবার পর আর তেমন সুখ বোধ হইল না। কোন দিন প্রাতঃকালে ভয়ানক শীত পড়িত ও উত্তরে বাতাস বহিত ; কোন দিন বা বৃষ্টি হইত ; কোন২ দিন প্রাতঃকালে অত্যন্ত কুয়াসা হইয়া হিম পড়িত, তাহাতে সতীশের সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া যাইত। আবার প্রতিদিন বাজাইতে২ তাহার এক প্রকার অরুচি জন্মিয়া গেল। বাজনার বাক্সটা তাহার আর ভাল লাগিত না। এ কথা চৈতনকে বলিতেও সাহস হইত না। এই বাজনার বাক্সে চারিটী মাত্র সুর বাজিত ; চারিটীই বহু-কালের পুরাতন। ইহার মধ্যে কেবল "সুখময় বাটীর" সুরটী সতীশের কাছে মধুর, চিরমধুর বোধ হইত। সতীশের ইচ্ছা, যদি অবশিষ্ট তিনটী সুরের পরিবর্ত্তে নূতন তিন সুর যোজনা করা যায়, তাহা হইলে ভাল হয়। নতুবা এমন পুরাতন বাজনার বাক্স থাকা না থাকা সমান কথা।

দেখিতে২ দারুণ শীলকাল গেল, বসন্তকাল উপস্থিত। দিবাভাগ দীর্ঘ ও রাত্রি হ্রস্ব হইল। এখন সতীশ বাজনার বাক্স লইয়া, শহর ছাড়াইয়া অনেক দূরে, এমন পল্লীতে যাইতে লাগিল, যেখানকার লোকেরা সচরাচর বাজনার বাক্স দেখিতে ও তাহার বাদ্য শুনিতে পায় না। শহরের লোক কর্ম্মে ব্যস্ত ; সুতরাং রাস্তায় কোন বাজা বাজিলে তাহাদের শুনিবার অবকাশ হয় না ; কিন্তু পল্লীগ্রামের লোকেরা তেমন ব্যস্ত নয়। বাজনা শুনিবার তাহাদের যথেষ্ট অবকাশ আছে। শহরের রাস্তা লোকারণ্যময়—এই পল্লীগ্রামের রাস্তায় অধিক লোক চলে না। এ সকল স্থান কোলাহলময় নয়। গাড়ী

ঘোড়ার শব্দে শ্রবণশক্তির বিরক্তি জন্মায় না; বোধ হয়, যেন নিস্তব্ধতা নগর হইতে পলাইয়া এই সকল স্থানে আশ্রয় লইয়াছে। এ স্থানটী নগরের নিকটস্থ, নিতান্ত পল্লীও নহে; রাস্তার দুই ধারে উত্তম২ বাগান বাড়ী; কিন্তু সে গুলি দেখিতে প্রায়ই একইরূপ; নগরের রাস্তার দুই ধারে যেমন নানা প্রকার দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে সে প্রকার নয়। এই সামান্য সেকেলে বাজনার বাক্স এখানকার লোকদের সন্তোষজনক। লোকেরা সতীশের বাদ্য শুনিত, এবং সন্তুষ্ট হইয়া কেহ২ দুই একটী পয়সাও দিত।

আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, শীতকালে, শীতের ভয়ে, সূর্য্য অগ্নিকোণে গমন করেন। এক দিন বসন্তকালে প্রচণ্ড তেজে সূর্য্য উদিত হইয়াছে। অগ্নিকোণে শীতকালটা যাপন করাতে সূর্য্য যেন বসন্তকালে এরূপ অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এমন সময়ে আমাদের সতীশ বাজনার বাক্স হাতে করিয়া, উপনগরের রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। সতীশ ছেলে মানুষ,বাজনার বাক্স বিলক্ষণ ভারী; নগর হইতে এস্থান অনেক দূর, সুতরাং সে ক্লান্ত হইয়া এক এক বার বসিতেছে। অবশেষে সে একটী অতি উত্তম বাগান বাটীর নিকট গেল। বাটীর সম্মুখে পুষ্প-বৃক্ষ—নানা জাতি পুষ্প-বৃক্ষে নানা জাতি বাসন্তকুসুম ফুটিয়াছে। সতীশ এই বাটীর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। এত বাড়ী, এত বাগান রাস্তার দুই ধারে থাকিতে সতীশ এ বাড়ীর কাছে যে বড় বাজাইতে আরম্ভ করিল? সতীশ বড় ফুল ভাল বাসিত, (কে না ভালবাসে?) এই বাটীর সম্মুখে যেমন নানা জাতীয় গোলাপ, বেল প্রভৃতি ফুল ছিল, এমন আর কোন বাটীতে প্রায় ছিল না। সতীশ ফুল ভাল বাসিত, বোধ হয়, ফুল দেখিয়া এ বাটীর কাছে বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মাতা এক বার সতীশকে একটী গোলাপ ফুল কিনিয়া দিয়াছিলেন। সতীশ সেটী অতি

যত্নে রাখিয়াছিল; শেষে ফুলটী এক পুস্তকের মধ্যে রাখিয়া দেয়। এত দুঃখ গিয়াছে—সতীশের উপর দিয়া এত ঝড় তুফান বহিয়াছে,—নিরন্ন, নিরাশ্রয়; তবু আজিও সতীশের কাছে সেই মাতৃদত্ত ফুল, সেই পুস্তক আছে।

সতীশ এই সুদৃশ্য বাগান বাটীর দ্বারে বাজনার বাক্স বাজাইতে লাগিল। পাক দুই তিন চাবি ঘুরাইতেই দুটী জীবন্ত গোলাপ পুষ্পস্বরূপ ছেলে দোতালার জানালায় দাঁড়াইয়া আগ্রহসহকারে দেখিতে লাগিল। তাহারা জানালার গরাদে দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিতে ও পরস্পর কথা কহিতেছিল, সতীশ তাহাদের কথা শুনিতে পাইতেছিল।

ছেলেদের এক জন বালিকা, আর এক জন বালক। বালিকাটীর বয়স পাঁচ বৎসর, নাম মেবেল। কিন্তু আমরা ইহার নাম মালতী রাখিলাম। বালকটীর নাম রাখিলাম মাধব। বালিকাটী কহিল, "দাদা, দেখ, কেমন সুন্দর বাজাইতেছে।"

"হাঁ; আর কেমন মিষ্ট সুর।"

বালিকা আবার বলিল, "ভারী সরেশ সুর। কেমন ঝি?" পাছে ছেলেরা পড়িয়া যায়, এ জন্য ঝি সেই খানে ছিল। এই বালিকার মাতা এক দিন রাত্রে পিয়ানোতে একটী উত্তম গৎ বাজাইতেছিলেন, সেই মিষ্ট সুর শুনিয়া বালিকার পিতা খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। বালিকা তাই ভাবিয়াছিল, উত্তম সুর শুনিলে এই প্রকার প্রশংসা করা উচিত। সতীশ যে সুর বাজাইতেছিল, সেই সুরে একটী বিখ্যাত গান আছে। সে সুরের নাম মেরি এ্যান্; (Poor Mary Ann) এই ঝির নামও মেরি এ্যান্; সে যুবতী; জন্ ব্রৌন নামক এক যুবকের সঙ্গে ইহার ভালবাসা হইয়াছে। তাই এই সুর শুনিয়া মেরি এ্যান্ গানটী তাহার মনে পড়িল, ভাবিল, "মেরি এ্যান্‌কে তাহার ভালবাসা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সেই

যাইতে২ গোলাপ ফুল গুলি টলিয়া গেল। খানিকক্ষণ জলে রাখিল, তবু কিছু হইল না। শেষে এই কটী ফুলও মাতৃদত্ত ফুলের সঙ্গে রাখিয়া দিল।

সতীশ আবার এক দিন এই পল্লীতে গেল, সেই বাটীর সম্মুখে গিয়া অনেকক্ষণ বাজাইল, "সুখময় বাটীর" সুর বার বার বাজাইল, কিন্তু সে ছেলেরা কেহ দেখা দিল না। গোলাপ ফুলের আশা করিয়াছিল, তাহাও পাইল না। মালতী ও মাধব ঝির সঙ্গে মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিল।

চৈতন এখনও ভাল হয় নাই—বাহিরে যাইতে পারে না; কখন২ নিতান্ত খিট্ খিটে হইয়া উঠে। একাকী ঘরে বসিয়া থাকাতে তাহার বড় কষ্ট হইত। কাহার সঙ্গে তাহার দেখা হইত না। কথা কহে, এমন কেহ নাই—সতীশ নাই, বাজনার বাক্সও নাই। যে দিন সতীশ অল্প পয়সা লইয়া ঘরে আসিত, সে দিন চৈতন বড় বিরক্ত হইত, দুঃখ করিত। ভাবিত, আমি বাহিরে যাইতে পারিলে বেশি পয়সা আনিতে পারিতাম।

সতীশ বৃদ্ধের বাক্যযন্ত্রণা নীরবে সহিত। সে চৈতনকে বড় ভালবাসিত; মাতার মৃত্যুর পর সে আর কাহাকেও এমন ভালবাসে নাই, প্রেমেতে সকলই সহ্য হয়। সতীশের ইচ্ছা, চৈতন শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে।

এক দিন সতীশ চৈতনকে বলিল, "ভাল, ডাক্তার ডাকিয়া আনিব?"

"না, সতীশ, ডাক্তারের দরকার নাই।" কিন্তু সতীশ ভাবিল, ডাক্তার ডাকা আবশ্যক। এ বৃদ্ধ যদি মরে, তবে সতীশ কোথায় দাঁড়াইবে। এই সামান্য গৃহেও সতীশের অনেকটা সচ্ছন্দতা লাভ হইয়াছিল। সে মনে করিত, "এই আমার বাড়ী।" যদি বৃদ্ধ মরে, সে নিতান্ত নিরাশ্রয় হইবে, কিন্তু এভাবে থাকিলে বৃদ্ধ কত দিন বাঁচিবে? শরীর ক্রমে

দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। সতীশ জানিত যে, এই প্রকারে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া বৃদ্ধেরা মরিয়া যায়। সে ভাবিল, ডাক্তার ডাকিতেই হইবে।

ইতিমধ্যে বাড়ীওয়ালী সিড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়াছিলেন, ডাক্তার তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, সতীশ ইহা জানিত; সে ভাবিল, ডাক্তার কি আর এই টুকু কষ্ট করিয়া উপরে গিয়া বুড়াকে দেখিবেন না?

সতীশ এই সকল মনে ভাবিতে লাগিল, গাঢ়তর চিন্তা-নিবন্ধন অনেকক্ষণ তাহার নিদ্রা আসিল না। জানালা দিয়া চন্দ্রালোক গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এবং শায়িত চৈতনের মুখে চন্দ্রালোক পড়িয়াছিল। সতীশ উঠিয়া বৃদ্ধের মুখ প্রতি দৃষ্টি করিল। দেখিল, অতি ক্ষীণ। সতীশের ভয় হইল, পাছে বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। মাতা সতীশকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, চৈতনও কি ছাড়িয়া যাইবে?

পর দিন প্রাতঃকালে সতীশ বাজনার বাক্স লইয়া বাহিরে গেল না। বাড়ীওয়ালীকে দেখিতে ডাক্তার কখন্ আসিবে, সেই প্রতীক্ষায় রহিল। চৈতনদাস ভাবিল, আজি সতীশের আলস্য হইয়াছে। সতীশ নানা ছল করিয়া কেবল ডাক্তারের অপেক্ষায় রহিল।

অবশেষে ডাক্তার আসিয়া বাড়ীওয়ালীর কক্ষে গিয়া বসিলেন, সতীশ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার বাহির হইয়া যাইতে লাগিলেন, এমন সময়ে সতীশ তাঁহার পশ্চাতেং গিয়া বলিল, "মহাশয়, মহাশয়,—"

ডাক্তার হাস্যবদনে বলিলেন, "কি চাই?"

"মহাশয় রাগ করিবেন না—একটা নিবেদন করি। চৈতনদাসের ভারী ব্যামোহ হইয়াছে, যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া একবার তাহাকে দেখিয়া আইসেন, ত বড় উপকার হয়। সে তেতালায় থাকে।"

"চৈতন কে ?"

"চৈতনদাস আমার মনিব, অর্থাৎ তিনি আমাকে দেখেন শুনেন। যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দেখেন, তবে বড় উপকার হয়।"

ডাক্তার ধীরে২ সিড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। যাইতে২ সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার কি হইয়াছে ?"

"কি যে তাঁহার হইয়াছে, আমিও তাই জানিতে চাহি। তিনি বড় বৃদ্ধ হইয়াছেন,—বোধ হয়, বেসি দিন বাঁচিবেন না। মহাশয়, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আগে গিয়া চৈতনকে সংবাদ দি, তিনি জানেন না যে, আপনি তাঁহাকে দেখিতে আসিবেন।"

অনন্তর সে গিয়া চৈতনকে বলিল, "বাড়ীওয়ালীর ডাক্তার আপনাকে দেখিতে আসিয়াছেন।"

চৈতন কোন আপত্তি করিল না। জিজ্ঞাসাও করিল না যে, কে ডাক্তার পাঠাইয়াছে। ডাক্তার গৃহ মধ্যে গিয়া বিলক্ষণ করিয়া চৈতনকে দেখিলেন। "কালি প্রাতঃকালে তোমার জন্য কিছু ঔষধ পাঠাইয়া দিব," বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। তিনি যখন গাড়িতে উঠেন, সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, কত দিতে হইবে ?" ডাক্তার জিজ্ঞাসিলেন, "কিশের কত ?"

"আপনার দর্শনী কত দিতে হইবে ? আমার কাছে আনাকতক পয়সা আছে।"

এই বলিয়া তাহা পকেট হইতে বাহির করিল। বলিল, "যদি ইহাতে না হয়, আমি কালি আরো কিছু পয়সা আপনার বাড়ীতে দিয়া আসিব।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "কাজ নাই, কিছু দিতে হইবে না। যখন তোমাদের বাড়ীওয়ালীকে দেখিতে আসিব, তখন চৈতনকেও দেখিয়া যাইব।"

ইহা শুনিয়া সতীশ সকৃতজ্ঞ নয়নে ডাক্তারের প্রতি চাহিয়া রহিল। বলিল, "মহাশয়, আপনি ত চৈতন দাসকে দেখিলেন, কি বোধ হয় ?"

ডাক্তার বলিলেন, "বেশি দিন বাঁচিবে না, বড় জোর আর এক মাস।" অনন্তর তিনি চলিয়া গেলেন।

সতীশ মনে২ ভাবিল, "আর এক মাস!" অনন্তর অতি বিষণ্ণ বদনে, ভাবিতে২ উপরে গেল। চৈতন কেবল আর এক মাস বাঁচিবে ? এক মাস ! চৈতন মরিলে সতীশের কি উপায় হইবে ! সতীশ কোথায় দাঁড়াইবে ? বাড়ী নাই, সজন কেহ নাই, নিতান্ত নিরাশ্রয়। আর এক মাস পরে সতীশকে আবার অনাথের ন্যায় বেড়াইতে হইবে।

অতি বিষণ্ণ বদনে—বিষণ্ণ মনে, সতীশ চৈতনের কক্ষের দ্বার খুলিল।

চৈতন জিজ্ঞাসিল, "সতীশ, ডাক্তার কি বলিলেন ?"

সতীশ কাঁদিতে২ বলিল, "ডাক্তার বলিলেন, আপনি এক মাসের বেশি বাঁচিবেন না। আপনি মরিলে আমার গতি কি হইবে ? আমি কোথায় যাইব ?"

চৈতন কোন কথা কহিল না—নীরবে রহিল। আর এক মাস বই বাঁচিবে না—এ অতি গুরুতর কথা। এক মাস পরে তাহাকে এই গৃহ, এই বাজনার বাক্স, এই সতীশ, ইহ-জগৎ, সমস্ত ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। কোথায় যাইতে হইবে, তাহা জানে না। চৈতন চিন্তাসাগরে মগ্ন।

চৈতন সে দিন বড় একটা কথা কহিল না। সতীশও বাজনার বাক্স লইয়া বাহিরে গেল না। আজি তাহার কিছুই ভাল লাগিল না। অতি যত্নে বৃদ্ধের সেবা করিল। "আর এক মাস," এই কথাটী যেন রহিয়া২ তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে, চৈতনের কক্ষে মিট২ করিয়া একটী

মাধব বলিল, "মালতি, কেমন সুন্দর বাজাইতেছে, দেখ দেখি।"

মালতী বলিল, "ঠিক বটে ; আমাদের যদি একটী বাজনার বাক্স থাকিত, দুই জনে খুব বাজাইতাম ; না, দাদা ?"

মাধব বলিল, "তবে এস না, বাবাকে একটা বাজনার বাক্স কিনিতে বলি !"

"মায়ের যে একশ বার মাথা ধরে ; তিনি বাদ্য শুনিতে ভাল বাসিবেন কি ?"

"যদি নিচেকার কোন কুঠরীতে বসিয়া বাজাই, মায়ের কানে সে শব্দ যাইবে না।"

"আমার ইচ্ছা করে যে, অমনি করিয়া বাজনার বাক্সে চাবি দিই।"

ইহা শুনিয়া সতীশ বলিল, "তবে এস, এই নেও, চাবি নেও। এই বাজনার বাক্স বাজাও।"

মালতী ধীরে২ চাবি ঘুরাইতে লাগিল। কখনও অভ্যাস নাই, তাই নিতান্ত ধীরে২ চাবি দিতে লাগিল। মালতীর মাতা গৃহমধ্যে থাকিয়া শুনিতে পাইলেন, ভাবিলেন, এত ধীরে২ বাজনা বাজিতেছে কেন ? বাজনাওয়ালার ছেলের হঠাৎ কিছু হইল না কি ? তিনি জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখেন, তাঁহার মালতী বাক্সে চাবি দিতেছে।

দেখিয়া তিনি বড় সন্তুষ্ট হইলেন ; তাঁহার সুন্দরী মালতী, চম্পকদামসদৃশ অঙ্গুলি দিয়া বাজনার বাক্সের চাবি ঘুরাইতেছে। আর বাজনাওয়ালার ছেলে অবাক হইয়া এক মনে দেখিতেছে। মালতী মাথা তুলিয়া দেখিল, মাতা জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। ইহাতে তাহার উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। কেবল উৎসাহ বৃদ্ধি নয়, সুখ অনুভব হইল। মাতাকে খুশি করিতে পারিলে মালতীর আনন্দের সীমা থাকিত না।

মালতী এত ধীরে২ বাজাইতেছিল যে, প্রথম সুরটীই

অনেক ক্ষণ বাজিতে লাগিল। মালতীর ইচ্ছা, সেই "সুখময় বাটীর" সুরটী বাজে। এই জন্য সতীশকে দিয়া বলিল, "তুমি বাজাও, সেই 'সুখময় বাটীর' সুর বাজাও।"

কিন্তু সতীশ জানিত যে, আর একটী সুর না বাজিলে "সুখময় বাটীর" সুর বাজিবে না। বলিল, "আচ্ছা, সেই সুর বাজাইব; একটু অপেক্ষা কর।" অনন্তর সতীশ এমন তাড়া তাড়ি চাবি ঘুরাইতে লাগিল যে, যদি চৈতন সেখানে থাকিত, তাহার প্রাণ উড়িয়া যাইত। অত্যন্ত দ্রুত বাদ্য শুনিয়া অন্যান্য বাটীর জানালা দিয়াও লোকেরা দেখিতে লাগিল। এই অতি ধীরে২ বাজিতেছিল, তাহার পর আবার এমন ত্রস্ত বাজিতেছে শুনিয়া লোকে মনে করিল, বাজনার বাক্সের স্কন্ধে বুঝি ভূত চাপিয়াছে।

এক্ষণে সতীশ মালতীর হাতে চাবি দিল। মালতী আবার তেমনি ধীরে২ "সুখময় বাটীর" সুর বাজাইতে লাগিল। তখন লোকেরা ইতি পূর্ব্বে অত ত্রস্ত বাজনা বাজিবার কারণ বুঝিতে পারিল। যতক্ষণ উক্ত সুরটী বাজিল, মালতী আপনার হাতে চাবি রাখিল। সুরটী শেষ হইলে সতীশের হাতে চাবি দিল। মালতী বড় খুশি।

মালতী বলিল, "'সুখময় বাটীর' সুরটী আমার বড় ভাল লাগে; আহা! কি মধুর সুর।"

সতীশ বলিল, "হাঁ, আমিও এই সুর বড় ভাল বাসি।"

বলিতে২ চৈতনদাসের কথা মনে পড়িল, জিজ্ঞাসিল, "'সেই সুখময় বাটী' কোথায়?"

মালতী আপনাদের গৃহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ আমার 'সুখময় বাটী;' তোমার 'সুখময় বাটী' কোথায়, তা আমি জানি না।"

"'সুখময় বাটী' বলিতে পারি, আমার এমন কোন স্থান নাই। আমি আর চৈতনদাস নামে এক জন বৃদ্ধ এক

ভাঙ্গা ঘরে থাকি, তাহাকে 'সুখময় বাটী' বলিতে পারি না। আবার সেও বেশি দিন নয়,আর এক মাস পরে সেখান হইতে উঠিতে হইবে। আবার আমি নিরাশ্রয় হইব।"

"আহা, সতীশ! বড় দুঃখের বিষয়!"

এত ক্ষণ মাধব বাজনার বাক্সে চাবি দিতেছিল, প্রথমে একটী সুর বাজিল, মালতী তাহা বড় একটা মন দিয়া শুনিতেছিল না। সে সতীশের দুঃখের কথা ভাবিতেছিল; সতীশের যে গৃহ নাই, থাকিবার স্থান নাই, তাহাই ভাবিতেছিল।

সতীশ আবার বলিল, "আর কোথায়ও এক বাড়ী অবশ্য আছে! ভাল, স্বর্গ কি এক প্রকার বাড়ী নহে?"

মালতী প্রফুল্ল বদনে বলিল, "হাঁ, স্বর্গ আছে, আর স্বর্গেও বাড়ী আছে; তুমি সে বাড়ীতে যাইবে না, সতীশ?"

"স্বর্গ কোথায়?"

মালতী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আকাশ দেখাইয়া বলিল, "স্বর্গ ঐ খানে। ঐ যে ছোট২ তারা রাত্রে দেখা যায়,তাহারা স্বর্গে থাকে। আগে২ আমি তারা দেখিয়া বলিতাম, 'ঐ দূতের চক্ষু;' কিন্তু ঝি বলিয়াছে যে, তা নয়।"

"তারা দেখিতে আমার বড় ভাল লাগে।"

"আমিও বড় তারা ভাল বাসি।"

"সতীশ, স্বর্গে গেলে তুমি সমস্ত তারা আরও ভাল করিয়া দেখিতে পাইবে।"

"স্বর্গ কি প্রকার স্থান?"

"ওঃ! স্বর্গ ভারী সুন্দর স্থান। সেখানকার লোকেরা দুধের মতন সাদা কাপড় পরে। রাস্তা গুলি সমস্ত সোনার। সতীশ, সেখানকার সমস্ত জিনিস সোনার, খুব চক চক্যে। আর যীশু সেখানে আছেন, সতীশ, তোমার কি যীশুকে দেখিতে ইচ্ছা করে না?"

সতীশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আমি যীশুর বিষয় কিছু জানি না।"

"সে কি, তুমি যীশু খ্রীষ্টকে ভাল বাস না? ও বাজা-ওয়ালার ছেলে, তুমি যীশুকে ভালবাস না।"

এই কথা বলিতে বলিতে মালতীর চক্ষে জল আসিল, উত্তরের অপেক্ষায় মালতী গম্ভীর ভাবে সতীশের মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

সতীশ বলিল, "না, আমি যীশুকে ভাল বাসি না; কারণ আমি যীশুর বিষয় কিছুই জানি না।"

এই কথা শুনিয়া মালতীর চক্ষু দিয়া দর দর বারিধারা বহিতে লাগিল, অতি বিষণ্ণ বদনে বলিল, "তুমি যীশুকে ভাল বাস না? তবে কেমন করিয়া স্বর্গে যাইবে? তবে তুমি সেই 'সুখময় বাটীতে' যাইবার প্রত্যাশা করিতে পার না। এ বড় দুঃখের বিষয়।"

এমন সময়ে ঝি আসিয়া বৈকালিক আহারের জন্য তাহাদিগকে ডাকিল, ডাকিবামাত্র তাহারা চলিয়া গেল।

সতীশ সেখান হইতে চলিল। যাইতে২ মালতীর কথা ও মালতীর অশ্রুপূর্ণ নয়ন তাহার মনে পড়িতে লাগিল। "যীশুকে ভাল না বাসিলে স্বর্গে যাওয়া যায় না, যীশুকে ভাল না বাসিলে সে সুখময়বাটীতে যাওয়া যায় না।" এই কথা চিন্তা করিয়া সতীশের মনে বিষাদ উপস্থিত হইল।" সুখময় বাটী বড় সুখের স্থান, কিন্তু আমার ভাগ্যে সে সুখ নাই; তবে এ নাম শুনিলাম কেন? না শুনিলে ত ভাল হইত।" আবার সেই প্রাচীন চৈতনের কথা মনে পড়িল।" সে ত অধিক দিন বাঁচিবে না; একে বৃদ্ধ, তায় পীড়িত, আবার দরিদ্র। সে কি যীশুকে ভাল বাসে? তাহার মুখে ত ও কথা কখন শুনি নাই। যদি সে মরে, যদি সে স্বর্গে না যায়, যদি সে আর কোন স্থানে যায়, তবে?" সতীশ নরকের বিষয়

শুনিয়াছিল, সে বিষয়ে তাহার বিশেষ জ্ঞান ছিল না, কিন্তু এই মাত্র জানিত যে, নরক সুখস্থান নহে। সে ভাবিল, "বাড়ীতে গিয়াই,মালতী যাহা বলিয়াছে,সমস্ত বৃদ্ধকে বলিব। শুনিয়া চৈতন হয় ত যীশুকে ভাল বাসিবে।" এই আশয়ে সতীশ সন্ধ্যাকালের প্রতীক্ষায় রহিল।

আজি যেন দিন ফুরাইতে জানে না। সতীশ ভাবিল, "সেই প্রাতঃকালে বাহির হইয়াছি, এত রাস্তায় গিয়াছি, তবু এখনও সন্ধ্যা হয় না?" সতীশ ছেলে মানুষ, বাজনার বাক্স চিরকালই তাহার পক্ষে ভারী; আজি যেন অধিক ভারী বোধ হইল। সে যাইতে যাইতে অর্দ্ধ ঘন্টাকাল এক বৃক্ষের তলে বসিয়া বিশ্রাম করিল। সেখান হইতে তাহার বাসা-বাটী অধিক দূর নহে। এমন সময়ে দুই জন স্ত্রীলোক সেই খানে উপস্থিত হইল। তাহারা পরস্পর সম্ভাষণ করিয়া কথোপকথন আরম্ভ করিল।

তাহাদের এক জন রাস্তার অপর পার্শ্বস্থিত একটী বৃহৎ বাটীর দিগে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসিল, "ওখানে কি হয়? ওটী আমাদের নূতন ভজনালয়। একজন ভদ্রলোক প্রতি রবিবার রাত্রিতে এখানে আসিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দেন; তাঁহার উপদেশ অতি স্পষ্ট, আর আমি বড় ভাল বাসি।"

"কোন্ বিষয়ে স্পষ্ট?"

"স্বর্গের বিষয়ে স্পষ্ট। কেমন করিয়া স্বর্গে যাইতে হয়, যীশু আমাদের স্বর্গে যাইবার জন্য কি করিয়াছেন, এই সকল বিষয় তিনি বিস্তারিত রূপে বলেন। তিনি বড় দয়ালু, আমাদের খোকার পীড়ার সময়ে কত বার দেখিতে গিয়াছিলেন; তুমি তাঁহাকে চিন না?"

"না, আমি তাঁহাকে চিনি না। কোন্ সময়ে এখানে উপাসনা হয়?—বরং কাল আসিব।"

"প্রতি রবিবার সন্ধ্যাবেলা ৭টার সময়ে উপাসনা হয়। তোমার ভাল কাপড় নাই, তাহা আমি জানি; সে জন্য ভাবিত হইও না, এখানে কোন বড় মানুষের মেয়ে ছেলে আসে না।"

অপরা রমণী আসিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিয়া গেল।

আমাদের সতীশ এই সকল কথা শুনিল। সে মনে মনে স্থির করিল, কালি রবিবার, কালি ৭টার সময়ে এখানে আসিব। বৃদ্ধ স্বর্গের বিষয় জানিতে চাহিয়াছে; যে প্রকারে হউক, তাহা তাহাকে জানাইতে হইবেক।

অনন্তর সতীশ ধীরে২ সেই বাসাবাটীতে উপস্থিত হইল। আহারাদির পর বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনি কি যীশুকে ভাল বাসেন?"

"যীশু কে?—আমি ত তাঁহার বিষয় কিছুই শুনি নাই; যাঁহারা সাধু, তাঁহারা তাঁহাকে ভাল বাসেন। বোধ হয়, ভাল বাসিলে ভাল হইত।"

সতীশ গম্ভীর ভাবে বলিল, "আপনি যদি যীশুকে ভাল না বাসেন, তবে কোন প্রকারে স্বর্গে যাইতে পারিবেন না। আর যীশুকে ভাল না বাসিলে কোন প্রকারে সেই 'সুখময় বাটীতে' প্রবেশ করা যাইতে পারে না।"

"বটে! তোমার কথা শুনিয়া আমার ভয় হইতেছে। আমি যখন তোমার মতন ছোট ছিলাম, তখন এই সকল কথা শুনিয়াছিলাম বটে। কিন্তু পীড়া হইবার পর এই সকল কথা আবার মনে পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।"

পঞ্চম অধ্যায়।

সেই উজ্জ্বল পুরীতে পাপ নাই।

দিবা অবসান হইল—রাত্রি আগত; দিবা অপেক্ষা রাত্রে অধিক গ্রীষ্ম। গ্রীষ্মপ্রযুক্ত অনেক ক্ষণ সতীশের

নিদ্রা আসিল না ; অবশেষে অনেক কষ্টের পর একটু নিদ্রা-কর্ষণ হইল। খানিকক্ষণ নিদ্রা যাইতে না যাইতে অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের শব্দে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সেই ঘোরতর বজ্রাঘাতের শব্দে সতীশের বাসগৃহ ভিত্তি অবধি কাঁপিয়া উঠিল। চৈতনদাস শুইয়াছিল, সে বজ্রাঘাতের গভীর শব্দ শুনিয়া জাগিল, ও উঠিয়া শয্যায় বসিল। সতীশ সরিয়া তাহার কাছে গেল। ভয়ানক ঝড় বহিতেছিল ; বিদ্যুৎ-আলোক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল ; এক বার বিদ্যুতা-লোকে কুঠরীটী এমন আলোকিত হইল যে, চৈতন সতীশের ভয়-শুষ্ক বদন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। আবার সমস্ত অন্ধকার হইল—আবার ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া বজ্রপাত হইতে লাগিল। বোধ হইল, যেন তাহাদের কুঠরীটী পড়িয়া যাইতে উদ্যত ; ইহাতে ভয়ে চৈতনদাস কাঁপিতে লাগিল। সতীশ ইহার অগ্রে কখনও এমন ঝড় তুফান দেখে নাই, তাই তাহার ভয় অধিক হইল। সে চৈতনের কাছে গিয়া ভয়-ভীত কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি ভয় হই-য়াছে ?" এমন সময়ে আবার বিদ্যুতালোক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

"হাঁ, সতীশ। কেন যে ভয় হইল, তাহা জানি না। আমি ত কখনও ঝড় তুফানে ভয় করি না।"

এই কথা শুনিয়া সতীশ কোন উত্তর করিল না ; সুতরাং চৈতনদাস বলিতে লাগিল,

"দেখ, সতীশ, আমার বোধ হয়, এই যে বিদ্যুতের আলোক, এই আলোক দ্বারা যেন ঈশ্বর আমার উপরে দৃষ্টি করিতেছেন। আর এই বজ্রাঘাতের শব্দ যেন ঈশ্বরের গম্ভীর স্বর। তাই ভাবিয়া আজি আমার এত ভয় হইয়াছে। ঈশ্বরের বিষয় মনে হইলেই আমার অত্যন্ত ভয় হয় ; সতীশ, আমি ত তাঁহাকে ভাল বাসি না।"

আবার গৃহমধ্যে বিদ্যুতালোক প্রবিষ্ট হইল—আবার ভয়ানক বজ্রাঘাতের শব্দ হইল—আবার চৈতনদাস কাঁপিতে লাগিল। চৈতনদাস বলিল,

"সতীশ, এই রাত্রে কি আমায় মরিতে হইবে? না; এ রাত্রে মরিবার ইচ্ছা নাই। বিদ্যুতালোক যেন আমারই দিকে আসিতেছে। সতীশ, বৎস, পাপ কাহাকে বলে?"

"বোধ হয়, মন্দ কর্ম্ম করাই পাপ। কেমন?"

"হাঁ, তাই বটে। হায়, আমি যে ঢের মন্দ কর্ম্ম করিয়াছি। আর মন্দ চিন্তা করাও পাপ; হায়, সতীশ, আমি কত মন্দ চিন্তা করিয়াছি, তাহা আর কি বলিব। মন্দ কথা বলাও পাপ; আমি অনেক মন্দ কথাও বলিয়াছি। কিন্তু আগে ত এ সকল বিষয়ে ভাবনা হয় নাই—আজি রাত্রেই সমস্ত ভাবনা মনে উঠিয়াছে।"

"আজি যে বড় আপনার মনে ও সকল ভাবনা উঠিল?"

"সতীশ, আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহাতেই আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে।"

"তবে সে স্বপ্নের কথা আমাকে বলিতে হইবে।"

"দেখ, সতীশ, তুমি যীশুকে ভাল বাসিবার বিষয়ে যে কথা বলিতেছিলে, আমি তাই ভাবিতে২ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। স্বপ্নে দেখিলাম, আমি যেন একটী সুন্দর তোরণসমুখে উপস্থিত; সেই তোরণ সুবর্ণনির্ম্মিত, তোরণের উপরে কতক গুলি উজ্জ্বল অক্ষর দেখিতে পাইলাম। সেই উজ্জ্বল অক্ষরে 'সুখময় বাটী,' এই কথা দুটী লিখিত। তখন ভাবিলাম, তবে ত 'সুখময় বাটী' পাইয়াছি, আহা, এখন সতীশ কোথায়? এমন সময়ে কেহ যেন সেই দ্বার খুলিয়া বলিল, 'হে বৃদ্ধ, তোমার কি চাহি?' আমি বলিলাম, 'আমি এই বাড়ীতে যাইতে চাহি; আমি বড় ক্লান্ত হইয়াছি, এখন বাড়ীতে গিয়া বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা হয়।' কিন্তু তিনি

সাতটা বাজিলে উপদেশক আইলেন। যতক্ষণ তিনি বক্তৃতা করিলেন, ততক্ষণ সতীশ এক দৃষ্টে তাঁহার মুখ প্রতি চাহিয়া রহিল। সর্ব্বাপেক্ষা গানই সতীশের কাছে বড় ভাল লাগিল। শেষে যে গানটী গাওয়া হইয়াছিল, সেইটী বড় মিষ্ট বোধ হইল। সতীশের পশ্চাদ্দিগে এক যুবতী বসিয়াছিলেন, তিনি অতি মধুর স্বরে গানটী গাহিলেন, সে গানটী এই;—

উজ্জ্বল নগরী এক আছে ঊর্দ্ধ স্থানে,
পাপ কভু প্রবেশিতে না পারে সেখানে।

তোমার নিকটে, ত্রাতঃ, আইনু এখন,
পরমেশমেষশিশু, করি নিবেদন;
নির্ম্মল করহ মোরে, করহ উদ্ধার,
ধুয়ে সর্ব্ব পাপমলা কর পরিষ্কার॥

এই বর, প্রভো, মোরে দেহ আজি হৈতে,
পারি যেন তব বাধ্য সন্তান হইতে।
যাহা হৈতে তব মনে হয় ক্লেশোদয়,
নিজ বলে তাহা হইতে রক্ষ, দয়াময়॥

শেষে যেন তব গুণে বিমুক্ত হইয়া,
নিহারধবলশ্বেত বসন পরিয়া।
পাপমলাবিরহিত হৈয়া অবশেষে,
বসতি করিতে পারি সেই সুখদেশে॥

গানের পরে বক্তৃতা আরম্ভ হইল, প্রকাশিত ভাববাণীর ২১ অধ্যায়ের ২৭ পদে লিখিত আছে,

"অপবিত্র কিছুই কদাচ তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইবে না;"

এই পদ মূলবচনস্বরূপ গ্রহণ করিয়া উপদেশক বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বর্গের বর্ণনা আরম্ভ করিলেন।

তথাকার স্বুবর্ণনির্ম্মিত রাজপথ, মুক্তাখচিত দ্বার, অমৃত-বারি প্রবাহিনী নদী, ও তাহার উভয় তীরস্থ অমৃত ফল-শোভিত তরুরাজির বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন ; আবার তথাকার নিবাসিদের বিষয়, তাঁহাদের তুষারধবল পরিচ্ছদ, তাঁহাদের মস্তকাবরণ স্বুবর্ণমুকুট, তাঁহাদের বীণাবিনিন্দিত সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি, ও তাঁহাদের মুখশ্রীতে বিকাশিত মহো-ল্লাশ চিহ্নের বিষয় তন্ন২ করিয়া বর্ণনা করিলেন।

উপদেশক আরো বলিলেন যে, "সেই উজ্জ্বল নগরীতে শোক তাপ একবারে নাই, সেখানে পরিতাপ, রোদন, দীর্ঘ-নিশ্বাস, বা দুঃখলেশ নাই। সেখানে ক্লান্তি নাই, ক্ষুধা নাই, প্রখর সূর্য্যতাপ বা শীতাধিক্য নাই ; সেখানে চিরবসন্ত বিরাজিত। সেখানে পীড়া নাই, মৃত্যু নাই, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নাই—সেই স্বুবর্ণ নগরে সমাধিক্ষেত্র নাই, সেখানে বিবাদ বিসম্বাদ নাই, সকলে সম্পূর্ণ প্রেমে বাস করে। কর্কশ বাক্যো-চারণ, অনৈক্য, বা ক্রোধাদি নাই। এই সুখ দুদিন এক দিনের তরে নহে ; চিরকালের তরে। সেখানে কেহ ভয়ে ভীত নহে, ভাবিকালে কি ঘটিবে, তাহা ভাবিয়া কাহাকেও ব্যাকুল হইতে হয় না। সেখানে বিচ্ছেদ নাই ; একবার সেখানে মিলন হইলে, আর বিরহ নাই। একবার সেখানে পঁহুছিতে পারিলে চিরকাল নিরাপদ। সেখানে গেলে পিতার বাটীতে, পিতার কাছে শান্তিতে বাস হয়।"

অনন্তর উপদেষ্টা সমাগত লোকদিগকে বলিলেন, "তোমাদের কি সেইখানে যাইবার ইচ্ছা আছে ?"

সকলে নীরব ; স্বর্গগমনাকাঙ্ক্ষাজনিত দীর্ঘনিশ্বাস, স্বর্গগমনের ইচ্ছা সকলের মুখশ্রীতে ব্যক্ত হইতে লাগিল। সতীশ মনে২ বলিতে লাগিল, "সেখানে আবার যাইতে চাহি না ? আহা, আমি ও চৈতনদাস, আমরা উভয়ে যদি যাইতে পারি, বড় ভাল হয়।"

উপদেশক বলিলেন, "অপবিত্রীকৃত কোন কিছু সেখানে কোন মতে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। পাপীর সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। তোমাদের কাহারও মধ্যে যদি এক বিন্দু পাপও থাকে, তবে সে সেখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কেননা অপবিত্র কোন কিছু সেখানে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। যদি আমি এত কাল কোন পাপ না করিয়া থাকি, যদি যাবজ্জীবন কোন দুষ্কর্ম্ম না করিয়া থাকি, একটীও কুকথা মুখে না আনিয়া থাকি, একটীও কুচিন্তা মনে স্থান না দিয়া থাকি; যাহা কর্ত্তব্য, যদি তাহাই করিয়া থাকি, যদি নিষ্পাপ ও নির্দ্দোষ জীবন যাপন করিয়া আসিয়া থাকি, অথচ অদ্য একটী পাপ, অতি সামান্য, অতি ক্ষুদ্র পাপ করি, তাহা হইলেই আমার স্বর্গগমন রহিত হইল; আর আমি সে উজ্জ্বল নগরীতে প্রবেশ করিতে পারিব না। যে আত্মাতে সামান্য, অতি ক্ষুদ্র একটীমাত্র পাপদাগ থাকে, সে আত্মা কোন ক্রমে স্বর্গে প্রবিষ্ট হইবে না। এখানে কি এমন কেহ আছে, যে সাহস করিয়া বলিতে পারে, 'আমি একবার মাত্র পাপ করিয়াছি, আমার আত্মাতে একটী বই পাপের দাগ নাই?' "

আবার কেবল দীর্ঘনিশ্বাস, আবার নিরতিশয় গম্ভীর ভাব। এবার যে দীর্ঘনিশ্বাস, সে আত্মগ্লানিসূচক।

আবার উপদেশক বলিতে লাগিলেন, "আমাদের কেহই বলিতে পারে না যে, 'আমি একবারমাত্র পাপ করিয়াছি, আমার আত্মাতে একটী বই পাপের দাগ নাই।' আমরা সকলেই পাপ করিয়াছি—একবার নহে, দুই বারও নহে; বার বার, অগণ্য বার। সেই এক একটী পাপ এক একটী বড়২ কালীর দাগের ন্যায়, তদ্দ্বারা আমাদের আত্মা কলঙ্কিত হইয়াছে।"

সতীশ মনেং ভাবিল, "বটে, তবে আমার ও চৈতনের দশা কি হইবে? আমরা ত পাপ করিয়াছি।"

সতীশ মনেং চৈতনের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল, মনেং সে চৈতনের পীড়াক্লিষ্ট মুখমণ্ডল দেখিতে পাইল। মনেং বলিল,"তবে ত সমস্ত কথাই সত্য; মালতী যাহা বলিয়াছিল, তাহাও সত্য; চৈতনের স্বপ্নও সত্য; সমস্তই সত্য।"

পূর্ব্বোক্ত চিন্তাতেই সতীশের মন আকুল ছিল, সুতরাং যৎকালে উপদেশক পাপমোচনের উপায়ের কথা বলিতেছিলেন, তৎকালে অন্যমনস্কতাপ্রযুক্ত সতীশ শুনিতে পায় নাই। যখন উপদেশক বলিতে লাগিলেন যে, "আমি আগামী রবিবার সন্ধ্যার পরে স্বর্গ গমনের একমাত্র পথের বিষয়ে উপদেশ দিব, অনুরোধ করি, তোমরা সকলে এস্থানে উপস্থিত হইও," তখন সতীশের অন্যমনস্কতা ঘুচিল, ও এই কথা তাহার কর্ণগোচর হইল।

সতীশ এই উপাসনামন্দির হইতে বাহির হইয়া অতিশয় ভাবনাগম্ভীর হৃদয়ে গৃহাভিমুখে চলিল। যাহা শুনিল, তাহা গিয়া বলিলে যে চৈতনের মন নিরাশাসাগরে ভাসিবে, তাহা সে বিলক্ষণ বুঝিল—তাই যেন শিথিলচরণে, ধীর পাদবিক্ষেপে সতীশ গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। কুঠরীতে মিট মিট করিয়া আগুন জ্বলিতেছিল—সতীশ সেই আগুনের দিকে দৃষ্টি করিয়া বৃদ্ধকে বলিল, 'মহাশয়, আপনি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সে সমস্ত সত্য; আপনি স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলেন, অদ্য আমি তাহাই শুনিয়া আইলাম। উপদেশক তাহাই প্রচার করিলেন, আমরাও তাহাই গান করিয়া আইলাম। অতএব আর সন্দেহ করিবার কারণ নাই।"

চৈতন দাস সখেদে বলিল, "আমাকে সবিস্তারে বল।"

"মহাশয়, সে বড় সুন্দর স্থান—যদি একবার সেখানে যাইতে পারেন, সুখের সীমা থাকিবে না। কিন্তু সেখানে পাপ যাইবার যো নাই—উপদেশকের মুখেও ইহাই শুনিলাম, আর গানেতেও ইহাই ছিল, যথা—

"উজ্জ্বল নগরী এক আছে ঊর্দ্ধস্থানে,
শোক তাপ পাপ স্থান না পায় সেখানে।"

"তবে আমার ত সেখানে যাইবার উপায় নাই, সতীশ! আমি সেখানে যাইতে পারিব না?"

কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন নীরবে শয্যায় গিয়া শুইয়া রহিল —সতীশ মনে করিল, বৃদ্ধের নিদ্রা হইয়াছে। এমন সময়ে বৃদ্ধ ক্ষীণ স্বরে বলিতে লাগিল।

"শোক তাপ পাপ স্থান না পায় সেখানে।"

এই গীতাংশ সে বারবার আবৃত্তি করিতে লাগিল।

সেই নির্জ্জন ও ভগ্ন কুঠরীতে কেবল সতীশ কি বৃদ্ধের উক্ত নিরাশাব্যঞ্জক অথচ আগ্রহ প্রকাশক গীতাংশের আবৃত্তি শুনিতেছিল? না; সেই দ্বারপাল,—বনিয়ন যাঁহার বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন—সেই দ্বারপাল ঐ বৃদ্ধের কাতরোক্তি শুনিতেছিলেন; তাঁহার হৃদয় পর্য্যন্ত উহা স্পর্শ করিতেছিল। তিনি চৈতনের বিষয়ে সমস্তই জানিতেন। ইহার কিঞ্চিৎ পরেই তিনি চৈতনের জন্য দ্বার মুক্ত করিয়া বলিবেন, "আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমাকে প্রবিষ্ট হইতে দিতে প্রস্তুত আছি।"

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সুখময় বাটীতে যাইবার একই পথ।

অতি কষ্টে চৈতন দাস ও সতীশকে আর এক সপ্তাহ কাটাইতে হইল। চৈতন কোন কথা কহিত না, কখন২ অনুচ্চস্বরে সেই গীতাংশ বলিত। কখনও নিতান্ত হতাশ হইয়া সতীশকে বলিত, "সতীশ, আমার আর সময় নাই; আমার ভাগ্যে সুখময় বাটীও নাই।"

সেই প্রাচীন বাজনার বাক্সের প্রতিও বৃদ্ধের আর

তেমন যত্ন নাই। দিনের বেলা সতীশ তাহা লইয়া বাহিরে যায়; রাত্রে ঘরের এক কোণে ফেলিয়া রাখে। চৈতন আর উহা বাজাইতে ভাল বাসে না; উহার বাদ্যও তাহার কানে আর মধুর বোধ হয় না। এক রাত্রে সতীশ নিতান্তই বাজাইতে লাগিল—বাজাইতেই সেই "সুখময় বাটীর" সুর বাজিল। বৃদ্ধ উহা শুনিয়া নিতান্ত বিষণ্ণভাবে বলিল,"সতীশ, বাবা, ও সুরটী বাজাইও না। আমার তরে 'সুখময় বাটী' নাই। আমার ভাগ্যে আর সে সুখ ঘটিবে না।"

এখন এমন কিছু নাই, যাহাতে চৈতন দাসের মনে সান্ত্বনা জন্মে। যে বাজনার বাক্স বাজাইয়া একাকী নিশাযোগে বৃদ্ধের মনে সান্ত্বনা জন্মিত, এখন সে বাক্সের বাদ্য শুনিলে তাহার কানে যেন কণ্টকাঘাত হয়।

ডাক্তার প্রতিজ্ঞানুসারে আবার গিয়া চৈতনকে দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন যে, আর কোন ঔষধ দিবার সময় নাই। ঔষধে কোন ফল দর্শিবে না। ক্রমে ক্রমে শরীর আরো দুর্ব্বল হইয়া শেষে মরণ হইবে।

মনুষ্যের পক্ষে এ বড় সাংঘাতিক কথা। দুদশ দিনের মধ্যেই নিশ্চয় মরিতে হইবে, একথা চিকিৎসকের মুখে শুনা বড় গুরুতর বিষয়। চৈতন দাস ইহা শুনিয়া নিতান্ত নিরাশ হইল। ক্রমে তাহার শরীর দুর্ব্বল, প্রতিদিন জীবনের বন্ধনী শিথিল, প্রতিদিন কোন অপরিচিত, অজ্ঞাত স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ইহা চিন্তা করা কি সামান্য কথা!

এক দিন দুই দিন করিয়া চৈতন ও সতীশ কেবল দিন গণিতেছে—কবে সেই রবিবার আসিবে, কবে সেই গীতের দ্বিতীয় পদের ব্যাখ্যা শুনিতে পাইবে। হয় ত কোন প্রকার আশা ভরসার কারণ আছে—সেই, সেই উজ্জ্বল পুরীতে যাইবার হয় ত কোন প্রকার পথ আছে,—সেই উজ্জ্বল পুরীর হয় ত কোন দ্বারও আছে। হয় ত আমার মতন পাপীও,

আমার মতন নরাধমও সেই পথ দিয়া, সেই দ্বার দিয়া, সেই উজ্জ্বল পুরীতে প্রবিষ্ট হইতে পারে।

অবশেষে প্রতিক্ষিত বিশ্রামবার আইল। সন্ধ্যাকালে টিপ্ টিপ্ করিয়া জল হইতে লাগিল। প্রবল বেগে বাতাসও বহিল। এই কারণেই প্রচারালয়ে অতি অল্প লোক উপস্থিত হইল। যাহারা উপস্থিত, তাহাদের অনেকের মুখশ্রীতে আন্তরিক সরলতা ও ঐকান্তিকতা প্রকাশ হইতেছিল। ফলতঃ তাহারা একান্ত মনে ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিতে আসিয়াছিল। ভজনালয়ে অনেক লোক গমন করিয়া থাকে,—তাহাদের সকলেই যে আধ্যাত্মিক ভাবে যায়, তাহা নহে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবেই যাওয়া উচিত। সকল সময়ে তাহা হয় না।—কেহ কেহ বেশ ভূষা দেখাইবার জন্য, কেহ২ বক্তার যোগ্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য, কেহ২ বক্তার বক্তৃতা সমালোচনা করিবার জন্য গিয়া থাকেন। তথাপি অনেকে যে ভক্তিভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে ও ঈশ্বরের বাক্যালোচনা শ্রবণ করিতে গিয়া থাকেন, তাহার সন্দেহ নাই।

প্রচারালয়ে উপস্থিত অনেক লোকের মুখে সরলভাবের চিহ্ন দেখিয়া, প্রচারকের মনে বিমল আনন্দোদয় হইল। তিনি ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

প্রচারক প্রথমে আলোচ্য শাস্ত্রবাণী পাঠ করিলেন,—

"ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত যাবতীয় পাপ হইতে আমাদিগকে শুচি করে।"

এই বচন পাঠ কালে শ্রোতারা সকলে নীরবে রহিল। সমস্ত গৃহ মধ্যে অতিশয় গম্ভীরভাব বিরাজিত। সতীশ এক দৃষ্টে প্রচারকের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, ও অতিশয় মনোযোগ সহকারে প্রত্যেক কথা শ্রবণ করিতে লাগিল।

প্রচারক তৎপরে পূর্ব্ব বিশ্রামবারের উপদেশের বিষয়

লোকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, বলিলেন, "গত বারে আমরা সেই সমুজ্জ্বল পুরী, যে পুরীতে যাইবার জন্য আমাদের এত আকাঙ্ক্ষা, সেই পুরীর বিষয় আলোচনা করিয়াছি, গতবারে আমরা যে গীত গাহিয়াছিলাম, তাহার প্রথম পদ এই—

'উজ্জ্বল নগরী এক আছে ঊর্দ্ধ স্থানে,
শোক, তাপ, পাপ স্থান না পায় সেখানে।'

"তোমাদের কেহ কি সেই পুরীতে যাইবার একমাত্র পথের বিষয়,—আমরা পাপী হইয়াও যে পথে সেই সুখধামে যাইতে পারি,—সেই পথের বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষী ?"

সতীশ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি সেই পথের বিষয় জানিতে চাহি।"

প্রচারক বলিলেন, "আমি ঈশ্বরের সাহায্যে তোমাকে সেই পথ দেখাইতে যথাসাধ্য যত্ন করিব। তুমি আমি উভয়েই পাপ করিয়াছি। একটী পাপ করিলেই সেই উজ্জ্বল পুরীতে প্রবিষ্ট হইতে পারা যায় না। কিন্তু আমরা শত২ বার, সহস্র২ বার পাপ করিয়াছি। আমাদের আত্মা পাপেতে কলঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। একটীমাত্র, কেবল একটীমাত্র বস্তু আছে, যাহা দ্বারা সেই আত্মা শুভ্রীকৃত, পরিষ্কৃত ও পবিত্রীকৃত হইতে পারে। মূল বচনে লিখিত আছে, 'যীশু খ্রীষ্টের রক্তই সেই বস্তু।'"

অনন্তর কি প্রকারে যীশু খ্রীষ্টের শোণিতদ্বারা মনুষ্যের পাপ বিধৌত হইতে পারে, তাহা উপদেশক বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "যীশু খ্রীষ্ট কালভেরি পর্ব্বতের উপরে হত হইয়া, পাপ ও পাপমলা ধৌত করিবার জন্য এক নির্ঝর বহাইয়াছেন।" তিনি লোকদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, এই

জন্য তিনি ক্রুশোপরি যে শোণিতপাত করিয়াছেন, তাহা অমূল্য। যে দিন যীশু কালভেরি পর্ব্বতোপরি সেই অমূল্য শোণিতপাত করিয়াছেন, সেই অবধি কত সহস্র লোক যীশুর কাছে গিয়া, সেই রক্তে বিধৌত হইয়া, তুষার অপেক্ষা ধবলীকৃত হইয়াছে।

উপদেশক কহিলেন, "এই প্রকার পবিত্রীকৃত লোকেরা উপস্থিত হইলে, সেই মুক্তাখচিত দ্বার উন্মুক্ত হইবে। কেননা তাঁহাদের আত্মাতে পাপমলা নাই—যীশু খ্রীষ্টের রক্তে তাহা ধৌত ও পরিষ্কৃত।" অনন্তর তিনি অতি গম্ভীর ভাবে উপস্থিত লোকদিগের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, সকলকে বিনীতভাবে আগ্রহসহকারে যীশুর শোণিতের নিকট গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি পুনরায় বলিলেন, "তোমরা অন্তঃকরণের সহিত এখন বল,

'তোমার নিকটে, ত্রাতঃ, আইনু এখন,
পরমেশমেষশিশু, করি নিবেদন ;
নির্ম্মল করহ মোরে, করহ উদ্ধার,
ধুয়ে সর্ব্ব পাপমলা কর পরিষ্কার।'

উক্ত পদে 'সর্ব্ব পাপ মলা' লিখিত আছে। এ অতি সান্ত্বনাদায়ী কথা। সমস্ত পাপ—সর্ব্ব প্রকার কুকথা, কুচিন্তা, ও কুকার্য্য ক্ষমা হইবে। পাপদাগ যত বড় হউক না কেন, যত গাঢ়, যত অলোপ্য হউক না কেন, যীশুর রক্তে ধৌত হইবে। এই গৃহে যত লোক আছে, প্রত্যেকের আত্মা হয় পরিত্রাণপ্রাপ্ত, না হয় পরিত্রাণ অপ্রাপ্ত ; হয় ধৌত, না হয় অধৌত। এই দুয়ের এক।

"এক্ষণে আমি তোমাদিগকে একটী অতি গুরুতর প্রশ্ন করিতেছি ; তোমাদের আত্মা পাপযুক্ত, বা যীশুর রক্তে পরিষ্কৃত ? উহাতে হয় পাপ, না হয় যীশুর রক্ত, এই দুটীর একটী

নিশ্চয় আছে। আবার বলি, সে কি ?—পাপ, না যীশুর রক্ত ?"

এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উপদেশক মুহূর্ত্তকাল নীরবে রহিলেন, সমস্ত গৃহময় নিস্তব্ধতা ব্যাপিল—সকলে নীরব, সমস্ত নিস্তব্ধ ; সকলের মুখমণ্ডল গম্ভীর। সকলেই যেন নীরবে, নিঃশব্দে আপন২ হৃদয় পরীক্ষা করিতে লাগিল। আমাদের সতীশ মনে২ অতি ব্যগ্রভাবে বলিল,

"নির্ম্মল করহ মোরে করহ উদ্ধার,
ধুয়ে সর্ব্ব পাপমলা কর পরিষ্কার।"

উপসংহারে উপদেশক উপস্থিত সকলকেই সেই পাপ-মলা স্খালনকারী যীশুশোণিতের স্রোতঃসমীপে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি অতিশয় আগ্রহসহকারে বলিলেন, "আর কালবিলম্ব করিও না—এই দণ্ডে কায়মনে বল, 'তোমার নিকটে, ত্রাতঃ, আইনু এখন।' আপন২ গৃহে গিয়া, নির্জন কুঠরীতে প্রবিষ্ট হইয়া, এক মনে অদ্য রাত্রেই যীশুর কাছে প্রার্থনা কর। প্রার্থনা কালে এইটী যেন মনে থাকে যে, যীশু তোমার সম্মুখে উপস্থিত। যীশুর কাছে যাওয়ার অর্থই এই। করযোড়ে তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর। তোমার সমস্ত পাপ সেই 'জগতের পাপবাহিকে' বহন করিতে বল, তাঁহার রক্তদ্বারা তোমার আত্মাকে ধৌত করিতে মিনতি কর ; প্রার্থনা কর, যেন অদ্য রাত্রেই তুষার অপেক্ষা শ্বেতবর্ণ হইয়া তুমি নিদ্রা যাইতে পার।

"আমার এই অনুরোধ কি তোমরা রক্ষা করিবে ? মিনতি করি, আমার কথা রাখিও। অদ্য রাত্রেই যীশুর কাছে যাইতে ভুলিও না।"

এই কথা শুনিয়া সতীশ মনে২ বলিল, "আমি অদ্য রাত্রেই যীশুর কাছে যাইব।"

প্রার্থনাসভা ভঙ্গ হইলে উপদেশক দ্বারে দাঁড়াইয়া

গমনোদ্যত লোকদিগের সহিত মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। তিনি অতিশয় আগ্রহসহকারে একান্ত মনে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে ক্লান্তিলক্ষণ দৃষ্ট হইল। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, তাঁহার কথায়, ঈশ্বরের অনুগ্রহে একজনেরও আত্মার যেন কল্যাণ সাধন হয়।

লোকেরা যখন দ্বার দিয়া বাহির হইতে লাগিল, তখন কাহার২ ভাবনাগভীর মুখমণ্ডল দেখিয়া উপদেশক মনে২ প্রার্থনা করিলেন, "প্রভো, আপনার বাক্যরূপ যে বীজ বপন করিলাম তাহা যেন আপনার দয়াতে ইহাদের হৃদয়ে উপ্ত ও অঙ্কুরিত হইয়া ফল ধারণ করে।"

আবার কেহ২ আলাপী লোকের সঙ্গে অন্য নানা প্রকার কথা কহিতে২ যাইতে লাগিল। তাহাদের আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইল, উপদেশকের কথা তাহাদের মনে স্থান পায় নাই। ইহা দেখিয়া উপদেশক একটু নিরাশ হইলেন। নিরাশাব্যঞ্জক ভাবে প্রভুকে জিজ্ঞাসিলেন, "প্রভো, তোমার বাক্যরূপ বীজ কি বৃথায় বপন করিলাম?" তিনি অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন, ক্লান্তিনিবন্ধন দুর্ব্বল হইয়াছিলেন। শরীর দুর্ব্বল হইলে বিশ্বাসের দুর্ব্বলতা ঘটিতে পারে।

সতীশ দ্বার দিয়া বাহিরে যাইতে লাগিল। তাহার মুখশ্রীতে আন্তরিক ভাবনার ছায়া অঙ্কিত দেখিয়া উপদেশক তাহাকে ডাকিলেন। উপদেশদান কালে সতীশ যে নিতান্ত একাগ্রতা সহকারে শুনিতেছিল, তাহা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সতীশ তাঁহার কথা বুঝিতে পারিয়াছে কি না, তাহা তাঁহার জানিবার ইচ্ছা ছিল। তিনি সতীশের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "বৎস, বল দেখি, আজিকার উপদেশের মূল বচন কি ছিল?"

সতীশ অবিকল মূলবচনটী আবৃত্তি করিল। শুনিয়া উপদেশক সন্তুষ্ট হইলেন। কথা কহিতে উৎসাহ দান করিয়া

তিনি সতীশকে উপদেশের বিষয়ে আরো অনেক প্রশ্ন করিলেন। সতীশ তাঁহার সহিত নিঃশঙ্কভাবে কথা কহিল। সে তাঁহাকে প্রাচীন চৈতন দাসের বিষয় বলিল; তাহার যে আর অধিক দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, সে যে "সুখময় বাটীতে" যাইবার জন্য সাতিশয় ব্যগ্র, তাহাও বলিল। উপদেশক এই সকল কথা শুনিয়া, সতীশ ও চৈতন দাস যেখানে থাকে, সে স্থানের বিষয় জানিয়া লইলেন। এবং এক দিন চৈতনকে দেখিতে যাইবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর উপদেশক প্রার্থনা করিলেন, "হে প্রভো, অনুগ্রহ করিয়া অদ্য রাত্রেই আপনার রক্তদ্বারা সতীশের আত্মার পাপমলা ধুইয়া ফেলুন।" সতীশও জানু অবনত করিয়া এই প্রার্থনায় যোগ দিল।

অনন্তর সতীশ বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে চলিল। সতীশের মনে নানা চিন্তা। কিন্তু অদ্য চৈতনকে একটী ভাল সংবাদ জানাইতে পারিবে ভাবিয়া তাহার মনে আনন্দ উথলিয়া উঠিতে লাগিল। বাড়ীতে পঁহুছিয়া দ্রুতপদে চৈতনের কুঠরীতে গেল। কতক্ষণে তাহাকে সমস্ত জানাইবে, সতীশের সেই চেষ্টা। বৃদ্ধকে বলিল,

"মহাশয়, আজি আমি বড় খুশি হইয়াছি। বড় ভালং কথা শুনিয়াছি, উপদেশক আমার সঙ্গে অনেক কথা কহিয়াছেন। তিনি আপনাকে দেখিতে আসিবেন।"

এ সকল কথা যেন চৈতনের মনে বড় একটা ধরিল না। সে আর কোন বিষয়েয় তত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যগ্র। সে জিজ্ঞাসিল,

"সতীশ সেই 'সুখময় বাটীর' বিষয়ে কোন খবর পাইয়াছ কি না, তাই বল।"

"মহাশয়, 'সুখময় বাটীতে' যাইবার এক পথ আছে। আমরা যদিও পাপী, তবু সেই পথ দিয়া যাইতে পারি—

সতীশকে গ্রহণ করিলেন। দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে তাহারা এক অতি মধুর স্বর শুনিতে পাইল। তাহাদের কর্ণে এই কথা প্রবিষ্ট হইল, "সাহস কর, তোমার পাপ মার্জ্জনা হইয়াছে।"

সপ্তম অধ্যায়।

মালতীর গোলাপ।

রাত্রি প্রভাত হইল, পূর্ব্ব দিক উজ্জ্বল করিয়া প্রাতঃ রবি উদিত হইল; আমাদের সতীশও নিদ্রা হইতে উঠিল। মেঘমালাশূন্য নীলনভোমণ্ডলের ন্যায় আজি সতীশের হৃদয়াকাশ পরিষ্কার, কারণ গত রাত্রের প্রার্থনা—সেই বালস্বভাবসুলভসরল হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তি,—তাহার মনে ছিল; আর সে প্রভুর কথা বিশ্বাস করিয়াছে; এখন সতীশের এই ধারণা যে, যীশু খ্রীষ্টের রক্তে তাহার সমস্ত পাপ মার্জ্জনা হইয়াছে।

কিন্তু দুর্ভাবনা ও অবিশ্বাসরূপ মেঘে চৈতন দাসের হৃদয়াকাশ পুনরায় আচ্ছন্ন হইল। সে মনশ্চক্ষে অন্তঃকরণ নিরীক্ষণ করিল; সুতরাং বিগত পাপাচরণের কথা সকল পুনরায় স্মৃতিপথে উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, "যদি এখনও আমার অন্তরে পাপ থাকে? যদি এখনও সেই দ্বার রুদ্ধ থাকে, তবে কি হইবে?"

সতীশকে বলিল, "সতীশ, এখনও আমার মনের অবস্থা ভাল নয়।"

"কেন, মহাশয়?"

"সতীশ, আমি অতি মন্দ লোক, আর অসংখ্য পাপ করিয়াছি; তিনি যে এত শীঘ্র ক্ষমা করিবেন, আমার এমন বোধ হয় না।"

"কিন্তু আপনি ত তাঁহাকে আপনার পাপ ধুইয়া ফেলিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন ?"

নিরাশাব্যঞ্জক স্বরে চৈতন বলিল, "হাঁ, তা করিয়াছিলাম, বটে।"

"তবে, তিনি ত বলিয়াছেন যে, নিবেদন করিলেই আপনার পাপ ধুইয়া ফেলিবেন।"

"হাঁ, তিনি তা বলিয়াছেন বটে।"

"তবে তিনি নিশ্চয় আপনার পাপ ধুইয়া ফেলিয়াছেন।"

"আমি তা বলিতে পারি না, সতীশ ; আমার হৃদয়ে যে প্রকার অনুবোধ হইতেছে না। আমার এ বিষয়ে সে প্রকার ভাবা উচিত, আমি যেন সে প্রকার ভাবিতেছি না ?"

কি দুঃখের বিষয় ! সতীশ ও চৈতন এক সঙ্গে যীশুর চরণ ধরিয়াছিল, কিন্তু সতীশ উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে পরিভ্রমন করিতেছে, আর বৃদ্ধ চৈতন অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে। হৃদয়ে কখনও ভরসা ও কখন ভাবনার উদয় হইতেছে ; কিন্তু বিশ্বাসপদার্থ অনেক দূরে।

এই সপ্তাহে সতীশ আর একবার উপনগরের রাস্তা ধরিয়া গেল। সেই বাগান বাড়ীর নিকটে যাইয়া দেখে, মালতী মাতার সঙ্গে বাহিরে যাইতেছে। মালতী সতীশকে দেখিয়াই দৌড়িয়া তাহার নিকটে গেল। এবং মাতাকে একটু দাঁড়াইতে অনুরোধ করিয়া বাজনার বাক্সের চাবি ঘুরাইতে আরম্ভ করিল।

মালতীর মাতা মিষ্ট ভাষে সতীশের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। কি নাম, কোথায় থাক, কেহ আছে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে সতীশ প্রসঙ্গক্রমে মালতীর মাতার কাছে চৈতন দাসের বিষয় বলিল।—তাহার পীড়ার বিষয়, আর সে যে একমাস পরে মরিয়া যাইবে, ইহাও

"চৈতন, তবে কি আমি তোমাকে মিথ্যা কথা কহিতেছি?"

"তা কি হয়, মহাশয়, আপনি কি কখনও মিথ্যা কথা কহিবেন? আপনার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, আপনি মিথ্যা কথা কহেন না। আপনার প্রতি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।"

ইহা শুনিয়া উপদেশক পকেট হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া বলিলেন, "চৈতন, আমি তোমাকে দিব বলিয়া এই টাকাটী আনিয়াছি। এখন ত আর তুমি কাজ করিতে পার না; সুতরাং যে সকল জিনিস পত্রের দরকার, তাহা কিনিতে পার না। অতএব এই টাকাটী লহ। ইহা দিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিও।"

উপদেশকের বদান্যতা দেখিয়া চৈতনের মনে কৃতজ্ঞভাবের উদয় হইল, তাহার গণ্ড বহিয়া বাষ্পবারি পড়িতে লাগিল। বলিল, "মহাশয়, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আমাদের উপর দিয়া আপাতত ভারী দুঃখ যাইতেছে। এ টাকাটীতে আমাদের অনেক উপকার হইবে।"

উপদেশক বলিলেন, "চৈতন, থাম; এ টাকাটী এখনও তোমার হয় নাই, হাত বাড়াইয়া ইহা লহ।"

চৈতন বার্দ্ধক্যজনিত কম্পিত হস্তে টাকাটী লইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিল।

"চৈতন, এখন কি তোমার বোধ হয় না যে, টাকাটী তুমি পাইয়াছ?"

"হাঁ, মহাশয়, পাইয়াছি বৈ কি? এই ত টাকা রহিয়াছে।"

"তুমি কি নিশ্চয় বলিতে পার যে, টাকাটী পাইয়াছ?"

চৈতন তাঁহার কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "হাঁ, মহাশয়; আমি ত জানি, টাকাটী পাইয়াছি; কিন্তু আপনার কথার মানে বুঝিতে পারিতেছি না।"

উপদেশক বলিলেন, "শুন, আমার কথার ভাব বলিতেছি; আমি যেমন এই কুঠরীতে আসিয়াছি, দয়াল প্রভু যীশু তেমনি আসিয়াছেন। আমার ন্যায় তিনিও তোমার জন্য কোন দান আনিয়াছেন। আমার দান অপেক্ষা তাঁহার দান বহুমূল্য। তাঁহাকে উহার জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে হইয়াছিল। তিনি আমার ন্যায় তোমার নিকটে —অতি নিকটে আসিয়া বলিতেছেন,'চৈতন তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর? তোমার কি বোধ হয় যে, আমি মিথ্যা কথা বলিব?'

"অনন্তর আমি যেমন আমার দান তোমার কাছে ধরিয়া দিয়াছিলাম, তিনিও তেমনি তাঁহার দান ধরেন। তিনি বলেন, 'এই নেও। ইহা তোমার জন্যে আনিয়াছি।' তবে, চৈতন, এই দান লইয়া তুমি কি করিবে? আমার দত্ত টাকা দিয়া যাহা করিবে, ইহা দিয়াও তাহাই করিবে। ইহার জন্য তোমাকে পরিশ্রম করিতে হইবে না—প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না। কেবল হাত বাড়াইয়া লইলেই হইল। সেই দান কি, তাহা জান?"

চৈতন কোন উত্তর করিল না। উপদেশক বলিলেন, "পাপের ক্ষমা, বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ, ও সুখময় বাটীতে,—যে বাটীতে যাইবার জন্য তোমার এত আকাঙ্ক্ষা,—সেই সুখময় ধামে যাইবার অধিকার তাঁহার দান। তুমি ত ইহারই জন্য প্রার্থনা করিতেছিলে। চৈতন,এই দান কি গ্রহণ করিবে না?"

বৃদ্ধ বলিল, "গ্রহণ করিতে চাহি, কিন্তু কেমন করিয়া গ্রহণ করিব, তাই ভাবিতেছি।"

উপদেশক কহিলেন, "আমার দান লইবার আগে কি তুমি ভাবিয়াছিলে?"

"না; আপনি দিবামাত্র লইয়াছিলাম।"

"হাঁ, ঠিক বলিযাছ; প্রভুর দানসম্বন্ধেও তোমার তাই

করিতে হইবে, দেওয়ামাত্র লইতে হইবে। দেখ, চৈতন, আমি যখন তোমাকে টাকাটী দিতে যাই, তখন যদি তুমি হাত গুটাইয়া বলিতে,'না, মহাশয়, আমি আপনার দান গ্রহণ করিবার যোগ্যপাত্র নহি। বোধ হয় না যে, আপনি যথার্থই উহা আমাকে দিবেন। না, আমি উহা লইতে পারি না।' তবে কি আমার সন্তোষ জন্মিত? "

চৈতন বলিল, "না, মহাশয়; ওরূপ করিলে আপনি কখনও সন্তুষ্ট হইতেন না।"

"কিন্তু তুমি ত প্রভু যীশুর সহিত ঠিক এই রূপ ব্যবহার করিতেছ! তিনি দান হাতে করিয়া হাত বাড়াইয়া রহিয়াছেন, এবং অবিলম্বে তোমাকে সেই দান গ্রহণ করিতে বলিতেছেন, কিন্তু তুমি হাত গুটাইয়া বলিতেছ, 'আপনার কথায় বিশ্বাস হইতেছে না; বোধ হয় না যে, আপনি আমার জন্যেই এই দান আনিয়াছেন; না, গ্রহণ করিতে পারি না।' চৈতন, আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হইল, আর প্রভু যীশুর কথায় তোমার বিশ্বাস হইতেছে না? এ বড় দুঃখের বিষয়।"

বৃদ্ধের গণ্ড বহিয়া চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। কথা কহিতে পারিল না।

উপদেশক বলিলেন, "আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি এখনই প্রভু যীশুকে বিশ্বাস করিবে কি না?"

চৈতনের চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছিল। সে ভগ্নস্বরে বলিল, "হাঁ, মহাশয়। এখন মনে হইতেছে, যেন তাঁহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না।"

উপদেশক চৈতনের ভাব দেখিয়া বলিলেন, "দেখ, চৈতন, প্রভু যীশু,—তোমার আমার ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু এই জীর্ণ কুঠরীতে, তোমার কাছে, আমার কাছে, তোমার আমার অতীব নিকটে উপস্থিত আছেন। তাঁহার কাছে কোন কথা

বলিলে তিনি শুনিবেন। অনুতাপজনিত—আত্মগ্লানিজনিত দীর্ঘ নিশ্বাস, এবং পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষাজনিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তিনি জ্ঞাত আছেন। কিন্তু তাঁহার কাছে কথা কহিবার আগে, তিনি যাহা বলেন, তাহা শুনা আবশ্যক।"

অনন্তর তিনি পকেট হইতে এক খানি ধর্ম্মপুস্তক বাহির করিয়া বলিলেন, "এই তাঁহার নিজের বাক্য। 'সদাপ্রভু কহিতেছেন, আইস, আমরা উত্তর প্রত্যুত্তর করি, তোমাদের পাপ সকল সিন্দূরবর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইবে, ও লাক্ষারসের ন্যায় রাঙ্গা হইলেও মেষলোমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইবে,' 'কারণ তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত আমাদিগকে যাবতীয় পাপ হইতে শুচি করে।' চৈতন, তুমি কি যীশুতে বিশ্বাস করিবে? তোমার কি মনে হয় যে, তিনি মিথ্যা কথা কহিবেন?"

"না, তাও কি হয়? তিনি কখনও মিথ্যা কহিবেন না।"

উপদেশক বলিলেন, "তবে, আইস, তাঁহাকে তাহা বলি।"

অনন্তর উপদেশক জানু অবনত করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, সতীশও জানু অবনত করিয়া প্রার্থনায় যোগ দিল। প্রার্থনা শেষ হইলে বৃদ্ধ চৈতন করপুটে ব্যগ্রতা-সহকারে বলিতে লাগিল, "হে প্রভো যীশু, আমি তোমাতে বিশ্বাস করিয়া, এই আমি তোমার দান গ্রহণ করিলাম, তোমার কথায় প্রত্যয় করিলাম।"

অনন্তর উপদেশক উঠিয়া বলিলেন, "চৈতন, আমার দান গ্রহণ করিবার পর তুমি কি করিয়াছিলে?"

"কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিলাম।"

"তবে যীশু যে দয়া করিয়া তোমাকে পাপক্ষমা দান করিলেন, তজ্জন্য কি তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাঁহার ধন্যবাদ করিবে না?"

চৈতনের চক্ষু হইতে অবিরত অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল, সে বলিল, "তাহা কি আবার বলিতে হইবে ?"

অতএব উপদেশক আবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, চৈতন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে করযোড়ে প্রার্থনায় যোগ দিল। যীশু যে দয়া করিয়া চৈতনের পাপ ক্ষমা করিয়াছেন, তজ্জন্য উপদেশক তাঁহার ধন্যবাদ করিলেন।

উপদেশকের প্রার্থনা শেষ হইলে চৈতন তেমনি করযোড়ে বলিল, "প্রভো, আপনি আমাকে যে পাপক্ষমা দান করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনার ধন্যবাদ করি ; ইহা সাধন করিবার জন্য আপনাকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। হে যীশু, আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আপনার ধন্যবাদ করি।"

এবারে উপদেশক প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়া চৈতনকে বলিলেন, "যদি কালি শয়তান আসিয়া তোমাকে বলে, 'চৈতন, তোমার কি বোধ হয় যে, পাপের ক্ষমা লাভ হইয়াছে ? হয় ত এ কেবল মনের ভ্রান্তিমাত্র।' তখন তুমি তাহাকে কি বলিবে ?"

" আমি তাহার কাছে ধর্ম্ম শাস্ত্রের সেই বচন, অর্থাৎ 'তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত আমাদিগকে যাবতীয় পাপ হইতে শুচি করে,' আবৃত্তি করিব।"

তাহাই করিও। এ কথার উত্তর দিবার তাহার ক্ষমতা নাই। আর দেখ, তুমি যে পাপক্ষমা পাইয়াছ, ইহা তোমাকে জানিতে হইবে, কেবল বোধ করিলে চলিবে না। কারণ জানা আর বোধ করা, এ দুইয়ের মধ্যে বিস্তর অন্তর। তুমি জানিতে যে, আমার দান গ্রহণ করিয়াছিলে, কিন্তু আমি যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমার কি বোধ হয় যে, আমি তোমাকে উহা দান করিয়াছি ? তখন তুমি আমার কথার ভাব বুঝিতে পার নাই। প্রভুর দানসম্বন্ধেও ইহাই বুঝিতে হইবে। তাহা পাইয়াছ বলিয়া বোধ হইলে পরিত্রাণ লাভ

হইবে না; কিন্তু বিশ্বাসপূর্ব্বক প্রভুর বাক্যে নির্ভর করিতে হইবে। তুমি কি প্রভুর কথায় বিশ্বাস করিয়াছ? তুমি তাঁহাকে প্রত্যয় করিয়াছ?"

"হাঁ, মহাশয়, বিশ্বাস করিয়াছি।"

"তবে জানিতে পারিয়াছ যে, তোমার পরিত্রাণ লাভ হইয়াছে?"

চৈতন প্রফুল্ল বদনে বলিল, "হাঁ, মহাশয়, আমি এখন তাঁহাকে প্রত্যয় করি।"

অনন্তর সতীশ গোলাপ ফুলের তোড়া নিয়া চৈতনের হাতে দিল, বলিল, "মালতী নামে একটী বালিকা আমাকে এই ফুল দিয়াছে। সে আরও বলিয়াছে যে, এই ফুল দেখিলেই প্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করিবে, 'প্রভো, আমাকে প্রক্ষালন কর, তাহাতে আমি তুষার অপেক্ষাও শুভ্রবর্ণ হইব।'"

উপদেশক বলিলেন, "'তুষার অপেক্ষাও শুভ্রবর্ণ!' এ অতি মধুর কথা। কেমন চৈতন?"

চৈতন সেই ফুলগুলির দিকে দৃষ্টি করিতে২ বলিল, "হাঁ, যীশুর রক্তে ধৌত হইলে তুষার অপেক্ষাও শুভ্রবর্ণ হয়।"

অনন্তর উপদেশক মহাশয় বিদায় লইলেন। প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া যাইতে২ দেখিলেন, সতীশ দৌড়িয়া আসিতেছে। তাহার হাতে কয়েকটী গোলাপ ও মেন্দির পাতা। আসিয়া বলিল, "এই গুলি লইতে আজ্ঞা হউক।"

উপদেশক সন্তুষ্টচিত্তে ফুলগুলি লইয়া গৃহে গেলেন। এই ফুল গুলি তাহাদের বিশ্বাসের এক প্রকার নিদর্শনস্বরূপ। তিনি দেখিলেন, ঈশ্বরের বাক্যরূপ যে বীজ বপন করিয়াছেন, তাহা বিফল হয় নাই। দুইটী পাপকলঙ্কিত আত্মা যীশুশোণিতের প্রস্রবণসমীপে আনীত হইয়া তুষার অপেক্ষাও ধবলীকৃত হইয়াছে, ফলতঃ এই প্রাচীন ও বালক, উভয়ে প্রভুর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করিয়াছে, এবং উজ্জ্বল পুরীতে—

সেই "সুখময় বাটীতে" প্রবিষ্ট হইবার একমাত্র পথ জ্ঞাত হইয়াছে। ঈশ্বর দয়া করিয়া তাঁহাকে স্বীয় পরিশ্রমের ফল জ্ঞাত করাতে তিনি উৎসাহিত হইলেন। ভবিষ্যতে তাঁহার পরিশ্রমের ফল যে আরো অধিক হইবে, এরূপ আশা তাঁহার মনে জন্মিল।

অষ্টম অধ্যায়।

বাড়ী যাইবার যোগ্য।

চৈতন দাসেরও হৃদয় হইতে সমস্ত ভয় ও ভাবনা বিদূরীত হইল—চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত পদার্থ যেন এখন তাহার চক্ষে ভিন্ন প্রকার বোধ হইতে লাগিল। সেই সামান্য, পুরাতন ও জীর্ণ কুঠরীও যেন উজ্জ্বল বোধ হইল। আর চৈতনের হৃদয়—যে হৃদয়ে নিরাশাজনিত অন্ধকার বিরাজ করিত—সেই হৃদয়? এখন সেই হৃদয় উজ্জ্বলতাময়। তাহার পাপ ক্ষমা হইয়াছে, হৃদয়ের ভার বিদূরীত হইয়াছে। চৈতনও ইহা নিজে জানিতে পারিয়াছে। এখন সে ক্ষমা প্রাপ্ত পুত্রের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে পিতার মুখপ্রতি দৃষ্টি করিতে সক্ষম।

সতীশের হৃদয় হইতেও এক অতি গুরুতর ভার অপসৃত হইল। সতীশ চৈতনের মুখশ্রীতে আন্তরিক সুখ, শান্তি ও সন্তোষের লক্ষণ দেখিতে লাগিল। সতীশের আসিতে বিলম্ব হইলে চৈতন আর পূর্ব্বের ন্যায় অধৈর্য্য হয় না—আপনাদের ভরণ পোষণ সম্বন্ধে আর পূর্ব্বের ন্যায় উদ্বিগ্ন নহে। যীশুর উপরে বৃদ্ধ আপনার পাপ ভার—পাপ ভারের সঙ্গেং চিন্তার ভার অর্পণ করিয়াছে। আর প্রভু,—আমাদের দয়াল প্রভু—যখন গুরুতর পাপভার স্কন্ধে লইয়াছেন, তখন কি আর এই সামান্য ভার লইবেন না? চৈতন আপনার মনের বিশ্বাস মুখের কথায় প্রকাশ করিতে পারিত না বটে, কিন্তু তাহার

কার্য্যই তাহার বিশ্বাসের পরিচায়ক। এখন সে খিট মিট করে না, ও ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবে না। সন্ধ্যার সময়ে সতীশ ক্লান্ত হইয়া গৃহে আইলে হাস্যমুখে তাহার সঙ্গে মিষ্ট কথা কহে। সতীশ বাহিরে গেলে চৈতন নীরবে, শান্তভাবে শুইয়া থাকে, বা আপনা আপনি ধীরে২ কথা কহে, অথবা ঈশ্বরের মহাদয়া স্বীকার ও তাঁহার ধন্যবাদ করে।

বৃদ্ধ চৈতন প্রভুকে বিশ্বাস করিয়া নিরাশ হয় নাই, "সদাপ্রভুর শরণাগত সকলে দোষীকৃত হইবে না।" (গীত ৩৪ ; ২২।)

চৈতন দাস কেমন আছে, দেখিবার জন্য সতীশ এক দিন মধ্যাহ্ন কালে বাড়ী আসিল। খানিকক্ষণ পরে আবার বাজনার বাক্স লইয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে, সিঁড়িতে রেশমি কাপড়ের খস্২ শব্দ শুনিতে পাইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে কেহ দ্বারে আঘাত করিল। সতীশ ধীরে২ দ্বার খুলিয়া, দেখে, মালতী ও মালতীর মাতা আসিয়াছেন। মালতীর হাত ধরিয়া তাহার মাতা চৈতনের কুঠরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি চৈতনের জন্য নানা দ্রব্য আনিয়াছিলেন। মালতী আপনার হাতে সে সকল একটী একটী করিয়া বাহির করিতে লাগিল। চৈতন ও সতীশ অনপেক্ষিত দান পাইয়া বড় সন্তুষ্ট হইল। মালতী ও তাহার মাতার হাস্য বদন দেখিয়া, সহানুভূতিব্যঞ্জক কথা শুনিয়া চৈতনের হৃদয় প্রফুল্ল হইল।

মালতীর মাতা চৈতনের কাছে বসিয়া যীশুর বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। চৈতন এখন যীশুকে ভাল বাসে, তাঁহার সম্বন্ধে আলাপ করিতেও ভাল বাসে; এখন সে মুক্ত কণ্ঠে বলিয়া থাকে, "যীশু আমাকে ভাল বাসেন, ও আমার জন্য প্রাণ দিয়াছেন।"

মালতীর মাতার সঙ্গে নীল রঙ্গের মলাট দেওয়া এক-

গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। সতীশ ও চৈতন দাসের এ সপ্তাহ সুখে যাপিত হইল।

আবার রবিবার উপস্থিত—আজি প্রচারালয়ে প্রার্থনা, ও উপদেশ দান হইবে। সতীশ যথাসময়ে প্রচারগৃহে পঁহুছিল। উপদেশক মহাশয় তাহাকে গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, তাহার মুখপ্রতি দৃষ্টি করিয়া, মৃদু হাসি হাসিলেন।

সমাগত লোকেরা প্রথমে সেই গীতের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত গাহিল। আজি গীতের তৃতীয় পদ সম্বন্ধে উপদেশ দত্ত হইবে বলিয়া, গীতের উক্ত পদ পুনরায় গীত হইল।

"এই বর, প্রভো, মোরে দেহ আজি হৈতে,
পারি যেন তব বাধ্য সন্তান হইতে।
যাহা হৈতে তব মনে হয় ক্লেশোদয়,
নিজ বলে তাহা হইতে, রক্ষ, দয়াময়॥"

উপদেশক কলসীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বাদশ পদ মূল বচন রূপে গ্রহণ করিলেন, যথা, "অধিকারের অংশী হইবার যোগ্য করিয়াছেন।"

উপদেশক অতি স্পষ্ট স্বরে ও ধীরে২ মূল বচন পাঠ করিলেন। সতীশ উহা মনে২ বার বার আবৃত্তি করিল; ইচ্ছা, যেন ঘরে গিয়া চৈতন দাসকে শিখাইতে পারে।

উপদেশক মহাশয় পুনরায় উক্ত মূল বচন পাঠ করিয়া বলিলেন, "তিনি আমাদিগকে অধিকারের অংশী হইবার যোগ্য করিয়াছেন।" তবে সে অধিকারটী কি? সেই উজ্জ্বলপুরী, সেই পবিত্র নগরী—আমরা যাহার বিষয় এত আলোচনা করিয়াছি,—সেই উজ্জ্বল নগরী—সেই 'সুখময় বাটী,'—আমাদের পিতার বাটী—আমাদের অধিকার। আমরা এখনও তথায় যাই নাই—কিন্তু যাহারা যীশুশোণিতে ধৌত, পরিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের জন্য ঊর্দ্ধলোকে উজ্জ্বল বাটী—

মনোহর পুরী আছে। যীশু আমাদের জন্য তাহা প্রস্তুত করিতেছেন, আমরা সেই অধিকারের অংশী হইবার যোগ্য হইয়াছি। এই গৃহস্থ কত জন সেই পুরীর অধিকারের অংশী হইবার যোগ্য হইয়াছেন? তোমাদের কাহার২ পার্থিব বাটী হয় ত নিতান্ত জঘন্য ও অসুখজনক; কিন্তু তাহাই কি তোমাদের একমাত্র বাটী? উজ্জ্বল নগরীতে কি তোমাদের বাড়ী নাই?—স্বর্গ কি তোমাদের পিত্রালয় নয়?

"তোমাদের সকলের জন্যই সেখানে বাড়ী আছে; কিন্তু সেই স্বর্গস্থ বাটীর অধিকারের অংশী হইবার যদি আকাংক্ষা থাকে, তবে যীশুশোণিতের প্রস্রবণ সমীপে গমন কর, এবং সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত বল, "প্রভো, আমাকে প্রক্ষালন কর, তাহাতে আমি তুষার অপেক্ষা শুক্লবর্ণ হইব।"

সতীশ সতত যে ক্ষুদ্র প্রার্থনা করে, উপদেশকের মুখে সেই প্রার্থনা শুনিয়া তাহার মন বড় প্রফুল্ল হইল।

উপদেশক বলিলেন, যাহারা আপন২ পাপভার লইয়া যীশুর নিকট গিয়া তাঁহার রক্তে ধৌত হইয়াছে, এখন তাঁহাদের বিষয়ে কিছু বলিতে চাহি।"

ইহা শুনিয়া সতীশ মনে২ বলিল, "আমি ও চৈতন ধৌত হইয়াছি, তবে ত ইনি আমাদের বিষয়েই কথা কহিবেন।"

"হে বন্ধুগণ, তোমাদের সকলের নিমিত্তেই এক অধিকার আছে; তোমরা এক রাজার পুত্রকন্যা; তাঁহার রাজ্যে তোমাদের নিমিত্ত স্থান আছে। যীশু তোমাদের জন্য সেই স্থান প্রস্তুত করিতেছেন। সেই অধিকারের অংশী হইবার জন্য যে তোমাদের যোগ্য, উপযুক্ত এবং প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক, এখন তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। ইংলণ্ডের যুবরাজ (ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন) ভারতবর্ষের ভাবি সম্রাট্; ইহা তাঁহারই অধিকার, ভূমিষ্ঠ হওনাবধি এই অধিকার

তাঁহাতে বর্ত্তিয়াছে। তাঁহাকে বহু যত্নে সুশিক্ষা দান করা হইয়াছে, তাঁহাকে বহু যত্নে সুশিক্ষিত করা হইয়াছে; কেন? না তিনি যেন এই অধিকার গ্রহণের যোগ্যপাত্র হইতে পারেন, তিনি যেন এই অধিকার ভোগ করিবার উপযুক্ততা লাভ করিতে পারেন, এবং এই অধিকার সম্বন্ধে বিবেচনাসিদ্ধ ব্যবহার করিতে পারেন। যদি তাঁহার কোন প্রকার সুশিক্ষা লাভ না হইত, যদি তিনি নিতান্ত দরিদ্র বালকের ন্যায় প্রতিপালিত হইতেন, তাহা হইলে রাজা হইবার সম্পূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকিলেও তিনি রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতে সমর্থ হইতেন না, এবং রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া নিতান্ত অসচ্ছন্দতা ও অসুখ অনুভব করিতেন।

"আমাদের অধিকারও তদ্রূপ। পুনর্জ্জাত হইয়াই আমরা উক্ত রাজ্যের উত্তরাধিকারী এবং রাজাধিরাজের পুত্র কন্যা হই। কিন্তু সেই উত্তরাধিকারের জন্য আমাদিগকে যোগ্যতা লাভ করিতে ও প্রস্তুত হইতে হইবে। আমাদের আন্তরিক পবিত্রতাসিদ্ধি আবশ্যক; পাপ ঘৃণা করিতে, ও পবিত্রতা এবং বিশুদ্ধতা ভাল বাসিতে শিখিতে হইবে। পবিত্র আত্মাদ্বারাই এ সকলের সাধন হইয়া থাকে।

"আত্মা ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা অন্তঃকরণ সুতনীকৃত হয় না; অতএব ঈশ্বরের নিকট পবিত্র আত্মা ভিক্ষা কর। এক দিনেই অন্তঃকরণের শুদ্ধীকরণ সম্ভবে না। তোমরা পাপ হইতে পরিষ্কৃত হইবার জন্য যীশুশোণিতসমীপে গেলে, আর যীশু দয়া করিয়া তৎক্ষণাৎ তোমাদের পাপরাশি ধৌত করিলেন, এবং তোমাদিগকে স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী করিলেন। কিন্তু একবারে পবিত্র হইতে পার না। পবিত্র আত্মা তোমাদিগকে ক্রমে ক্রমে উক্ত উত্তরাধিকারের জন্য প্রস্তুত করিবেন। তোমরা ক্রমে ক্রমে যীশুর মতন হইয়া উঠিবে। ক্রমে পাপের প্রতি অধিকতর

ঘৃণা, ও যীশুর প্রতি অধিকতর প্রেম জন্মিবে। ক্রমে তোমরা পবিত্রতর হইবে। কিন্তু তোমাদের কেহ যেন মনে করে না যে, ভাল মানুষ হইলেই সেই উত্তরাধিকারের স্বত্ববান হইতে পারা যায়। আমি যদি উত্তম রূপে বিদ্যাভ্যাস করিতাম, যদি যুবরাজ অপেক্ষা শতগুণে উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতাম, তথাপি ইংলণ্ডের রাজা হইবার আমার কোন অধিকার থাকিত না। বন্ধুগণ, কেবল যীশুই সেই 'সুখময় বাটীতে' যাইবার অনন্য পথ, এবং কেবল যীশুশোণিতের নিকট গেলেই সেই অধিকারের অংশী হওয়া যাইতে পারে।

প্রভু আমাদিগকে অধিকারের অংশী করিয়া, পরে তজ্জন্য প্রস্তুত করেন। যাহার পাপ মার্জ্জনা হইয়াছে, সে সর্ব্বদা পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিবে; যাহার আত্মা যীশুর শোণিতে ধৌত হইয়াছে, সে সর্ব্বদা পাপ হইতে দূরে অবস্থিতি করিতে চেষ্টা করিবে। তোমাদের কি বোধ হয়? যীশু তোমাদের নিমিত্ত কি করিয়াছেন, তাহা এক বার ভাবিয়া দেখ। তিনি নিজ রক্তে তোমাদের আত্মা প্রক্ষালন করিয়াছেন; তোমাদের মুক্তির জন্য তাঁহাকে আপনার প্রাণ দিতে হইয়াছিল। অতএব জিজ্ঞাসা করি, যাহা করিলে তিনি নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হয়েন, তোমরা কি তাহাই করিবে? তোমরা কি এমন অকৃতজ্ঞ?

"না, তাহা হইতে পারে না; গীতের তৃতীয় অন্তরা আবৃত্তি করিও;—

" 'এই বর, প্রভো, মোরে দেহ আজি হৈতে,
পারি যেন তব বাধ্য সন্তান হইতে,
যাহা হৈতে তব মনে হয় ক্লেশোদয়,
নিজ বলে তাহা হইতে, রক্ষ, দয়াময়।'

" অতএব একান্ত মনে পবিত্র আত্মা প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা কর; পবিত্র আত্মা ব্যতীত আর কেহ তোমাদের

অন্তঃকরণ পবিত্র করিতে পারে না। পরিত্র আত্মার কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইলে, সেই অধিকারের অংশী হইবার যোগ্য ও উপযুক্ত হইলে, প্রভু তোমাদিগকে আপনার নিকটে লইয়া যাইবেন। তিনি তোমাদিগকে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে দিবেন না; তবে কাহাকে২ শীঘ্রই প্রস্তুত করিয়া তুলেন, আবার কাহাকে বা বহুকাল ধরিয়া শিক্ষা লাভ করিতে হয়। কিন্তু রাজার সন্তানেরা সকলেই অবশেষে প্রস্তুত হইয়া বাড়ীতে নীত হইবে—এবং উত্তরাধিকারের অংশী হইবে।"

উপদেশক মহাশয় উপদেশ শেষ করিলেন। সমাগত লোকেরা তাই ভাবিতে২ স্ব২ গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

সতীশ উপদেশকের অপেক্ষায় দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি আসিয়া চৈতন দাসের বিষয় ও উপদেশ কেমন লাগিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার উপদেশ হয় ত সতীশ বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু এখন দেখিলেন, সতীশ উপদেশের সার কথা গুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে,—সে সকল তাহার হৃদয়ে এমন বদ্ধমূল হইয়াছে যে, বৃদ্ধ চৈতনের নিকট গিয়া বলিতে পারিবে। সতীশ ঈশ্বর হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিল—আর যে হৃদয়রূপ ক্ষেত্র পবিত্র আত্মাদ্বারা প্রস্তুত, তাহাতে যে বাক্যরূপ বীজ অঙ্কুরিত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ঈশ্বর মনুষ্য-অন্তঃকরণের নিমিত্ত বাক্য ও বাক্যের নিমিত্ত মনুষ্য-অন্তঃকরণ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। বীজবাপক যদি পাত্র হইতে বীজ লইয়া, প্রার্থনাপূর্ব্বক উক্ত প্রস্তুতীকৃত ক্ষেত্রে বপন করে, তাহা হইলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া শতগুণ ফল ধারণ করে। উপদেশক মহাশয় গৃহে যাইতে২ এ বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং ইহা যে নিতান্ত সত্য, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তখন তাঁহার মনে হইল, "হৃদয়ের সংকল্প মনুষ্যের কার্য্য, কিন্তু জিহ্বার উত্তর সদাপ্রভু হইতে হয়।"

শ্রোতা ও বক্তা, উভয়ের এ কথা মনে রাখা উচিত। তিনি বলিলেন, "প্রভো, আমার প্রচার করিবার অগ্রে তুমি শ্রোতাদের অন্তঃকরণ প্রস্তুত করিও।"

নবম অধ্যায়।

চৈতন দাসের উজ্জ্বল নগরে প্রবেশ।

সেই রাত্রে গৃহে আসিয়া, সতীশ গীতের তৃতীয় পদ চৈতনের কাছে আবৃত্তি করিল, ও উপদেশের সার কথা যত তাহার মনে ছিল, সকলই বলিল। শেষে চৈতন বলিল, "সতীশ, দেখিতেছি, প্রভু আমাকে অবিলম্বে প্রস্তুত করিবেন।"

সতীশ বলিল, "না, আপনি যত শীঘ্র মনে করিতেছেন, হয় ত প্রভু তত শীঘ্র আপনাকে লইবেন না।"

চৈতন বলিল, "সতীশ, মাস ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর বোধ হইতেছে, আমি সেই উজ্জ্বল নগরের নিকটবর্ত্তী—সেই 'সুখময় বাটীর' সমীপবর্ত্তী হইয়াছি। কখন২ দ্বারের উপরকার স্বর্ণাক্ষর যেন আমার নয়নগোচর হয়।

সতীশ কোন উত্তর করিতে পারিল না—দুই হস্ত দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া অধোবদনে ক্রন্দন নিবারণ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পারিল না; অবশেষে ফোঁপাইতে লাগিল। চৈতন সতীশের মস্তকে হস্ত রাখিয়া নীরবে রহিল।

বন্ধুর অন্তঃকরণে যদি অকস্মাৎ শোকাবেগ উপস্থিত হয়, তবে তুমি কিয়ৎকাল নীরব থাকিও; তোমার হৃদয়ে যে স্নেহ মমতা আছে, যদি তৎ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া নীরব থাক, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তোমার বন্ধুর যত সান্ত্বনা জন্মিবে, মুখের কথায় তত জন্মিবে না। চৈতন সতীশকে অপত্যবৎ স্নেহ করিত।

করিয়া যাই? কিন্তু হাতে পয়সা কড়ি নাই—বৃদ্ধের ইচ্ছা, সতীশ বাজনার বাক্স লইয়া বাহিরে যায়। নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্তেও সতীশ বাজনার বাক্স লইয়া বাহির হইল। সে মনেং স্থির করিল, উপনগরের রাস্তা ধরিয়া সেই বাগান বাড়ীতে গিয়া, মালতী ও তাহার মাতাকে বৃদ্ধের এখনকার অবস্থা জানাইব। যে জন মন দিয়া শুনে, শুনিয়া সমবেদনা দেখায়, তাহার কাছে প্রাণ খুলিয়া দুঃখের কথা বলিলে মনে সান্ত্বনা লাভ হয়।

যাইতেং সতীশ সেই বাগান বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তৎকালে বাগানে গোলাপ ছিল না—কিন্তু আর আর নানা জাতীয় পুষ্প ছিল। আজি সতীশের মন দুঃখভারাক্রান্ত, বাগানের শোভা দেখিবার ইচ্ছা হইল না, দোতালার জানালার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল—ইচ্ছা, মালতীর সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু তাহাকে দেখিতে না পাওয়াতে বাজনার বাক্সে চাবি দিল। "সুখময় বাটীর" সুর বাজিতে লাগিল। মালতী এই সুর বড় ভাল বাসিত। বাদ্য শুনিয়াই দৌড়িয়া সতীশের কাছে গেল। অন্য দিন যেমন সতীশকে দেখিয়া হাসিত, আজি মালতী তেমন হাস্যবদনে আইল না। সতীশ ভাবিল, মালতী বুঝি কাঁদিতেছিল, তাই মুখ খানি একটু ভারী।

মালতী আসিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "বাজনাওয়ালার ছেলে, আজি বাজাইও না—মায়ের অসুখ হইয়াছে—বাজনা শুনিলে তাঁহার মাথা ধরে।"

এই কথা শুনিবামাত্র সতীশ বাজনা বন্ধ করিল। সে কেবল "সুখময় বাটীর" সুর ধরিয়াছিল, এমন সময়ে হঠাৎ বন্ধ করাতে, বাজনার বাক্সে এক অতি শোচনীয় শব্দ হইল। মালতী বলিল, "তাঁহার অসুখ করিয়াছে।"

মালতী মুহূর্ত্ত কাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার

বিষণ্ণ বদন দেখিয়া সতীশের মনে দয়ার সঞ্চার হইল। সে করুণভাবে জিজ্ঞাসিল, "তাঁহার কি ভারী ব্যামোহ হইয়াছে?"

মালতী বলিল, "বোধ হয়, মায়ের পীড়া বড় কঠিন; বাবা ভারী দুঃখিত, ঝি আমাদিগকে দৌড়াদৌড়ি করিতে নিষেধ করিয়াছে; আর ঝি রান্ধুনীকে বলিতেছিল যে, মা আর কখনও ভাল হইবেন না।"

কথা বলিতে২ মালতী কাঁদিয়া ফেলিল। সতীশ অতিশয় দুঃখিত বদনে বলিল, "মালতি, অমন করিয়া কাঁদিও না।" এই কথা বলিতে২ সতীশও কাঁদিয়া ফেলিল। মালতী অতি নিকটে ছিল, তাহার চক্ষের এক ফোঁটা জল মালতীর হাতের উপর পড়িল। তখন মালতী অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, "সতীশ, বোধ হয়, মা 'সুখময় বাটীতে' যাইবেন; আমারও সেই খানে যাইবার নিতান্ত ইচ্ছা।"

সতীশ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমারও সেখানে যাইবার নিতান্ত বাসনা। কিন্তু আমি ত এত শীঘ্র তথাকার দ্বার খোলা পাইব না।"

এমন সময়ে ঝি আসিয়া মালতীকে ডাকিয়া লইয়া গেল, সুতরাং সতীশকে বিষণ্ণ মনে, বিষণ্ণ বদনে চলিয়া যাইতে হইল। এ সংসার যেন সতীশের পক্ষে নিতান্তই কষ্টপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল। আজি আকাশমণ্ডল মেঘাবৃত, অকালে উত্তরীয় বাতাস বহিতে, বাসন্তকুসুম বিনষ্ট প্রায়, প্রবল বাতাসে বৃক্ষগণ অত্যন্ত আন্দোলিত হইতে, সতীশের দুঃখে আজি যেন সমস্ত প্রকৃতি বিষণ্ণবদন। আজি সতীশের মন নিতান্তই দুঃখভারাক্রান্ত—হৃদয় অস্থির। সে দেখিল, এ পৃথিবী যেন শূন্য, এ পৃথিবীর দুঃখের যেন অন্ত নাই। তাহার একমাত্র আত্মীয় চৈতন দাসের আসন্নকাল উপস্থিত; মালতী তাহাকে দয়া করিত, তাহারও ভারী বিপদ; সতীশ যে দিকে দৃষ্টি করে, সেই দিকই যেন অন্ধকার, চারি দিকে বিপদ।

যেন তাহাকে বলিতেছে, "তোমাদের অন্তঃকরণ উদ্বিগ্ন না হউক।" সতীশ উচ্চৈঃস্বরে উত্তর করিল, "প্রভো, হে প্রিয় প্রভো, আমাকে সাহায্য করুন।"

সতীশ জানালার নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া শুনিল, "সতীশ, বাজাও, বাবা, বাজাও।" চৈতনের এই কথা শুনিয়া সতীশ বিলম্ব না করিয়া বাজনার বাক্সের চাবি ধীরে ২ ঘুরাইয়া "সুখময় বাটীর" সুর বাজাইতে লাগিল। বাদ্য শুনিয়া চৈতন চক্ষু মেলিল, ও গৎ শেষ হইলে সতীশকে আপনার কাছে গিয়া বসিতে অনুরোধ করিল। কাছে বসিলে সতীশকে আরো কাছে টানিয়া লইয়া ধীর স্বরে বলিল, "সতীশ, স্বর্গের দ্বার মুক্ত হইতেছে; আমি প্রবেশ করিব। তুমি বাজাও, 'সুখময় বাটীর' সুর বাজাও।"

তিনটী অপর সুর না বাজাইলে "সুখময় বাটীর" সুর বাজান যায় না; চৈতনের এ আসন্ন কালে সে সকল বাজান উপযুক্ত নহে; এই জন্য তাহা বাজাইতে সতীশের যেন কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু বৃদ্ধ সে সুরে কান দেয় নাই। সে অনুচ্চ স্বরে প্রার্থনা করিতেছিল, "আমাকে প্রক্ষালন কর, তাহাতে আমি তুষার অপেক্ষাও শুক্লবর্ণ হইব।"

সতীশ যখন "সুখময় বাটীর" সুর দ্বিতীয় বার বাজাইতে আরম্ভ করিল, তখন শ্রান্ত ক্লান্ত চৈতন দাস সুবর্ণ তোরণ দিয়া "সুখময় বাটীতে" প্রবিষ্ট হইল। চৈতনের সকল দুঃখ, সকল কষ্ট, সকল ভাবনা দূর হইল।

নিরুপায় সতীশ একাকী দ্বারের বাহিরে রহিল।

দশম অধ্যায়।

বাড়ীর মতন কি স্থান আছে?

নীচের দালানে যে সকল লোক থাকিত, তাহারা রাত্রি কালে ঘুমের ঘোরে বাদ্যের শব্দ শুনিয়াছিল। প্রাতঃকালে কেহ কেহ বলিল, "ফোঁকর দিয়া বাতাস প্রবেশ করাতে শব্দ হইয়াছিল।" আবার কেহ কেহ বলিল, "তা নয়, বাজনার শব্দ স্পষ্ট শুনিয়াছি। চৈতন বুড়া, বোধ হয়, মধ্যরাত্রে উঠিয়া বাজনার বাক্স বাজাইয়া আমোদ করিতেছিল।"

বাড়ীওয়ালী বলিলেন, "না, চৈতন নহে; তাহাকে আর বাজনার বাক্স বাজাইতে হয় না। ডাক্তার বলিয়াছেন, তাহার মৃত্যু নিকট।"

আর এক জন লোক বলিল, "আচ্ছা, তুমি গিয়া চৈতনকে জিজ্ঞাসা কর। সে যদি বলে যে, 'আমি দুই প্রহর রাত্রে বাজনার বাক্স বাজাই নাই,' তাহা হইলে আমি আট আনা হারিব।"

বাড়ীওয়ালী উক্ত ব্যক্তির কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার জন্য উপর তালায় গমন করিলেন; দরজা নাড়িলেন, কিন্তু কেহ উত্তর করিল না, বা দ্বার খুলিয়া দিল না। অনন্তর তিনি আপনি দ্বার খুলিয়া ভিতরে গেলেন, দেখিলেন, চৈতনের মৃত দেহ শয্যায় পড়িয়া আছে, তাহার পার্শ্বে সতীশ শুইয়া আছে, সতীশের গণ্ড বহিয়া যে চক্ষুর জল পড়িয়াছিল, তাহা শুকাইয়া গিয়াছে; সে বৃদ্ধের এক হাতের উপরে মাথা রাখিয়া পড়িয়া আছে। বাড়ীওয়ালীর মুখ শুকাইয়া গেল, গৃহমধ্যে মৃত্যু বিরাজমান দেখিয়া তিনি কাঁপিতে লাগিলেন।

সতীশ চমকিয়া উঠিল, এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাড়ীওয়ালীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। কি ঘটিয়াছে, প্রথমে স্মরণ হইল না, কিন্তু পরক্ষণেই সকল কথা তাহার স্মৃতিপথে

উপস্থিত হইল। সে বিষম রোদন করিতে লাগিল। বাড়ী ওয়ালীর অন্তঃকরণ কিছু কঠিন, তিনি পরের দুঃখে দুঃখী হইতে জানিতেন না। তথাপি সতীশের ক্রন্দন দেখিয়া তাঁহার মনে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি নীচের তালায় গেলেন। তাঁহার যাওয়াতে সতীশের মনে দুঃখ হইল না।

বাড়ীর লোকেরা আপনং কর্ম্মে চলিয়া গেলে পর সতীশ এক জন পরিচিত লোককে বৃদ্ধের দেহের কাছে রাখিয়া উপদেশক মহাশয়কে সংবাদ দিতে গেল।

তিনি সতীশের মুখে বৃদ্ধের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলেন। বিশেষ নিরাশ্রয় সতীশের বর্ত্তমান দুঃখ ভাবিয়া তাঁহার মনে দয়ার সঞ্চার হইল। যে প্রেমময় পিতা, যে পরম বন্ধু কখনও পরিত্যাগ করিয়া যান না, পুনর্ব্বার তিনি তাহাকে তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিলেন। সতীশ চলিয়া গেলে পর, তিনি আবার জানু অবনত করিয়া প্রার্থনা করিলেন। "প্রভো, আপনি যে চৈতন দাসের আত্মাকে আপনার নিকট আনিতে আমাকে শক্তি দান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আপনকার ধন্যবাদ করি।" তিনি ভাবিলেন,"সুখময় বাটীর" সুবর্ণ দ্বারদেশে চৈতন দাঁড়াইয়া আমার পিতৃভবনে প্রত্যাগমন লক্ষ্য করিবে—চৈতন সেখানে আমার প্রতীক্ষা করিবে। ঈশ্বরের কি দয়া!" অনন্তর উপদেশক কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বসিয়া গীতের শেষ পদ সম্বন্ধে আগামী রবিবারের জন্য উপদেশ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। যে উজ্জ্বল নগরীর বিষয়ে প্রচার করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, চৈতনের বৃত্তান্ত শুনিয়া তথাকার সুখ তিনি অনেক পরিমাণে অনুভব করিতে সক্ষম হইলেন।

পর রবিবারে ভজনালয়ে অনেক লোক উপস্থিত হইল। উপদেশক মহাশয় বেদিতে উঠিয়া চারি দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, সতীশ আসিয়াছে কি না। দেখিলেন, সতীশ

সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়া আছে। তাহার মুখ মলীন, বিষণ্ণ। গানের সময়ে উপদেশক মহাশয় দেখিলেন, সতীশের গণ্ড বহিয়া চক্ষের জল পড়িতেছে, আর সে যতই তাহা মুছিয়া ফেলিতেছে, ততই প্রবল বেগে জল ধারা বহিতেছে। উপদেশক মূল বচন পাঠ করিলেন, তাহা শুনিয়া সতীশের মুখ প্রফুল্ল হইল। সে মূল বচন এই, "ইহারা সেই মহা ক্লেশ হইতে আগমনকারী লোক, অথচ মেষশাবকের রক্তে আপন আপন পরিচ্ছদ ধৌত করিয়া শুক্ল বর্ণ হইয়াছে। এই জন্য ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে থাকিয়া দিবারাত্র তাঁহার প্রাসাদে তাঁহার আরাধনা করে। এবং সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তি ইহাদের উপর আপন তাম্বু বিস্তার করিলেন।" (প্রকা ৭ ; ১৪, ১৫।)

উপদেশক কহিলেন, "এক্ষণে আমি তোমাদিগকে 'সুখময় বাটী' ও যীশুর রক্তে মুক্ত মহা লোকারণ্যের বিষয় বলিব। সে বড় পবিত্র স্থান, তথাকার সুবর্ণময় পথে আবর্জ্জনা বা অপরিষ্কৃত কিছু নাই। নগরের মধ্যে কোন প্রকার মন্দ কিছু নাই। সেখানে পাপ নাই, পরীক্ষা নাই, সমস্তই পবিত্র ; তথাকার নিবাসিদের শ্বেত পরিচ্ছদ দাগরহিত, পরিষ্কার ও নির্ম্মল, এবং দীপ্তির ন্যায় উজ্জ্বল, নিষ্কলঙ্ক, ও সুন্দর। কোন প্রকারে তাহা অপরিষ্কার হয় না। কোন পদার্থে তাহার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে পারে না। তাঁহারা মেষশাবকের শোণিতে চিরকালের নিমিত্তে শুক্লীকৃত হইয়াছেন, এই জন্য ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে আছেন।

"কেবল এই প্রকারেই যে সেই সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া যায়, সাবধান, তাহা বিস্মৃত হইও না। কেবল সৎ হইলেই যে তথায় যাওয়া যায়, তাহা মনে করিও না। মন্দাচারী বলিয়া যাহাদিগকে তোমরা ঘৃণা কর, তাহাদের ন্যায় অসৎ না হইলেও কোন ফল দর্শিবে না। স্বর্গে

প্রবিষ্ট হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে মেষশাবকের শোণিতে ধৌত হইতে হইবে।

"সাধু যোহন স্বর্গের দর্শন পাইয়াছিলেন। তিনি তথায় যীশুর শোণিতে মুক্তিপ্রাপ্ত মহালোকারণ্য দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাদের মুক্তিদাতার উদ্দেশে এক নূতন গীত গান করিতেছিলেন। আর দেখ, সাধু যোহনের সময়াবধি কত লোক গিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রতি দিন, প্রতি দণ্ডে কত আত্মা সেই নগরদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইতেছে। যে সকল আত্মা যীশুর শোণিতে ধৌত হইয়াছেন, কেবল তাঁহাদিগকেই মুক্তাখচিত দ্বার মুক্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে, তাঁহারা একে একে শুক্ল বস্ত্রান্বিত হইয়া সুবর্ণ পথ দিয়া গমনপূর্ব্বক গৌরবের সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছেন। আর যে গীত কখনও পুরাতন হয় না, সেই গীত গানকারিদের সহিত যোগ দিতেছেন, 'যথা—আমেন্, ধন্যবাদ, প্রতাপ, প্রজ্ঞা, প্রশংসা, সমাদর ও শক্তি যুগপর্য্যায়ের যুগে২ আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বর্ত্তুক।'

"হে বন্ধুগণ, পবিত্র ঈশ্বর নিরীক্ষণ করিয়া, এই সকল আত্মাতে পাপের লেশমাত্র দেখিতে পান না; যীশুর শোণিতে তাঁহারা এতাদৃশ পরিষ্কৃত হইয়াছেন যে, তাঁহার দৃষ্টিতে তাঁহারা বিশুদ্ধ ও কলঙ্করহিত। তাঁহারা নির্দ্দোষ, কলঙ্করহিত, সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও পবিত্র।

"বন্ধুগণ, তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইতে কি তোমাদের বাসনা হয় না? এ জগৎ অন্ধকারময়, দুঃখপূর্ণ, অসার; এই খানেই কি সর্ব্বস্ব সঞ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? সেই 'সুখময় বাটীতে' কি প্রবিষ্ট হইতে চাহ না? যদি যীশুশোণিতের নির্ঝরসমীপে যাইতে বিলম্ব কর, তাহা হইলে অকস্মাৎ জাগরিত হইয়া দেখিবে যে, সেই উজ্জ্বল নগরীর দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে—আর তোমরা চিরতরে বাহিরে পড়িয়াছ।

"দেখ, গত সপ্তাহে এক জন বৃদ্ধের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল, এখন সে সেই স্বর্গীয় উজ্জ্বল পুরীতে উন্নীত হইয়াছে;—আজি সেখানে তাহার এই প্রথম বিশ্রামবারযাপন।

উপদেশক মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া শ্রোতৃগণ নীরব রহিলেন, গৃহময় নিস্তব্ধতা বিরাজমান। সতীশ মনেং ভাবিল, "উনি চৈতন দাসের বিষয়ে ও কথা বলিলেন।"

উপদেশক বলিলেন, "সেই দরিদ্র বৃদ্ধ পাপকলঙ্কিত ছিল, কিন্তু যীশুর কথায় নির্ভর করিয়া ধৌত হইবার জন্য যীশুশোণিতের নির্ঝরসমীপে গমন করে, এবং তাহাতে সে তুষার অপেক্ষাও শুভ্রীকৃত হয়। দুই রাত্রি গত হইল, প্রিয় ত্রাতা তাহাকে স্বীয় ভবনে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছেন। তাহার আত্মায় পাপচিহ্ন ছিল না, যাওয়ামাত্র দ্বার মুক্ত হইল। খ্রীষ্টকৃত বিমুক্ত লোকেরা যে তুষারধবল পরিচ্ছদ পরিধান করেন, তদ্দ্বারা বিভূষিত হইয়া এক্ষণে সে সেই সুখময় ভবনে নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক হইয়া দণ্ডায়মান আছে।

"আগামী বিশ্রামবারে যদি শুনি যে, তোমাদের কাহারও কাল হইয়াছে, তাহা হইলে, তাহার বিষয়েও কি ঐরূপ বলিতে পারিব ? তোমরা কি যথার্থই খ্রীষ্টের রক্তে প্রক্ষালিত হইয়াছ ? বাস্তবিক কি তোমাদের পাপ ক্ষমা হইয়াছে ? তোমরা কি বাস্তবিক যীশুর শরণ লইয়াছ ?"

উপদেশক মহাশয়, অতি আগ্রহসহকারে বলিলেন, "তোমরা আপনং অন্তঃকরণে এই প্রশ্নের উত্তর কর। আমার বাসনা এই, আমরা সকলেই যেন 'সুখময় বাটীতে' পঁহুছিতে পারি। ঈশ্বর যদি তোমাদের অগ্রে আমাকে সেখানে লইয়া যান, আমি সেখানে তোমাদের প্রতীক্ষায় থাকিব। সেখানে যেন আমরা সকলে সমবেত হইতে পারি, এই আমার একান্ত কামনা।"

"অদ্য আর অধিক বলিতে পারি না। ঈশ্বর করুন,

তোমরা সকলেই যেন যীশুর রক্তে প্রক্ষালিত হইতে পার ; এমন কি, ইহজীবনেই যেন তুষার অপেক্ষা শুক্লবর্ণ হইয়া কৃতজ্ঞচিত্তে বলিতে পার, "হে প্রভো, আপনি যে পর্য্যন্ত না আইসেন, আমি আপনার প্রিয়কার্য্য করিব, আপনাকে প্রেম করিব, ও যথাসাধ্য আপনার সেবা করিব।—

"শেষে যেন তব গুণে বিমুক্ত হইয়া,
নিহারধবল শ্বেত বসন পরিয়া,
পাপমলা বিরহিত হৈয়া অবশেষে।
বসতি করিতে পারি সেই সুখ দেশে।"

উপাসনা কার্য্য সমাপ্ত হইলে সমাগত লোকেরা প্রস্থান করিল। কিন্তু সতীশ দুই হাতে মুখ আবৃত করিয়া বসিয়াই রহিল। উপদেশক মহাশয় আসিয়া তাহার স্কন্ধে হস্ত রাখিলেন, তথাপি সে মাথা তুলিল না। কাঁদিতে২ বলিল,

"বাড়ী যাইবার জন্য আমার প্রাণ কাঁদিতেছে; মা গিয়াছেন, চৈতন দাস গিয়াছেন, আমিও বাড়ী যাইব।"

উপদেশক সতীশের হাত ধরিয়া করুণস্বরে বলিলেন, "বৎস, প্রভুর ইচ্ছা নয় যে, তুমি দ্বারের বাহিরে থাক; কিন্তু তিনি প্রথমে তোমার দ্বারা কিছু কর্ম্ম করাইয়া লইতে চাহেন, পরে তোমাকে দ্বার খুলিয়া দিবেন; তখন, এখানকার দুঃখ কষ্ট শেষ হইলে, বাড়ীর সুখ মিষ্ট লাগিবে।" তিনি আরও মধুর বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া, সতীশকে লইয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনাদ্বারা সতীশের দুঃখভার লাঘব হইল। অনন্তর সে গৃহে গেল। বিগত বিশ্রাম বারের ঘটনা তাহার রহিয়া রহিয়া মনে পড়িতে লাগিল। সে দিন সে গীতের তৃতীয় পদ চৈতনকে বলিবার জন্য হৃষ্টচিত্তে গৃহে গিয়াছিল। কিন্তু আজি ত সে কুঠরী শূন্য; আজি যাহা শুনিয়াছে, গৃহে গিয়া কাহাকে বলিবে?

সতীশ কুঠরীর দ্বারে মুহূর্ত্ত মাত্র স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।

গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে যেন তাহার ভয় হইল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে গৃহে প্রবিষ্ট হইল, সকল ভয় দূর হইল।

পর দিন অপরাহ্ন কালে সতীশ দেখিল, মৃত চৈতন দাসের মুখ মণ্ডলে অস্তগামী সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়াছে। এই সূর্য্যরশ্মি এমন অপার্থিব উজ্জ্বল দেখাইতেছিল যে, সতীশের বোধ হইল, ইহা যেন সেই সুবর্ণ নগরী হইতে আসিয়াছে। সতীশের আরো বোধ হইল, চৈতন যেন শয্যায় শুইয়া হাস্য করিতেছে। এ সতীশের কল্পনা মাত্র, কিন্তু এরূপ চিন্তায় তাহার মনে সুখ হইত।

অনন্তর সে জানালায় দাঁড়াইয়া আকাশমার্গে দৃষ্টি করিল! উজ্জ্বল মেঘমালার মধ্যস্থিত সুবর্ণনগর যেন তাহার নয়ন-গোচর হইল। সে ভাবিল, চৈতন দাস ত ঐ খানে গিয়াছে। কোথায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ভগ্ন কুটীর, আর কোথায় ঐ উজ্জ্বল সুবর্ণ নগর! কি সুখময় পরিবর্ত্তন! চৈতন দাস তথায় কি করিতেছে, সেই উজ্জ্বল নগরী দেখিয়া তাহার প্রাণ কেমন আপ্যায়িত হইয়াছে।

এই সকল চিন্তায় তাহার মনে সুখোদয় হইল।

চৈতন এই সময়ে স্বর্গে যাইয়া কি করিতেছে, তাহা যদি এক বার দেখিতে পাইত, সতীশ যথাসর্ব্বস্ব দিত। সে মনে২ ভাবিল,"আমার যে বাড়ী যাইবার জন্য দিবানিশি প্রাণ কাঁদে, চৈতন কি যীশুকে তাহা বলে নাই? হয় ত বলিয়াছে।"

ক্রমে সূর্য্যরশ্মি অদৃশ্য হইল, সেই গোধূলি সময়ে, সতীশ অবনতজানু হইয়া অন্তঃকরণের সহিত প্রার্থনা করিল, "প্রভো, আমাকে ধৈর্য্যশীল করুন, এবং অনুগ্রহ করিয়া কোন সময়ে আমাকে লইয়া যাউন ; আমি আপনার ও চৈতন দাসের সঙ্গে 'সুখময় বাটীতে' বাস করিতে চাই।"

একাদশ অধ্যায়।

এ সংসারে একাকী।

এ জগতে সতীশ ব্যতীত চৈতনের আর কেহ ছিল না; সুতরাং চৈতনের মৃত্যুতে আর কে কাঁদিবে? সতীশেরও আর কেহ ছিল না; সে চৈতনের মৃত্যুতে কাঁদিল; কাঁদিতে২ চৈতনের দেহ সমাধিস্থ করিবার জন্য সমাধি ক্ষেত্রে লইয়া চলিল। অতি সামান্য লোকের যেরূপ সামান্য রূপে সমাধি-কার্য্য হওয়া সম্ভব, তদ্রূপ সামান্যভাবে চৈতনের দেহ সমাহিত করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইল। ইহাতে ক্ষতি কি? যাহার আত্মা পিতৃগৃহে "সুখময় বাটীতে" গিয়াছে, তাহার দেহের সমাধি ক্রিয়া সামান্য রূপে হউক না, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। চৈতনের আর দুঃখ নাই, দরিদ্রতা নাই; এখন চৈতন দাস পরম সুখী, পরম ধনবান; পিতার গৃহে পরম আদরে গৃহিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে গাড়ী করিয়া মৃত দেহ সমাধিস্থানে লইয়া যাওয়া হয়। কলিকাতায়ও এই রূপ হইয়া থাকে। চৈতনের দেহ যে গাড়িতে করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তাহার খরচ মণ্ডলী হইতে দত্ত হইবে জানিয়া,গাড়োয়ান বেগে গাড়ী চালাইতে লাগিল। সতীশের তাহার সঙ্গে২ যাইতে ভারী কষ্ট হইল। সতীশ রাস্তায় যাইতে২ দেখিল, আর এক মৃত-দেহবহনকারী গাড়ি যাইতেছে, এই গাড়ী দেখিতে বিলক্ষণ সুন্দর, ও অতি ধীরে২ যাইতেছিল। শববাহী গাড়ির পশ্চাতে আর ছয় খানি গাড়ি, মৃত ব্যক্তির আত্মীয় বন্ধুতে এই ছয় খানি গাড়ি পূর্ণ। সতীশ এই সকল গাড়ির লোকদিগকে দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, ইহারা শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া বিষম রোদন করিয়াছেন। উক্ত গাড়ির এক খানির ভিতর সতীশ যাহা দেখিল, ইহ জন্মে তাহা ভুলিতে পারে

নাই। সতীশ দেখিল, পিতার স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিয়া, মালতী গাড়ীতে নিতান্ত দুঃখিত ভাবে বসিয়া রহিয়াছে। এ যেন সে মালতী নয়; মুখ খানি শুষ্ক, অতি রোদনে চক্ষু রক্ত বর্ণ।

তখন সতীশ মনেং বলিল, "তবে ত মালতীর মা মরিয়াছেন, আর এই তাঁহাকে সমাধিস্থ করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে! হায়, এ সংসারে কি কেবলই দুঃখ!"

মালতী সতীশকে দেখিতে পাইয়াছিল কি না, সতীশ তাহা টের পায় নাই; কিন্তু তাহার দুঃখে সতীশের মর্ম্মভেদী দুঃখ হইল। একে চৈতনের শোক, তাহাতে আবার এই শোচনীয় ঘটনা; সতীশের হৃদয় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখভারাক্রান্ত হইল। চৈতনের শববাহী গাড়ি একটু অগ্রসর হইয়াছিল, সুতরাং সতীশকে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে দৌড়িয়া সেই গাড়ি ধরিতে হইল।

চৈতন দাসের ও মালতীর মাতার দেহ একই সমাধিক্ষেত্রে নীত ও একই সময়ে সমাধিস্থ হইল। উভয় দেহের সমাধি কালেই এই শাস্ত্রীয় বাণী উচ্চারণ হইল, যথা,—"সকলেই ধূলিহইতে উৎপন্ন, ও সকলেই ধূলিতে প্রত্যাগমন করে।" কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের আত্মা এক্ষণে পরম সুখে সেই "সুখময় বাটীতে" নীত হইয়াছে; "সে সুখময় বাটী" এই শোকদুঃখপূর্ণ ভূমিহইতে বহুদূর। কতিপয় দিবস পূর্ব্বে এই দুই জনের আত্মা, একই দিন, একই সময়ে, দেহভার ত্যাগ করিয়া, সেই মুক্তাখচিত দ্বারদেশে গিয়া যুগপৎ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা উভয়ে স্বর্গীয় মেষশাবক যীশুর শোণিতে স্নাত, নির্ম্মল ও পরিষ্কৃত হইয়াছেন; তাঁহারা যাওয়া মাত্রই দ্বার মুক্ত হইল, চৈতন ও মালতীর মাতা এক সঙ্গে নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা আপনাদের প্রিয়তম প্রভু যীশুর দর্শন পাইয়াছেন, এমন কি, তাঁহার সাক্ষাতে আনন্দের পূর্ণতা সম্ভোগ করিতেছেন।

চৈতনের মৃত্যুর পর বাড়ীওয়ালী বেশি ভাড়া চাহাতে সতীশকে কুঠরীটী ছাড়িয়া দিতে হইল। কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় জানিয়া বাড়ীওয়ালী তাহাকে নীচের তালায় দালানে শুইয়া থাকিবার অনুমতি দিলেন। চৈতনের নিকট বাড়ী ভাড়ার দরুণ যে টাকা পাওনা ছিল, তজ্জন্য বাড়ীওয়ালী তাহার ঘরের সমস্ত তৈজস পত্র আটক করিলেন।

কিন্তু বাজনার বাক্সটী এখন সতীশের; মৃত্যুর সপ্তাহকাল পূর্ব্বে চৈতন দাস সতীশকে বাজনার বাক্স লইয়া তাহার কাছে আসিতে বলিল, সতীশ শয্যার পার্শ্বে বসিলে বাজনার বাক্সটী তাহাকে দিয়া চৈতনদাস বলিল, "বৎস, এইটী যত্ন করিয়া রাখিও; আমার অনুরোধ এই, কখনও এটী পরিত্যাগ করিও না। আর যখন 'সুখময় বাটীর' সুর বাজাইবে, তখন আমাকে ও তোমার মাতাকে স্মরণ করিও, এবং আমরা উভয়ে কি প্রকারে সুখময় বাটীতে প্রবেশ করিলাম, তাহা ভাবিও।

চৈতন দাসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর সতীশ যে দিন প্রথমে বাজনার বাক্স লইয়া বাহির হইল, সে দিন বাজাইতে ভারী কষ্ট বোধ হইল। প্রথমে যে তিনটী সুর বাজে, তাহা বাজিয়া গেল, তাহার পর যেই "সুখময় বাটীর" সুর বাজিতে আরম্ভ হইল, অমনি সতীশের মনে যুগপৎ নানা চিন্তার উদয় হইল। আর বাজাইতে পারিল না, সুরটী শেষ না করিয়াই অন্যত্র চলিল। হঠাৎ বাজনা থামিয়া যাওয়াতে পথবাহী লোকেরা বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইল—কিন্তু সতীশের গণ্ড বহিয়া যে চক্ষের জল পড়িতেছিল, তাহা দেখিয়া তাহারা অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সতীশ একমাত্র পার্থিব বন্ধুর মৃত্যুকালে এই সুর বাজাইয়াছিল, আর এই সুর বাদনকালে বৃদ্ধ চৈতন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত বাটীতে—"সুখময় বাটীতে" প্রবিষ্ট হয়। এই জন্য উক্ত সুর শ্রবণমাত্রে সেই

নিশীথ কালের ঘটনা তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তাই সে আর বাজাইতে পারিল না। বাজনা থামাইয়া নীল-নভোমণ্ডলপ্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া প্রার্থনা করিল, চৈতনের সুখে যেন আনন্দ করিতে পারে, তজ্জন্য শক্তি যাচ্ঞা করিল। অনন্তর বাজাইতে লাগিল। "বাটী, সুখময় বাটী; বাটীর তুল্য স্থান আর নাই," এই ধূয়া তাহার বড় মধুর বোধ হইল। সতীশ মনে২ ভাবিল, "এখন বৃদ্ধ চৈতন সেখানে আছে।"

চৈতনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার এক সপ্তাহ পরে সতীশ এক দিন উপনগরের রাস্তায় গেল, নিতান্ত ইচ্ছা, মালতীর সঙ্গে এক বার দেখা হয়। গাড়ীর ভিতরে মালতীর যে দুঃখকাতর বদন দেখিয়াছিল, সতীশ তাহা ভুলিতে পারে নাই। নিজে যে ব্যথিত, সে পরের বেদনা বুঝে; আজি সতীশ ব্যথিত, মালতীও ব্যথিত, সতীশ মালতীর বেদনা বুঝিল। ভাবিল, মালতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে নিজের মনে সান্ত্বনা জন্মিবে। মালতীর মাতার মৃত্যুকালীন বিবরণ, ও কবে তিনি "সুখময় বাটীতে" প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এই সকল জানিতে সতীশের নিতান্ত ইচ্ছা।

কিন্তু সতীশ মালতীদের বাড়ীতে গিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। বাগানে তেমনি নানা জাতি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, বাটীর বহির্সৌন্দর্য্য তেমনি রহিয়াছে, কিন্তু বাড়ীটী যেন শূন্য২ দেখাইতেছে। নীচে-কার ঘরের চিক সকল তোলা, শয়ন কক্ষের জানালায় পরদা নাই; বাড়ী শূন্য ও পরিত্যক্ত বোধ হইতে লাগিল। যে কুঠরীতে মালতী আর মাধব খেলা করিত, সে কুঠরীতে দৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। দেখিল, এক বুড়ী বসিয়া সেলাই করিতেছে।

কি হইয়াছে? ছেলেরা কোথায় গেল? বাড়ীতে আর

তাহাতেই সে নিতান্ত কাতর ও অস্থির হইল। কি যে হইয়াছে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল না। এক বার উঠিয়া বাজনার বাক্সে চাবি দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বমি হইবার উপক্রম ও মস্তক ঘূর্ণন হওয়াতে পারিল না। অতএব বাজনার বাক্সটী রাখিয়া সূর্য্যাস্তের অপেক্ষায় সেই খানে শুইয়া রহিল। অবশেষে সন্ধ্যাকালে বাজনার বাক্স লইয়া সেই ভাড়াটিয়া বাটীতে গেল। তৎকালে বাড়ীওয়ালী ঘর ঝাঁটি দিয়া ভাড়াটিয়া লোকদের বৈকালিক আহারের আয়োজন করিতেছিলেন। তিনি সতীশকে দেখিয়া এক খণ্ড রুটী ফেলিয়া দিলেন, কিন্তু সে তাহা খাইতে পারিল না, দালানের এক কোণে বাজনার বাক্স দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া তক্তপোষের উপরে শুইয়া রহিল।

খানিক ক্ষণ পরে সতীশ জাগিয়া দেখিল,ঘর ভরা মানুষ; সকলে ভোজন পান, ও আমোদ আহ্লাদে মত্ত; সতীশকে দেখিয়াও দেখিল না। গোল মালে সতীশের আর নিদ্রা হইল না। লোকেরা যে সকল অশ্লীল কথা বলিতে ও কদর্য্য ঠাট্টা তামাসা করিতেছিল, তাহা শুনিয়া সতীশ এক এক বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। সতীশের ভয়ানক শিরঃপীড়া হইয়াছে, জীবনে কখনও এরূপ যাতনা হয় নাই। সতীশের ইচ্ছা, এমন একটী নিভৃত স্থান পাই, যেখানে গণ্ডগোল নাই, মন্দ কথা, গালাগালি ও অভিশাপোক্তি নাই, তাহা হইলে, সেখানে গিয়া নির্বিঘ্নে নিদ্রা যাই। তখন চৈতনদাসের কথা, সে এখন যে "সুখময় বাটীতে" আছে, এ বাড়ীহইতে সে বাড়ী যে কত ভিন্ন, এ সকল চিন্তা তাহার মনে উপস্থিত হইল।

সতীশ ভাবিল, বাটীর মতন আর স্থান নাই—হায়, "সুখময় বাটী," কোথায়, আর আমি বা কোথায়?

দ্বাদশ অধ্যায়।

সতীশের দুঃখের অবসান।

পর দিন প্রাতঃকালে বাড়ীওয়ালী লোকদের আহারের আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে এক জন বলিল, "ও ছেলেটার কি হইয়াছে? উহার হয় জ্বর, না হয় আর কিছু হইয়াছে। দাঁতের বেদনায় আমার ঘুম হয় নাই—ছেলেটা সমস্ত রাত্রি গজর গজর করিয়া বকিয়াছে।"

আর এক জন জিজ্ঞাসিল, "ও কি কথা বলিতেছিল?" যাহার দন্তের বেদনা হইয়াছিল, সে বলিল, "উজ্জ্বল নগর, সমাধি, গোলাপ ফুল ইত্যাদি এলোমেলো বকিতেছিল। আর এক বার দাঁড়াইয়া গান করিয়াছিল। কেন, তোমরা শুনিতে পাও নাই?"

"আমি ক্লান্ত হইয়া যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, গান শুনিব কেমন করিয়া? কি গান গাহিয়াছিল, বল দেখি?"

"ওর ঐ বাজনার বাক্সের একটা সুর; বোধ হয়, 'সুখময় বাটীর' সুর ভাঁজিতেছিল। ও সদাই ঐ বিষয় ভাবে, তাই স্বপ্নেও ভুলিতে পারে না।"

অনন্তর সে নিজ কর্ম্মে চলিয়া গেল।

আর এক জন লোক বাড়ীওয়ালীকে বলিল, "যদি জ্বর হইয়া থাকে, তবে উহাকে অন্যত্র পাঠাইয়া দেও, নতুবা আমাদেরও জ্বর হইতে পারে।"

সকলে যার যার কর্ম্মে চলিয়া গেল। সতীশের যথার্থই পীড়া হইয়াছে কি না, বাড়ীওয়ালী দেখিতে গেলেন, তাহাকে জাগাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে তাঁহার মুখপ্রতি ক্ষিপ্তের ন্যায় চাহিয়া রহিল; আকার ইঙ্গিত দেখিয়া বোধ হইল, যেন বাড়ীওয়ালীকে চিনিতে পারে নাই। বাড়ীওয়ালী নিতান্ত নির্দ্দয়া ছিলেন না, এ অবস্থায় নিরুপায় সতীশকে

তাড়াইয়া দিলেন না। সিঁড়ির নীচেকার ঘরের পুরাতন বাক্সগুলি সরাইয়া বিছানা করিয়া সতীশকে কোলে করিয়া আনিলেন। এবং এক ঘটি খাবার জল কাছে ধরিয়া দিয়া আপনার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সেই দিন সন্ধ্যা বেলা তিনি পাড়ার এক জন ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলেন, তিনি দেখিয়া বলিলেন, "ইহার জ্বর হইয়াছে।"

ক্রমে সতীশের পীড়া অতিশয় উৎকট হইয়া উঠিল; অনেকেরই মনে হইল, সতীশ বুঝি এবার আর বাঁচে না। সে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া রহিল, বাড়ীওয়ালী যে সর্ব্বদা তাহার কুঠরীতে যাওয়া আসা করিতেন, তাহা সে টের পাইত না। বাড়ীওয়ালী ভিন্ন আর কেহ তাহার কাছে যাইত না। তিনি নানা কাজে ব্যস্ত, সুতরাং অধিক ক্ষণ তাহার কাছে থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু সতীশকে বার বার "সুখময় বাটীর" উল্লেখ করিতে শুনিয়া তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইল। তিনি দেখিলেন, সতীশের পীড়াকাতর অন্তঃকরণ "সুখময় বাটী"-বিষয়ক চিন্তায় পূর্ণ, প্রলাপকালেও সতীশের মুখে কেবল "সুখময় বাটী" ও "উজ্জ্বল নগর।"

দিন কতক পরে সতীশের পীড়া উপশম হইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে চেতনা লাভ ও ক্রমে ক্রমে জ্বর ত্যাগ হইল। কিন্তু সে এত দুর্ব্বল যে, বিছানায় পাশ ফিরিতে বা উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে কষ্ট হইত। সে সমস্ত দিন একাকী পড়িয়া থাকিত। বাড়ীওয়ালী তাহার সেবা করিতেং বিরক্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাহার কাছে বড় একটা যাইতেন না—সতীশকে কাজেই একাকী থাকিতে হইত, কাহারও সঙ্গে একটী কথা কহিতেও পাইত না।

সতীশ যে কুঠরীতে থাকিত, তাহা অন্ধকারময়; কেবল একটী ফোঁকর দিয়া যা একটু আলো আসিত; সুতরাং সতীশ তথা হইতে আকাশমণ্ডল বা বৃক্ষাদি কিছুই দেখিতে পাইত

না। সমস্ত দিন, সমস্ত রাত্রি সতীশ একাকী; উঠানে ছেলেরা সমস্ত দিন খেলা করিত, তাহাদের চীৎকার শব্দ সতীশের কানে যাইত; সন্ধ্যার পরে ভাড়াটিয়ারা দালানে বসিয়া গোলমাল করিত, সতীশ তাহাও শুনিত। রাত্রে তাহার উত্তম নিদ্রা হইত না—শুইয়া শুইয়া ঘড়ির টিক্‌২ শব্দ শুনিত, ও ঘন্টা গণিত। এই রূপে রাত্রি প্রভাত হইত। ফোঁকর দিয়া যে একটু আলোক প্রবেশ করিত, তাহা দেখিত, আর কত ক্ষণে ভাড়াটিয়ারা কর্ম্মে যাইবে, তাহা ভাবিত।

কেহ সতীশকে দেখিতে আইল না। সে ভাবিত, উপদেশক মহাশয় কোথায়! ভজনালয়ে আমাকে দেখিতে পান না; তবু এক বার আমার খবর লইতে আইলেন না?

এ কষ্টের সময়ে তাঁহার দেখা পাইলে সতীশের মনে আর আনন্দ ধরিত না। দিন যায়, রাত্রি আইসে; আবার দিন, আবার রাত্রি। এই রূপে সময় যাইতে লাগিল, কিন্তু উপদেশক মহাশয় সতীশকে দেখিতে আইলেন না। সতীশ ভাবিয়া ইহার কোন কারণ অনুভব করিতে পারিল না। এক দিন বাড়ীওয়ালীকে বড় অনুরোধ করিয়া, উপদেশককে ডাকিয়া আনিতে বলিল, কিন্তু তিনি তাহা করিতে সম্মত হইলেন না।

এই দুঃখের সময়ে যদি যীশু বন্ধু না হইতেন, তাহা হইলে সতীশ নিরাশাসাগরে মগ্ন হইত। কখন২ তাহার বিশ্বাস দুর্ব্বল হইত, তাহাতে নিতান্ত মনোভঙ্গ হইত, কিন্তু আবার যীশুর সঙ্গে আলাপ করিয়া,—প্রিয়তম বন্ধুর সঙ্গে লোকে যেমন আলাপ করে, তেমনি আলাপ করিয়া—সতীশ চিত্তশান্তি লাভ করিত। "তোমাদের অন্তঃকরণ উদ্বিগ্ন না হউক," এই যে কথাগুলি উপদেশক মহাশয় চৈতনের নিকট শেষ বার পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা বার বার তাহার মনে হইতে লাগিল।

পীড়ার সময়ে দিন দীর্ঘ বোধ হয়, রাত্রি যেন প্রভাত হইতে জানে না। এমন সময়ে যদি কোন আত্মীয় জন নিকটে না থাকে, তাহা হইলে দিন আরও দীর্ঘ বোধ হয়। সতীশের পক্ষে তাহাই হইল। অবশেষে সতীশ উঠিয়া শয্যায় বসিতে সক্ষম হইল। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল, দাঁড়াইলে মাথা ঘোরে। এমন গুরুতর পীড়ার পর পুষ্টিকর খাদ্য আহার না করিলে শরীরে বল হয় না। কিন্তু সতীশের, পিতৃমাতৃহীন সতীশের কে আছে যে, পুষ্টিকর সামগ্রী আনিয়া দিবে? সতীশের কে আছে? এ কথাও আবার বলিতে পারি না; এক জন আছেন, প্রিয় ত্রাণকর্ত্তা যীশু আছেন! তিনি এ দুঃসময়ে সতীশকে ভুলেন নাই।

বেলা চারিটা বাজিয়াছে, অতিশয় গ্রীষ্ম; সতীশ শয্যায় শুইয়া ছট্ ফট্ করিতেছে। এই অন্ধ কুঠরীতে বায়ু চলাচল নাই, গ্রীষ্মাতিশয্যপ্রযুক্ত সতীশ ক্লান্ত, শীর্ণ ও প্রায় মূর্চ্ছাপন্ন। এই অবস্থায় সতীশ উচ্চরবে বলিয়া উঠিল, "প্রভো, আমাকে দেখিবার জন্য কাহাকেও পাঠাইয়া দিন।"

এই কথা বলিতে না বলিতে দ্বার মুক্ত হইল; সতীশ দেখিল, উপদেশক মহাশয় উপস্থিত। সতীশের আনন্দের সীমা নাই, আহ্লাদে হাত তুলিয়া আনন্দপ্রযুক্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

উপদেশক মহাশয় বলিলেন, "সতীশ, কাঁদিতেছ কেন? আমাকে দেখিয়া কি তুমি খুশি হও নাই?"

সতীশ উত্তর করিয়া কহিল, "আহা, ভাবিয়াছিলাম, আপনি আর আসিবেন না। আর বোধ হইতেছিল, আমি যেন বাটী হইতে অনেক দূরে পড়িয়াছি। এখন আপনাকে দেখিয়া যে কত দূর খুশি হইয়াছি, তা বলিয়া কত জানাইব।"

উপদেশক মহাশয় বলিলেন, "আমি মধ্যে দিন কতক বাড়ী ছিলাম না, আর এক জন উপদেশক আমার

কর্ম্ম করিতেছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া কেবল গত রাত্রে ভজনালয়ে প্রচার করিয়াছি, তখন তোমাকে না দেখিয়া ভজনালয়ের তত্ত্বাবধায়িকাকে জিজ্ঞাসা করি। তাহার কাছে শুনিলাম যে, আমার যাইবার পর তুমি এক দিনও ভজনালয়ে যাও নাই। মনে ভাবিলাম, সতীশের না জানি কি হইয়াছে, তাই অমনি দেখিতে আইলাম।"

উপদেশক মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন, "এখন, বল দেখি, সতীশ, এত দিন কেমন করিয়া কাটাইলে?"

উপদেশক মহাশয়কে দেখিয়া সতীশ এমন প্রফুল্ল হইয়াছিল যে, বিগত বিষয় সকল তাহার স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। সতীশ এখন জাগ্রত। বিগত দুঃখ ও কষ্ট বিস্মৃত হইল।

উপদেশক মহাশয় সতীশের সঙ্গে নানা মধুর আলাপের পর বলিলেন, "এক খানি পত্র পাইয়াছি, তাহাতে তোমার বিষয় উল্লেখ আছে। পত্রখানি পড়ি, শুন।"

উপদেশক মহাশয়ের সঙ্গে মালতীর পিতার আলাপ ছিল। তিনি এই পত্র লিখিয়াছিলেন।—

'বন্ধু বরেষু।

'সতীশ নামে একটী অনাথ বালক আপনাদের প্রচারগৃহের সন্নিহিত কোন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করে। আমি তাহার পদবী অবগত নহি। পূর্ব্বে সে এক জন বাজনাওয়ালার সঙ্গে বাস করিত; কিন্তু শুনিলাম, সে বৃদ্ধ কিছু দিন হইল মরিয়া গিয়াছে। আমার পত্নী উক্ত বালককে বড় স্নেহ করিতেন, আর মালতী সর্ব্বদা তাহার কথা বলে। বোধ হয়, বালকটী বড় কষ্টে পড়িয়াছে। আমার অনুরোধ এই, অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে বাহির করিবেন, এবং এমন কোন সৎস্বভাব স্ত্রীলোকের কাছে রাখিয়া দিবেন, যিনি উহাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ ও লালন পালন করিতে সক্ষম।

'সংপ্রতি তাহার যে খরচ আবশ্যক, তজ্জন্য পত্রের মধ্যে এক খানি নোট পাঠাইতেছি। সে যদি কোন বিদ্যালয়ে গিয়া দুই এক বৎসর লেখা পড়া করে, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আমার ইচ্ছা এই, তাহাকে কিছু লেখা পড়া শিখাইয়া প্রচারকের কর্ম্মে নিযুক্ত করিব; তাহা হইলে সে পল্লীস্থ দরিদ্রদিগের বাড়ীতে গিয়া ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ করিতে পারিবে। তাহার যদি প্রভুর কার্য্য করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলেই ইহা হইতে পারিবে।

'সতীশের সম্বন্ধে আমার স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিনীর এই অভিপ্রায় ছিল। অতএব তাঁহার স্মরণার্থ, তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ করা কর্ত্তব্য। তিনি জীবিত থাকিলে যাহা করিতেন, তাহা সাধনপক্ষে আমার অর্থদান বা যত্নের ত্রুটি হইবে না। আপনাকে যে কষ্ট দিলাম, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। আমার দেশে ফিরিয়া যাইবার বিলম্ব আছে; সুতরাং এ বিষয়ে বিলম্ব করিতে চাহি না। বিলম্ব করিলে হয় ত ছেলেটী কোথাও চলিয়া যাইতে পারে। আপনি জানেন, দরিদ্রদিগের বাটীতে সর্ব্বদা যাওয়া, তাহাদের উপকার করা আমার পত্নীর একটী অতি প্রিয় কার্য্য ছিল। সতীশ আর চৈতন দাস যে অন্ধকার কুঠরীতে ছিল, সেইখানে গিয়া আমার পত্নী তাহাদিগকে দেখিয়া আইসেন। তাহার পরেই পীড়া হয়। অতএব তাঁহার জন্য ও যিনি বলিয়াছেন, 'আমার এই ক্ষুদ্রতম ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক জনের প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহা আমারই প্রতি করিয়াছ।' তাঁহার জন্য উক্ত বালকের ভার গ্রহণ করা আমার ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য।

আপনার বাধ্য

শ্রী——'"

উপদেশক মহাশয় বলিলেন, "সতীশ, দেখ, প্রভুর কি দয়া?"

সতীশ বলিল, "হাঁ, মহাশয়, চৈতনদাস ঠিক বলিয়াছিল।"

উপদেশক মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন, "চৈতনদাস কি বলিয়াছিল?"

সতীশ উত্তর করিল, "বৃদ্ধ বলিয়াছিল যে, প্রভু আমাকে তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিবার জন্য জগতে রাখিয়াছেন। কিন্তু কখন ভাবি নাই যে, আমি আবার কিছু করিতে পারিব। এখন দেখিতেছি, সত্যই তিনি আমার দ্বারা তাঁহার প্রিয় কার্য্য করাইবেন।"

উপদেশক মহাশয় প্রফুল্ল বদনে বলিলেন, "তবে, আইস, তাঁহার ধন্যবাদ করি।"

অনন্তর উপদেশক তাহার শয্যার পার্শ্বে জানু অবনত করিয়া প্রার্থনা করিলেন। সতীশ করপুটে বলিল, "প্রভো, আপনি আমাকে আপনার প্রিয় কার্য্য করিতে দিয়াছেন বলিয়া আপনার ধন্যবাদ করিতেছি; অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আর কিছু কাল দ্বারের বাহিরে রাখুন, কারণ আমি যে আপনাকে ভাল বাসি, তাহা কর্ম্মদ্বারা আপনাকে দেখাইতে চাহি। আমেন্।"

উপদেশক মহাশয় প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, "সতীশ, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে প্রভুর কার্য্য করিতে হইবে; কর্ম্মাবসানেই বিশ্রাম। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিলে পর 'সুখময় বাটী' পাইবে।"

সতীশ প্রফুল্লিত হইয়া বলিল, "হাঁ, বাড়ীর তুল্য আর স্থান নাই, বাড়ীর তুল্য আর স্থান নাই।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

প্রভুর প্রিয় কার্য্য।

উক্ত ঘটনার কএক বৎসর পরে, এক দিন গ্রীষ্ম কালের অপরাহ্নে সতীশ পূর্ব্বোক্ত ভাড়াটিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল। চৈতনদাসের সঙ্গে সে যখন তথায় বাস করিত, তখন যেমন বালক বালিকাগণ উঠানে কলহ, ক্রীড়া এবং চীৎকার করিত, সে দিনও তাহারা সেই প্রকার করিতেছিল। সতীশের বাল্য-কালে তথাকার বায়ু যেরূপ ধূলি ও ধূমময় ছিল, সে দিনও অবিকল সেই রূপ বোধ হইল। ইহার পূর্ব্বে বাড়ী যেরূপ অন্ধকারময় ও ভগ্নপ্রায় ছিল, তখনও তদ্রূপ দৃষ্ট হইল।

সতীশ বাড়ীর এরূপ অবস্থা দেখিয়া ভাবিল, ইহা "সুখময় বাটী" হইতে বিস্তর দূরবর্ত্তী। তথাচ সতীশ ধর্ম্ম প্রচার করণার্থ উক্ত ভাড়াটিয়া বাড়ীতে যাইতে যেমন ভাল বাসিত, এমন আর কোথাও যাইতে ভাল বাসিত না। কারণ সে যখন ছোট এবং অনাথ ছিল, রাস্তায়২ বেড়াইত, তখন ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া উক্ত স্থানেই রাত্রি যাপন করিতে যাইত। মাতৃবিয়োগের পর চৈতনের সামান্য কুঠরীটীই যে এক প্রকার তাহার বাড়ীস্বরূপ হইয়াছিল, তাহা সে কোন ক্রমে ভুলিতে পারে নাই। অদ্য অপরাহ্নে সতীশ সেই কুঠরীতেই গেল। ভগ্ন সোপান বহিয়া উঠিতে২ প্রথম রাত্রে যে প্রকারে ঐ সিঁড়ির উপর উঠিয়া, চৈতন-দাসের দ্বারের নিকট বসিয়া পুরাতন বীণার বাদ্য শুনিয়া-ছিল, সেই সকল ঘটনা আজি তাহার মনে পড়িল। আজিও চৈতনের দত্ত বীণা তাহার নিকট আছে, এবং সর্ব্বদা সতীশ তাহা বাজায়। যখনই বীণাটী বাজায়, তখনই "সুখময় বাটী" বিষয়ক সুরটী বাজাইয়া শেষ করে। কারণ এখনও উক্ত সুর তাহার কাছে তেমনি মিষ্ট লাগে। মালতী তাহাকে দেখিতে আসিলে, শিশুকালের স্মরণার্থ, তাহা

বাজাইতে চাহেন। মালতী এখন আর কুমারী নহেন, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু পুরাতন বীণা, চৈতনদাস ও বাল্য-কালের বিষয়ে কথোপকথন কালে সতীশ কখন২ তাঁহাকে উক্ত নামে ডাকিত। সতীশ যে ধর্ম্মোপদেশকের নিকট কর্ম্ম করিত, তাঁহার সহিত মালতীর বিবাহ হইয়াছে। মালতী সতীশকে অতিশয় যত্ন করেন, এবং পরামর্শদ্বারা হউক বা কর্ম্মদ্বারা হউক, সর্ব্বদা তাহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত। সতীশ যে সকল দরিদ্র লোকের কাছে যাইত, মালতী সর্ব্বদা তাহাকে তাহাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন, সতীশও তাঁহাকে তাহাদের অভাব জ্ঞাত করিত, এবং তাহাদের কাহার২ নিকট যাওয়া আবশ্যক হইলে, মালতী অকাতরে যাইতেন।

এক দিন, সতীশ আসিয়া উক্ত ক্ষুদ্র কুঠরীর দ্বারে আঘাত করিল, মালতী স্বয়ং দ্বার খুলিয়া দিলেন। তিনি ঐ কুঠরীস্থ একটী পীড়িতা দরিদ্রা স্ত্রীলোককে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ছেলে বেলায় সতীশকে উক্ত কুঠরীতে দেখিয়াছিলেন, তাহার পর তাহাকে আর এ স্থানে দেখেন নাই। এই জন্য সতীশকে দেখিবামাত্র মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "বল দেখি, কি উপলক্ষে পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে আমার এইখানে সাক্ষাৎ হয়?"

সতীশ বলিল, "সে কথা বিলক্ষণ মনে আছে। তখন আমরা যে চারি জন এই খানে উজ্জ্বল নগরের বিষয়ে কথা বলি, এখন তাঁহাদের দুই জন সেই নগরে পৌঁছিয়াছেন।"

"মালতী অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন, তাঁহারা 'সুখময় বাটীতে,' আমাদের জন্যে অপেক্ষা করিতেছেন।"

বৃদ্ধ চৈতনের সময়ে এই কুঠরীর যে অবস্থা ছিল, এখন উহা তদপেক্ষা আরও জঘন্য হইয়াছে। সার্সীর কাচ যে২ স্থানে ভাঙ্গা, সেই২ স্থানে পুরাতন কাপড় কিম্বা কাগজ

দেওয়া হইয়াছে, গৃহের মেঝ্যাও অতি কদর্য্য হইয়াছে। কুঠরীর অপর পার্শ্বে এক জন স্ত্রীলোক আগুনের কাছে বসিয়া আছে। সতীশ তাহার সহিত কথা কহিবার জন্য গেল, যাইতে২ ভাবিল, পায়ের ভরে বুঝি ঘরের মেঝ্যা পড়িয়া যায়। উক্ত স্ত্রীলোকটী অতিশয় পীড়িতা ও অসুখী। তাহার নিকট চারিটী শিশু খেলা করিতে২ গোলমাল করিতেছিল, তাহাদের মাতা যখন সতীশকে বলিল, "আমার ব্যামোহ একটুও ভাল হয় নাই, আর কখনও যে ভাল হইবে, এমন আশাও নাই," লেছেদের গোলমালপ্রযুক্ত সতীশ তাহা বড় কষ্টে শুনিতে পাইল।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, " যাহা করিতে বলিয়াছিলাম, তাহা করিয়াছিলে ?"

স্ত্রীলোক উত্তর করিল, "হাঁ, তাহা অনেক বার বলিয়াছি, আর যতই বলি, ততই আমার কষ্ট বাড়ে।"

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, "কি করিতে বলিয়াছিলে ?"

"উহাকে এই প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলাম 'হে ঈশ্বর, আমি যেন আত্মপরিচয় পাইতে পারি, এই নিমিত্ত আপনার পবিত্র আত্মাকে প্রদান করুন।' "

স্ত্রীলোক কাতর ভাবে বলিল, " বোধ হয়, আমি যে পাতকী, তাহা তিনি আমাকে জানাইয়াছেন। আমি যে এমন পাপী, তাহা আগে জানিতাম না। সারা দিন আগুনের কাছে বসিয়া এই বিষয় ভাবি, আর যখন শুই, তখনও ইহা আমার মনে জাগে।"

সতীশ বলিল, " তোমার জন্যে আর একটী প্রার্থনা লিখিয়া আনিয়াছি, 'হে ঈশ্বর, আমাকে আপনার পবিত্র আত্মা দিউন ; প্রভু যীশু কে, তিনি যেন তাহা আমাকে দেখাইয়া দেন।' ঈশ্বর তোমার প্রথম প্রার্থনা শুনিয়া তাহার উত্তর দিয়াছেন, অতএব নিশ্চয় জানিও, তিনি এই

প্রার্থনাও শুনিবেন। যীশু কে, তাহা যদি তিনি তোমাকে দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে পরম সুখী হইবে; যীশু তোমার পাপ ক্ষমা ও সকল ভার বহন করিবেন।"

দরিদ্রা নারী সতীশের হস্তহইতে লিখিত প্রার্থনা লইয়া পুনঃ২ পাঠ করিতে লাগিল। তৎপরে মালতী এক খানি অন্তভাগ বাহির করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই অন্তভাগখানি বহু কালের পুরাতন; নূতন বেলায় অতি সুন্দর নীল বর্ণের ছিল, ও পাতার ধারে সোনার জল দেওয়া ছিল, কিন্তু সতত ব্যবহার করাতে এখন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই অন্তভাগ খানি এই প্রথম বার যে এই কুঠরীতে আনীত হইয়াছে, এমন নয়, পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে মালতীর মাতা এই কুঠরীতে উহা চৈতন দাসের কাছে বসিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। মালতী এ পুস্তকখানি অতিশয় ভাল বাসিতেন। তাঁহার মাতা যে সকল বচন ভাল বাসিতেন, সে সকলের পার্শ্বে পেন্সিলের দাগ দিয়াছিলেন। মালতী সতত তাহা পাঠ করিতেন; সেই সকল বচন তাঁহারও প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে তাহার একটী বচন পাঠ করিলেন, "তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত আমাদিগকে যাবতীয় পাপ হইতে শুচি করে।" অনন্তর উক্ত স্ত্রীলোককে বলিলেন, "যে কেহ যীশুর নিকট যায়, তিনি তাহাকে উদ্ধার করিতে প্রস্তুত। তাঁহার রক্তে সকল প্রকার পাপ দূর হয়।"

পীড়িতা স্ত্রী অতি আগ্রহসহকারে শ্রবণ করিল, সতীশ অশ্রুপূর্ণ লোচনে মালতীকে বলিল, "এই পদের ন্যায় আর কোন পদ আমি ভাল বাসি না; কারণ আমি যখন দ্বিতীয় বার প্রার্থনাগৃহে গিয়াছিলাম, তখন উপদেশক মহাশয় এই পদ-সম্বন্ধে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার এমন আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে, আহ্লাদে গীত গাইতে পারিতাম। বিলক্ষণ স্মরণ হয়, আমি চৈতনকে এই সুসংবাদ দিবার নিমিত্ত

প্রফুল্ল মনে এই সিঁড়ি দিয়া দৌড়িয়া আসিয়াছিলাম।"

মালতী বলিলেন, "সতীশ, উক্ত কথা গুলিন যে সত্য, তাহা এখন তুমি জানিতে পারিয়াছ।"

"হাঁ, আমি উহার সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছি, এবং চৈতন দাসও পাইয়াছিলেন।"

তৎপরে মালতী ও সতীশ তথা হইতে বিদায় হইল। সিঁড়ীতে নামিবার সময় সতীশ মালতীকে বলিল, "বাড়ী-ওয়ালীকে দেখিতে যাইবেন? তিনি আপনাকে দেখিলে বড় সন্তুষ্ট হইবেন। বোধ হয়, তিনি আর অধিক দিন বাঁচিবেন না।"

মালতী যাইতে সম্মতা হইলেন। সতীশ নীচে গিয়া দ্বারে আঘাত করিল, এক যুবতী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। উভয়ে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধা কুঠরীর এক কোণে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, দেখিয়া বোধ হইল, নিদ্রা যাইতেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি নয়ন উন্মীলন করিলেন, সতীশকে দেখিবামাত্র তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন, ইহার অনেক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বাড়ীতে ভাড়াটিয়া রাখা বন্ধ করিয়াছেন।

তিনি সতীশকে বলিলেন, "তোমাকে দেখিয়া বড় খুশি হইলাম।"

সতীশ বলিল, "দেখুন, আজ আপনাকে কে দেখিতে আসিয়াছেন!"

বৃদ্ধা মালতীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "আপনার বড় অনুগ্রহ; সতীশ আমাকে বলিয়াছিল যে, আপনি এক দিন আসিবেন।"

মালতী বলিলেন, "তুমি অনেক দিন থেকে সতীশকে জান, না?"

বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ, সতীশ ছেঁড়া কাপড় পরিয়া শীতে

কাঁপিতে২ আমার কাছে আসিয়াছিল ; আর২ বালক অপেক্ষা শান্ত বলিয়া আমি উহাকে ভাল বাসিতাম, এবং মুখ খানি শুষ্ক দেখিলে কিছু খাইতে দিতাম।"

সতীশ বলিল, "আপনি আমার অনেক উপকার করিয়াছেন।"

"আঃ! সতীশ, আমার যা করা উচিত ছিল, তা করি নাই ; আর আমি কখন২ তোমাকে যে কিছু২ খাদ্য সামগ্রী দিতাম, তাহা আমার বাসাড়িয়াদের উচ্ছিষ্টমাত্র। কিন্তু দেখ, এখন তুমি আমার জন্যে জীবনদায়ক খাদ্য আনিয়াছ, তাহা কাহারও উচ্ছিষ্ট নয়, ও আমার প্রয়োজন অপেক্ষাও অধিক।"

মালতী সতীশকে বলিল, "বড় সন্তুষ্ট হইলাম, তোমার কর্ম্ম যে বৃথা হয় নাই, ইহাতে প্রভু তোমার প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রকাশ করিয়াছেন।"

বৃদ্ধা কহিলেন,"আমার বোধে তাহা বৃথা হয় নাই, কারণ আপনি ও আপনার পিতা এই বালকের জন্য যাহা করিয়াছেন, সে জন্য অনেকেই ঊর্দ্ধস্থ গৃহে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিবে, কিন্তু আমি সকল অপেক্ষা তাঁহার অধিক ধন্যবাদ করি। সতীশ আসিবার পূর্ব্বে আমি অন্ধকারে ছিলাম, কিন্তু এখন সে আমার নিকট ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও যীশুর বিষয় বলাতে জানিতে পারিয়াছি যে, আমার পাপ ক্ষমা হইয়াছে। প্রভু অতি শীঘ্র আমাকে বাড়ীতে আহ্বান করিবেন। আঃ! তখন কেমন সুখের সময় হইবে, যখন

শেষে যেন তব গুণে বিমুক্ত হইয়া,
নিহারধবলশ্বেত বসন পরিয়া।
পাপমলাবিরহিত হৈয়া অবশেষে,
বসতি করিতে পারি সেই সুখদেশে॥

মালতী বলিলেন "সতীশ, দেখিতেছি, এই বৃদ্ধাও তোমার প্রিয় গীতটী জানে।"

"হাঁ, অনেক দিন গত হইল, আমি উহাঁকে শিখাইয়াছিলাম; উনি বৃদ্ধ চৈতনের ন্যায় উহা ভাল বাসেন।"

আর কিছু কথাবার্ত্তার পর মালতী বিদায় গ্রহণ করিলেন। সতীশ অন্যত্র অন্য লোকদের বাড়ীতে গেল। নানা পল্লীতে গিয়া লোকদের কাছে ধর্ম্ম পুস্তকের জীবনদায়ক মধুর বচন বলিল।

সতীশ উক্ত পুস্তকে সকল প্রকার প্রয়োজনের নিমিত্তে উপযুক্ত বাক্য, এবং প্রত্যেক আত্মার পক্ষে সুসংবাদ প্রাপ্ত হইল। উহাতে পাপভারে ভারাক্রান্ত মনের নিমিত্ত শান্তি, দুঃখিত ব্যক্তির কারণ সান্ত্বনা, পরিশ্রান্ত লোকের জন্য বিশ্রাম, উদ্বিগ্নমনা মনুষ্যের নিমিত্ত পরামর্শ, এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য ভরসা পাওয়া যায়। সতীশ আপনার গৃহহইতে বহির্গমন করিবার পূর্ব্বে প্রার্থনা করিত, যেন ঈশ্বর তাহাকে স্বীয় পবিত্র আত্মা দান করেন ও যাহার যে প্রকার বাক্য শ্রবণ করিলে মঙ্গল হইবে, তাহার নিকট সে প্রকার কথা কহিতে শক্তি দেন। সে যখন কোন বাড়ীর দ্বারে আঘাত করিত, তখন মনেং প্রার্থনা করিত, "হে প্রভো, আমাকে তোমার বিষয় বলিতে সুযোগ প্রদান কর, তুমি সকল মনুষ্যের অন্তঃকরণ অবগত আছ, অতএব কি বলা কর্ত্তব্য, তাহা আমাকে জানাও।" ঈশ্বর যে সতীশকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও সে যে সর্ব্বত্র সকলের উপকার করিবার সুবিধা পাইয়া সর্ব্ব সাধারণের আত্মিক মঙ্গল সাধন করিতে পারগ হইল, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। পীড়িত লোকেরা যে সর্ব্বদা উহাকে তাহাদের নিকট ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও প্রার্থনা করিতে আহ্বান করিত, তাহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, এবং বালক বালিকাগণ যে তাহাকে ভাল বাসিত, ও কর্ম্ম ভারে শ্রান্ত স্ত্রীলোকগণ যে তাহার নিকট বসিয়া ধর্ম্মপুস্তকের জীবনযুক্ত বাক্য শুনিয়া সান্ত্বনা লাভ করিত, তাহাতেই বা

আশ্চর্য্যের বিষয় কি? অতএব সতীশ যে সমস্ত দিন প্রভুর প্রিয় কর্ম্ম করিত এবং অপেক্ষাকারী লোকদের নিকট তাঁহার সমাচার প্রদান করিত, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। সে যখন রাত্রিতে বাড়ী যাইত, তখন অতিশয় ক্লান্ত হইত, কিন্তু ঐ ক্লান্তিকে ক্লান্তি বোধ করিত না; কারণ চৈতনদাস যে ত্রাণকর্ত্তার প্রতি প্রেম প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এক সপ্তাহ মাত্র সময় প্রাপ্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা করিত, তাহা তাহার মনে ছিল। ঈশ্বর তাহাকে তাঁহার প্রিয় কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত করিয়াছিলেন, সতীশ তন্নিমিত্ত নিয়ত তাঁহার ধন্যবাদ করিত।

সতীশ পূর্ব্বোক্ত বাসা বাড়ীর দূরবর্ত্তী কোন নিভৃত পল্লীতে প্রথমে বাস করিত, কারণ কর্ম্ম সমাপনের পর দিবাবসানে বেড়াইতে ভাল বাসিত বলিয়া, নগরের বাহিরে বাস করিত। কিন্তু দরিদ্র লোকেরা সন্ধ্যার সময়েও বিশেষং প্রয়োজনে তাহার নিকট যাইত। সতীশ তাহাদের সুবিধার জন্য বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিল। অনেক সময়ে লোকেরা সতীশের কাছে গিয়া আপনাদের দুঃখ বিবরণ বলিত, বিশেষতঃ অল্প বয়স্ক ব্যক্তিগণ সতীশের সহিত কথা কহিতে অতিশয় ভাল বাসিত। তাহার বাসায়, সপ্তাহে, এক বার করিয়া প্রার্থনাসভা হইত, উহাদের অনেকেই যাইত, এবং উক্ত সভা যে তাহাদের স্বর্গপথে যাইবার সাহায্যকারী, তাহা তাহারা জানিতে পারিল। যে দিবসের বিষয় লিখিতেছি, সেই দিবস গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়াই একটী শব্দ শুনিয়া সতীশ বিস্ময়াপন্ন হইল। তাহার পুরাতন বীণায় কেহ 'সুখময় বাটী' বিষয়ক সুর বাজাইতেছিল। সতীশ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, কে আমার বীণা বাজাইতেছে? বাড়ীর কর্ত্রীর শিশুদিগকে তাহার অসাক্ষাতে তাহা স্পর্শ করিতেও নিষেধ করিয়াছিল। সে যে রূপ এই পুরাতন বীণাটীর যত্ন করিত,

তাহা ভাবিয়া আপনি নিজেও হাস্য করিত, এবং যে দিন বৃদ্ধ চৈতনদাস তাহাকে প্রথমবার বীণা বাজাইতে অনুমতি দিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল, "বাপু, সতীশ, আস্তে বাজাও, আস্তে বাজাও," সেই দিন মনে পড়িত।

এখন সতীশ নিজে চৈতন দাসের ন্যায় বীণার যত্ন করিত, কোন ক্রমে তাহার অনিষ্ট ঘটিতে দিত না। কে বীণা বাজাইতেছে, জানিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া যাইতেছিল, যাইবার সময় বাড়ীর কর্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি বলিলেন, "অনেক ক্ষণাবধি এক জন লোক আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বসিয়া আছেন।" সতীশ কুঠরীর দ্বার খুলিয়া দেখিল, বহু কালের বন্ধু সেই উপদেশক মহাশয় বীণা বাজাইতেছেন।

বহু কাল তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই ; কারণ উপদেশক মহাশয় প্রার্থনাগৃহে এক বার যে সত্য প্রচার করিয়াছিলেন, সেই একই সত্য প্রচারার্থ এক্ষণে অন্য এক স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে যে স্থানে প্রচার করিতেন, সেই স্থানে এই বিশ্রামবার যাপন করিতে আসিয়াছিলেন ; তাঁহার বন্ধু সতীশ কি প্রকারে চলিতেছে, সে অদ্যাবধি ত্রাণকর্ত্তার কর্ম্ম করিতেছে কি না, ও "সুখময় বাটীর" প্রতীক্ষায় আছে কি না, জানিতে অতিশয় ইচ্ছুক হইয়া তাহার বাসায় আসিয়াছেন।

এক্ষণে পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়াতে উভয়ে আনন্দিত হইলেন, এবং বহু কালের পর দেখা হওয়াতে অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তা করিলেন। পরে তিনি বীণার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "সতীশ, আজিও তোমার কাছে পুরাতন বীণাটী আছে ?"

সতীশ কহিল, "উহা কি পরিত্যাগ করিতে পারি ?

চৈতন দাস মৃত্যুকালে আমাকে উহা দিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কখন ইহা হস্তান্তর করিব না। অনেক বার 'সুখময় বাটী' বিষয়ক গীতের স্বর শুনিলে, আমার চৈতনের কথা মনে পড়ে। চৈতন এই পঞ্চদশ বৎসর উজ্জ্বল নগরে কেমন সুখে আছেন, তাহা ভাবি।"

"সতীশ, তোমার সেখানে যাইবার কেমন আকাঙ্ক্ষা ছিল, মনে হয়?"

"হাঁ, মহাশয়; এখনও আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু যদি ঈশ্বরের অভিমত হয়, তাহা হইলে আর কয়েক বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা আছে। মহাশয়, পৃথিবীতে কত কর্ম্ম আছে, না? কত শত লোক আছে, যাহারা আত্মার বিষয় চিন্তা করে না। তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিলে, অগাধ সমুদ্রের জলরাশির কাছে এক বিন্দু জল যেরূপ, তাহাদের জন্য আমার পরিশ্রম তদ্রূপ বোধ হয়।

উপদেশক মহাশয় বলিলেন, "হাঁ, সতীশ; এত অধিক কর্ম্ম আছে যে, আমরা তাহার সহস্রাংশের একাংশও করিতে সক্ষম নহি। তবে আমাদের এমন কর্ম্ম করিতে চেষ্টা পাওয়া উচিত, যাহাতে প্রভু আমাদের প্রত্যেকের বিষয়ে বলিতে পারেন, সে যাহা করিতে পারিত, তাহাই করিয়াছে।"

তৎপরে তাঁহারা উভয়ে জানু পাতিয়া, ঈশ্বর যেন সতীশের কর্ম্মে আশীর্ব্বাদ করেন, সতীশ যেন তত্রত্য অনেককে যীশুর নিকট লইয়া যাইতে সক্ষম হয়, ও চৈতন যে নগরে গিয়াছেন, সেই নগরে তাঁহারাও যেন বাসস্থান পাইতে পারেন, তজ্জন্য প্রার্থনা করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অবশেষে সুখময় বাটী প্রাপ্তি।

রবিবার সন্ধ্যার সময়ে আর একবার সতীশ প্রার্থনাগৃহে গেল। কিন্তু এখন আর সে পূর্ব্বের ন্যায় জীর্ণ বস্ত্র পরিয়া সভয়ে সম্মুখস্থ আসনে বসিয়া থাকে না। প্রার্থনাগৃহ পরিষ্কারকারিণী স্ত্রীলোক আসিয়া পাছে তাহাকে বাহির করিয়া দেয়, এখন আর তাহার এ ভয় নাই। এখন সেই স্ত্রী কখন স্বপ্নেও সতীশকে তথাহইতে বাহির করিয়া দিবার কথা মনে করে না, কারণ পল্লীস্থ সকলেই সতীশকে উত্তমরূপে জানে। সতীশ সর্ব্বদা সকলের অগ্রে প্রার্থনাগৃহে উপস্থিত হয়, এবং দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া লোকদিগকে সাদরে গ্রহণ করত, ভিতরে লইয়া যায়। এবং দুর্ব্বল বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষদিগকে ধরিয়া আসনোপরি বসাইয়া দেয়। যাহারা কখন প্রার্থনাগৃহে যায় নাই, এরূপ যে সকল লোককে সে সপ্তাহের মধ্যে তথায় যাইতে অনুরোধ করিত, আগ্রহসহকারে তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করে। সতীশ যদি দেখিতে পাইত যে, কোন জীর্ণ বস্ত্রপরিহিত বালক প্রচার শুনিতে আসিয়াছে, তাহা হইলে তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইত, কেননা সে আপন পূর্ব্ব অবস্থার বিষয় বিস্মৃত হয় নাই। সে যখন প্রথমবার প্রার্থনাগৃহে যায়, তখন এমন আগ্রহসহকারে প্রচার শুনিয়াছিল যে, বাড়ী গিয়া চৈতনদাসকে সান্ত্বনা করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

অদ্য রাত্রে সতীশের বন্ধু বহুকালের পর উক্ত স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, এই হেতু সতীশ সমস্ত দিনই ব্যস্ত হইয়া লোকদিগকে তথায় যাইয়া তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিতে অনুরোধ করিল।

উপদেশক মহাশয় গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে গৃহ লোকে পরিপূর্ণ। সতীশকে সকলের সহিত মিষ্ট কথা

কহিতে ও যে ক্ষুদ্র পুস্তকের গীত গান হইবে, তাহা সকলকে দিতে দেখিয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। "আইস, কারণ সকলই প্রস্তুত আছে," উপদেশক মহাশয় ধর্ম্ম পুস্তকের এই কয়েকটী কথা কিয়ৎক্ষণের জন্য আন্দোলন করিতে স্থির করিলেন। সমাগত লোকেরা নীরবে ও আগ্রহসহকারে শ্রবণ করিতে লাগিল। তিনি প্রথমতঃ দৃষ্টান্তের উল্লেখিত বিবাহ ভোজের বিষয়ে বলিলেন যে, অতি যত্নসহকারে, ও সদ্ভাবে উক্ত ভোজ প্রস্তুত করা হইয়াছিল—সকলই প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তথাপি কেহ গেল না। চতুর্দ্দিক হইতে সকলে ওজর করিতে লাগিল ; কেহ বা নিজ কর্ম্মে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত, কেহ বা আলস্য বশতঃ নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিল। কেহই নিমন্ত্রণের "আইস" শব্দের প্রতি মনোযোগ করিতে প্রস্তুত ছিল না।

পরে তিনি যীশুর বিষয়ে বলিলেন, তিনি কি প্রকারে আমাদের নিমিত্ত সকলই প্রস্তুত করিয়াছেন, কি প্রকারে ক্ষমা ও শান্তি প্রস্তুত আছে, ইহা বলিয়া বলিলেন, "পিতার ক্রোড় আমাদিগকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, পিতার প্রেম আমাদিগকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত, এবং স্বর্গে আমাদিগের জন্য গৃহ প্রস্তুত আছে।"

উপদেশক আরও বলিলেন, "ঈশ্বর তো এই সকল করিয়াছেন, প্রিয় বন্ধুগণ,এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য ? আইস, আইস ; কারণ সকলই প্রস্তুত আছে, তোমাদিগকে আসিয়া কেবল লইতে হইবে। তোমাদিগকে কেবল তাঁহার এই প্রেম গ্রহণ করিতে হইবে। পাপকলুষিত আত্মা ও পরিশ্রান্ত লোকেরা এখন আইস, কারণ সকলই প্রস্তুত। 'এখন' শব্দটীর প্রতি মনোযোগ কর, উহার অর্থ অদ্য রাত্রেই, এই রবিবারেই ; আগামী বৎসর, কি আগামী সপ্তাহে কিম্বা আগামী কল্য নয়, কিন্তু এখনই, এখনই সকল প্রস্তুত। ঈশ্বর যাহা করিবার, তাহা করিয়াছেন, তিনি ইহার অতিরিক্ত আর কিছু করিবেন

না। তিনি তোমাদিগকে বলিতেছেন, 'আইস,' তোমরা কি যাইবে না? ঈশ্বরের উপাদেয় সামগ্রী কি তোমাদের গ্রহণ করিবার যোগ্য নয়? অদ্য রাত্রে যখন নিদ্রা যাইবে, তখন তোমরা যে ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়াছ, এই চিন্তা কি সুখদায়ক হইবে না? এবং তোমরা কি এক দিন ঈশ্বরের মেষশাবকের সেই বিবাহভোজে উপবিষ্ট হইতে ইচ্ছুক নহ?"

উপদেশক মহাশয় উপসংহার কালে বলিলেন, "আঃ, সেই দিন! কেমন সুখের দিন। সাধু যোহন যে সকল আশ্চর্য্য দর্শন পাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি ঐ ভোজের প্রতাপের আভাস মাত্র দেখিয়াছিলেন, এবং তাহা এমন গুরুতর, উত্তম ও সুন্দর যে, স্বর্গদূত সাধু যোহনকে স্থগিত করিয়া বলিলেন, 'তোমার পুস্তক বাহির করিয়া যাহা দেখিলে, তাহা টুকিয়া রাখ—এবং লিখ "মেষশাবকের বিবাহভোজে নিমন্ত্রিত লোকেরা ধন্য।"'"

"তোমরা কি ঐ ধন্য লোকদের তুল্য? তোমরা কি মেষশাবকের রক্তে ধৌত হইয়াছ? তোমরা কি ঐ ভোজে বসিবে? তোমাদের কি 'সুখময় বাটী' প্রবেশ করিবার অধিকার আছে? এই সকল প্রশ্নের তোমাদের কি উত্তর, তাহা জানি না, কিন্তু তোমরা যদি এখন আমাকে ইহার উত্তর দিতে না পার, তবে সেই দিনে, যিনি সকলের অন্তঃকরণ অনুসন্ধান করেন, তাঁহার নিকট কি উত্তর দিবে?"

এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি উপদেশ সাঙ্গ করিলেন, সমাগত লোকেরা প্রস্থান করিল। যাহারা উপদেশক মহাশয়কে জানিত, তাহারা প্রস্থানের পূর্ব্বে তাঁহার নিকট গিয়া পরামর্শ ও সান্ত্বনাদায়ী বাক্য গ্রহণ করিল। সতীশ উপদেশক মহাশয়ের সহিত বাটী গমন করিল, যাইবার সময়ে তিনি বলিলেন, "সতীশ, কল্য প্রাতে আট্টার সময় আমার সঙ্গে যাইবার নিমিত্তে প্রস্তুত হইতে পারিবে?"

সতীশ বলিল, "আপনার সঙ্গে যাইবার নিমিত্ত ?"

"হাঁ, সতীশ, অনেক দিন তোমাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, আমি তোমার কর্ম্মকর্ত্তার নিকট তোমাকে বাড়ী লইয়া যাইবার নিমিত্ত ছুটি চাহিয়াছি। বিশ্রাম ও পল্লী-গ্রামের বায়ুতে তোমার উপকার হইবে। ইহাতে তোমার কর্ম্মের ক্ষতি হইবে না, বরং তুমি পাঠ ও প্রার্থনার নিমিত্ত অবকাশ পাইবে, এবং ভবিষ্যতে কর্ম্ম করিবার জন্য স্ফূর্ত্তি ও শক্তি লাভ করিবে। ভাল, তবে তুমি যথাসময়ে প্রস্তুত হইতে পারিবে ?"

সতীশের কখনং অবসর পাইবার ইচ্ছা ছিল, অদ্য সেই বাসনা পূর্ণ হইল ; সতীশ মনেং চিন্তা করিয়া বিলম্ব হইবার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া, কৃতজ্ঞতাসহ তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করিল।

পর দিন উপদেশক মহাশয় ও সতীশ,যে পল্লীতে উপদেশকের মণ্ডলী এবং প্রার্থনাগৃহ ছিল, সেই পল্লীতে চলিলেন।

উপদেশক মহাশয়ের বাটী গমনের দ্বারা যে ফলোৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা, সতীশ কএক মাস পরে উপদেশক মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার সারভাগ পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যাইতে পারে।

"আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, আমাদের গৃহের বিষয় আপনাকে জানাইব। পৃথিবীতে যে সকল আনন্দময় বাড়ী আছে, বোধ হয়, আমাদের গৃহ তাহার মধ্যে গণনীয় হইতে পারে। আমি যে আপনাদের গ্রামে গিয়াছিলাম, তজ্জন্য সর্ব্বদা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি ; কারণ তথায় গমন করিয়া স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়াছি। অবশেষে আমার নিজের একটী 'সুখময় বাটী' হইয়াছে। আমরা উভয়ে অতি সুখে কালক্ষেপ করিতেছি। আমি কর্ম্ম হইতে আসিয়া দেখি, তিনি সকল সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা

করিতেছেন। আমরা সন্ধ্যাকাল শান্তিতে ও সুস্থিরভাবে যাপন করি। আমি সমস্ত দিন যাহা করি, তিনি তাহা শুনিতে ভাল বাসেন। দরিদ্র লোকেরা এখন অবধিই তাঁহাকে ভাল বাসে ও আপন২ দুঃখ কষ্টের সময়ে তাঁহার নিকট আইসে। যাহাদের সুখ বৃদ্ধি করিতে আমাদের ইচ্ছা, তাহাদের নিমিত্ত আমরা একত্র প্রার্থনা করি এবং একত্র তাহাদের বিষয় ত্রাণকর্ত্তাকে জানাই। এই রূপ কর্ম্মে আমাদের অত্যন্ত সান্ত্বনা লাভ হয়।

"আমাদের সামান্য বাড়ীটী আনন্দ ও প্রফুল্লতাতে পূর্ণ। আমরা যে সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী পৌঁছিয়াছিলাম, সেই দিন যদি আপনি আমাদের দেখিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। মালতী আমাদের নিমিত্ত সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি স্বহস্তে বিলাতী মেঁদির ফিকড়ী দ্বারা গোলাপ পুষ্পের একটী তোড়া করিয়া মেজের উপর রাখিয়াছিলেন। তিনি যখন বালিকা ছিলেন, তখন আমাকে গোলাপ ফুলের তোড়া দিয়াছিলেন এবং "আমাকে প্রক্ষালন কর, তাহাতে আমি তুষার অপেক্ষা শুক্লবর্ণ হইব," এই যে প্রার্থনাটী শিখাইয়াছিলেন (এই প্রার্থনা আমি কখন বিস্মৃত হই নাই) মেজের উপর ফুলের তোড়া দেখিবামাত্র সেই সকল বিষয় যে আমার স্মরণ হইল, তাহা বলা বাহুল্য।

"শ্রদ্ধাস্পদ উপদেশক মহাশয়, আপনি জানিবেন যে, আমরা স্ত্রী পুরুষে প্রণয়ে ও অতি সুখে এই সাংসারিক বাটীতে কাল অতিবাহিত করত সেই ঊর্দ্ধস্থ অনন্ত কালীয় বাটী অর্থাৎ আমাদের সত্য, শ্রেষ্ঠ ও উজ্জ্বল 'সুখময় বাটীর' প্রতীক্ষা করিতেছি।"

সমাপ্ত।

Printed by B. M. Bose, at the Saptahik Sambad Press, Bhowanipore and published by the Calcutta Tract and Book Society, 23 Chowringhee Road, Calcutta, 1881.

বিজ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা চৌরঙ্গি রোড নং ভবনে পাওয়া যায়। ব্যবসায়িরা যথেষ্ট কমিশন পা

নাম।	
Come to Jesus	যীশুর নিকট আইস ...
Sermons on the Atonement	প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব ..
Guide to Heaven	স্বর্গপথপ্রদর্শক ...
Eastern Blossoms	বিধুবদন ...
Life of Martin Luther	মার্টিন লূথারের জীবন চরিত ..
Christian (illustrated)	স্বর্গযাত্রা ...
Christiana	সহগমন ...
God's Way of Peace	ঈশ্বরীয় শান্তিপথ ...
Metrical Life of Christ	প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বৃত্তান্ত
Person and work of the Holy Spirit	পবিত্র আত্মা ও তাঁহার কার্য্য ..
Imitation of Christ	খ্রীষ্টানুকরণ ...
What think ye of Christ ?	খ্রীষ্ট কে ...
Story of Basanta	বসন্ত ..
Faith and Victory	বিশ্বাসবিজয় ...
Companion to the Bible	ধর্ম্মপুস্তকের সহচর ...
Barth's Church History	মণ্ডলীর ইতিহাস ...
„ Bible Stories	ধর্ম্মপুস্তকের ইতিহাস ..
Pilgrim's Progress	যাত্রিকের গতি ...

Gaylord Bros.
Makers
Syracuse, N. Y.
PAT. JAN. 21, 1908

U. C. BERKELEY LIBRARIES
C047011263

384463

Walter

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY